সিছসাধক তারাক্ষ্যাপা

ডাক্তার অভয়পদ চটোপাধ্যায়



নবভারত পাবলিশাস ৭২ মহাস্বা গান্ধী রোড কলিকাড়া

প্রথম সংকরণ গুরুপুর্ণিমা: আমাচ, ১৩৬৭ সন

প্রকাশিকা কর্তৃক

ক্ষাৰিকা ঃ কুমুৰীয়া কাৰি চটোপাখ্যাৰ, ১৷১৷১এ, বহিন চ্যাটাৰ্জী ক্ষীট, কলিকাডা-১২ বুৰুক : আৰ: সাহা, পূষ্ট প্ৰেস, ৭৬৷২ বিধান সমন্ত : (ব্ৰুক কে: ১), কলিকাড়া-়া

সূচনা

এত্ত্র বিষয়ীভূত মহাতপা সিদ্ধসাধক শ্রীমং ভারানাথ মহারাজ জেডা-যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্তান-গুরু বন্ধবি বশিষ্ঠের সাধনসিদ্ধ মহাপীঠ ভারাপীঠাধিষ্ঠাত্তী দীন-দয়াময়ী ভারামায়ের আদরের ছুলাল মহাযোগী মহর্ষি শ্রীমং বামদেবের একমাত্র সাক্ষাং মন্ত্রশিক্ত ও তংক্সাভিষিক্ত পীঠাধীশ এবং বশিষ্ঠারাধিতা তারাসাধনার শেষ ধারক ও বাঁহক। ক্যাপাজী ভারানাথের জীবনচরিত এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তাঁর জীবনবেদ সম্পর্কে প্রচারের প্রচেফ্টাও ডেমন কিছু করা হয়নি। ফলে তাঁর পৃত পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত আজ জনমানস থেকে অপসূর্মান। এর কারণ প্রধানতঃ তাঁর নিজেরই আত্মপ্রচারে বিমুখতা। একদা বামলীলা গ্রন্থের রচরিতা ঋছের ৮ হরিচরণ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ তারানাথজীকে পড়ে শোনান। তিনি শাস্ত্রীজীকে ভংসনা করে বলেন, ভিক্ষুর জীবনচরিত হয়না; তাঁর সাধনপদ্ধতি, আচার আচরণও সকলের বিশেষতঃ গৃহস্থের উপযোগী নয়। তাঁর উপদেশাবলীই কেবল সকলকে জানান যেতে পারে মাত্র। সাধারণতঃ তিনি সকলকেই রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী যোগবাশিষ্ঠ ও পুরাণাদি পড়তে উপদেশ দিতেন। তারানাথের এই 'মত-নির্দ্ধেশের পরিপ্রেক্ষিতে বক্ষামান চরিতালোচনায় তারানাথের বহিরক জীবনেরই কভিপন্ন ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে মাত্র; কারণ মহাযোগী ও সিদ্ধসাধক-গণের অধ্যাত্মজাবন ও সাধনতত্ত্বের ভাবরাশি সাধারণ মানুষের অনুভব ও বোধগম্য নছে। যিনি শ্বীয় ইফ্ট ভগবান বা ভগবতীর ভাবে ষডদূর তন্মরতায় নিমগ্ন, তিনি ততদুর তদাস্মতা লাভ করেন। যে তদাস্মকভাবের প্রবাহ-প্রভাবে সাধনায় তন্ময়তা-সিক্লি, সেই তদাকারিত তত্ত্বভাবুকের হৃদয়েই কেবল উহা গোচরীভুত। তদাত্মক-চিত্ত তংশ্বরূপে নিমঞ্জিত আত্মহারা ব্যতীত অপরের তাহা উপলব্ধি করা বা বলবার অধিকার ও যোগ্যতা নাই। ভবানীপতি শক্তিনাথ শঙ্কর বয়ং আপনভাবে আপনি বিভোর হয়ে বলেছেন, ভাবের শ্বরূপ বাক্যের ছারা বুঝাবার নহে। স্পষ্টভই সে-ভাবের বভাব বা প্রকৃত রূপ বুকাবার দিবাশক্তি ও দক্ষতা সাধারণ সংসারাক্ত জীবের কোথায়? এবিষয়ে ভগবান শক্তিনাথ যাহা নির্দেশ করেছেন সেই পর্যান্তই আমাদের সাধাারত। লৌকিকভাবে তর্কের ছারা

ইহার বিচার করা চলে না বা অনুভব ও অনুভূতির আয়াদদ সম্বন্ধে ধারণা করাও যায় না।

মহাত্মা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রকাশ বিষয়ে বরং তারানাথের পূর্ব্বোক্ত মতানুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন আজ এ জীবনচরিত প্রকাশ করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং সহাদর সুধী ভক্ত পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করা হল।

শিবাবভার ক্যাপান্দী ভারানাথের জীবনবেদ রচনার মত চুঃসাহসিক কার্য্যারম্ভ করবার বিষয় কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। প্রথমত সিদ্ধসাধক মহাপ্ররুষদের জীবনী রচনা সম্পর্কে মহাত্মা তারানাথের অভিনত এবং দ্বিতীয়ত সিদ্ধযোগী মহাতাপসগণের অন্তহীন অনন্ত আকাশ ও অসীম অতল মহাসাগর সদৃশ মহাজীবন মানবীয় বিভাবুদ্ধির অগোচর। মাদৃশ সাধারণ সংসারী মানুষ তারানাথের খায় উগ্র তাপস ও সিদ্ধমহাপুরুষের জীবনরহস্ত উদ্ঘাটন ও পরিমাপ করবে কি প্রকারে? আমার সহোদর প্রতিম শ্রীপ্রতুপ কুমার দত্ত বংসরাধিকাল যাবত তারানাখের জীবনচরিত রচনা ও প্রান্থাকারে প্রকাশ করবার জন্ম পুনঃপুনঃ তাগাদা করতে থাকেন। তাঁর ভাগাদার প্রবল চাপে আমি অভিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। লোকপরস্পরা একথা क्षान्ता (পরে क्याभाकीর স্লেহাশীয-ধন্ত খদেহে বর্তমান আরও অনেক ভক্তগণের নিকট হতেও পত্রযোগে তারানাথের একখানা জীবনচরিত প্রকাশ করবার জন্ম ক্রমাগত অনুরোধ আসতে থাকে। ডারানাথের জীবনচরিত রচনা করবার মত সাধনার যোগ্যতা ও শক্তি আমার কোখায়? এসব ভেবে মনের শান্তি বিশ্বিত হল, ফলে রাত্রিতে চোখে নিজা নাই। গভীর নিশীথে সাক্রনয়নে সকাতরে তারানাথকে প্রার্থনা জানিয়ে বলি, ঠাকুর। জীবনসায়হে আমাকে তুমি এ কি ভাষণ অগ্নিপরীক্ষায় কেললে? সাধক মহামাপণের জীবনায়ণ রচনা সম্বন্ধে তোমার সুস্পষ্ট অভিমত জানা সত্ত্বে কি করে শুরুর মতানুশাসন লঙ্ঘন করি? আমি গুরতিক্রম্য সমস্তার আপতিত হয়ে অসহায় দিকভ্রষ্ট ৷ এ বিষম বিপদে এক গুরু ডিন্ন আমার কে রক্ষা করতে সমর্থ ? তুমি আমার চলার পথে আলো দেখাও, পথ-নির্দেশ কর। ধ্যানাবছার সহসা चुिलिएंथ माञ्चवानी উদিও হল, সাধুনাং पर्यंतर পুণাং, जीर्थकृता हि সাধবঃ কালে ফলভি ভীর্থানি সদা সাধু সমাগমঃ। হিন্দু শাস্ত্রকারথণ সিদ্ধসাথক মহাত্মাগণকে ভীর্থবরূপ রূপেই বর্ণনা করে পেছেন। সুভরাং সাধক মহাপুরুষ মহাত্মাগণের জীবনবৃত্তাত বিষয়ক প্রসঙ্গালোচনা ও অনুশীলন ভীর্থমাহাদ্য শ্রবণের ভারই শুভফলপ্রদায়ক। বিশ্বরে রুদ্ধবাক আমি!
শরণপথে শাস্ত্রবাণীর এ আবির্ভাব কি তারানাথেরই ইচ্ছা-ক্রিয়ালন্তি-সন্ত্ত আমার সমস্যা উত্তীর্ণ করানোর পথনির্দেশ বা ইঙ্গিত ? গুরু-আজ্ঞাবিনা লজ্মনে আমার ঘারা তাঁর বাহ্য-জীবনের চরিতকাহিনী বিরচিত করিয়ে ভক্তপণের বহু আকান্থিত মহাপুরুষ চরিতকথা প্রকাশের সমস্যা সমাধান করে দিলেন তারানাথ! ধলু ঠাকুর! তোমাদের রহস্তবেরা মর্ম্মকথা বোঝে সাধ্য কার ?

এ ঘটনার পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও ভক্তগণের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ এবং সিদ্ধান্তানুযায়ী পাণ্ড্লিপি রচনা আরম্ভ হয়। তারানাথের এই চরিতায়ণে তার কেবল বহিরক জীবনের কতিপয় ঘটনা সন্ধিবেশিত করা হয়েছে মাত্র, সাধনজীবন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবেশ করা হয়নি। ইহার কারণ ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

ভারত বিভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে পরশাসন-মৃক্তির পর ভারতের মুক্তি আন্দোলনের যোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক অফিস অফ্ দি রিজিওলাল মেম্বার্-এর মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর अभूत्त्रस्मनाथ रमन वम. ब, लि-बहेर्. डि, वि. निष्टे महानम दिखी जरु क्रिडम् मुख्राकी हेन् हेलिया वर्ष खराके तक्क रकें किमिंह, बाहेगेर्स विन्धिः न श्वरक ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের মিস্লে ৫৩-৫৪।৪৭ এল. ডবলু. বি. নভেম্বরের পত্তে মহযি তারানাথের অন্তরীণ ও রাজনীতি সম্পর্কিত এবং সমাজ কল্যাণমূলক কার্য্যাবলীর বিবরণ আমাদের নিকট চেয়ে পাঠান। এ সংবাদ আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলের বন্ধু পরলোকগত রাজবন্দী কিরণচক্র মুখোপাধ্যায় (রাজনীতিক মহলে তিনি কিরণদা নামেই সমধিক পরিচিত) মহাশয়কে জানান হয়। তিনি আমাদের নিকট থেকে ক্যাপাজী তারানাথের একখানা সুদুত্ত ফটো এবং ক্যাপান্ধী ডারানাথ আশ্রম সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ভারানাথ সিরিজের হ'খানা পুত্তিকা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন। উপরোক্ত অফিস্ অফ্ দি রিজিওনাল মেম্বারস্ কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় অধ্যাপক (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক) জীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি. লিট্ ইং ১৮৷১০৷১৪ ভারিখের মিস্লে ৫৩-৫৪৷৫১ এইচ্. এল. উবলু, চিহ্নিড পত্র স্বারা পুত্তক হু'খানা ও ফটোটির প্রাপ্তি বীকার করেন। শেষ পর্যান্ত বিষয়টির কি পতি হল তথিময়ে পুনঃ পুনঃ খৌতখবর করেও কোন সংবাদ আজ व्यविष পাওश यात्र नि । त्याना श्राटं, फ्रेंक वरे द्वथाना ७ क्टोंकि हाना रहनि ।

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সক্ষণ্ডক ব্রহ্মের ক্রীমভিদান রার মহালর তারানাথ সহক্ষে বলতেন, ক্যাপালা আমাদের বিশ্লবী আন্দোলনের প্রাণহরপ ছিলেন। অনুরূপ কথা পরলোকগত বিশ্লবীনেতা বারীন ঘোষ মহালয়ও আমাদের আশ্রম সমিতির অফিসে স্থাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লব প্রচেষ্টার কাহিনী আলোচনা প্রসক্তে প্রায়শঃই বলতেন। ক্যাপাজীর দেহরক্ষার পর মতিলাল রায় মহালয় বলেছিলেন: স্বদেশের মৃক্তি-সংগ্রামে ও জাতিগঠনে মহাত্মা তারানাথের অবদান অপরিমেয় ও অবিশ্লরণীর।

রাষ্ট্রীয় মৃক্তিসাধনায় দেশজননীর মুক্তিযক্তে মুক্তিযোদ্ধাগণ নিছদিগকে ষেমন আছতি দিয়েছেন অপরদিকে বিশ্বজননীর বিশ্বব্যাপিনী চেডনায় উদ্বন্ধ অনেক অধ্যাত্ম-সাধকও জাতীয় মৃক্তিসাধনাকে অধিকতর বেগবান করে তুলেছিলেন তাঁদের আপন আপন অবদানে। মূলতঃ তিনি অধ্যাত্ম সাধনার বলে আত্মযুক্তি কামনায় গৃহ ও সংসারত্যাগী হয়েও অপরাপর যোগী এবং সাধকগণের শ্বায় কেবল স্বীয় মুক্তিসাধন প্রচেফীয় নিজেকে নিয়োজিড করে সীমিত করে রাখতে পারেন নি। মাতৃসাধক তারানাথ স্বীয় ইউদেবী ও দেশমাতৃকাতত্ত্বের একাত্মতার উদ্বৃদ্ধ হ'য়ে দেশমাতৃকার মৃক্তিসাধনাকে আত্মমুক্তির উদ্ধে অগ্রাধিকার দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন সংগঠন ও বিপ্লবডছ প্রচারে আত্মনিয়োগ করে দেশমাতৃকার মুক্তি-আন্দোলনে যোগদানকারীগণের সঙ্গে সংপ্রস্ক হ'লেন তাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণা-প্রবাহের অাধারম্বরূপে। তিনি সর্ববদাই বলতেন, পরাধীন জাতির সাধন ডজন হয় না। বিভিত জাতির জাবনে পরাধীনতা একটা ভীষণ অভিশাপ! ভিন্ন দেশাগত বিজয়ী জাভির শাসন পরাধীন দেশে সর্বাদা বিজ্ঞিত জাতির স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রতিকৃদে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বিজয়ী শাসকজাতি বিশ্বিতজাতিকে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক দিক থেকে শোষণ করেই পরিতৃষ্ট থাকে না; বিদেশাগত বিজয়ী জাভির মনোমধ্যে বিজিতদেশে চিরস্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত থাকবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্ত অন্তর্নিহিত থাকে। ফলে বিজিত জাতির জীবনে পরাধীনতাপ্রসূত কুফলপ্রলি ক্রমে প্রকট হয় ভাবে ও আদর্শে: কর্ম্মে দেখা দেয় হীনমন্ততা, আত্মশক্তিভে আছাহীনতা। জীবনের শক্তির কেন্দ্রসমূহ হয় ধ্বংস ও বিধবন্ত।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বহরমপুরের জীমৃত শশাস্কশেশর সার্যাল মহাশর বলেন, "—প্রসঙ্গক্ষমে উল্লেখ করতে হর বামাক্ষ্যাপার একমাত্র মন্ত্রশিক্ষ ভারাক্ষ্যাপা বহরমপুর সহরের পুবলাগা উমাবনে বাদপ্রস্থ নিয়েছিলেন। তিনি সুভাষের অনেক আগেই সন্ত্রাসী রাজবন্দী হয়ে সন্দীক (হাজিয়া) দ্বীপে অন্তরীণ ছিলেন। ভিরেনাতে ভিঠলভাই প্যাটেলের জন্তিম রোগশযাার সূভাষ যখন দিনরাত শুক্রমায় নিয়োজিত, অপরীরী তারাক্ষ্যাপা তখন সেধানে ছিলেন। মহর্ষি তারাক্ষ্যাপার নিজের কাছেই আমার এই অবগতি…" (সূভাষ নেপথ্যে—বেতার জগং, ৪৩ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: ১৭ই পৌষ, ১৮১৩ শকাক; ৭ই জানুয়ারী ১৯৭২ খৃঃ, পৃঃ ৫৫)।

ষেমন রাষ্ট্রীয় সাধনক্ষেত্রে তেমন অধ্যাৎ্মসাধন রাজ্যেও মহাতাপস তারানাথ কোন কোন সাধককে শ্বীয় তপঃশক্তিবলে প্রভাবান্থিত করেছেন। তারাপীঠ ভৈরব প্রীপ্রাবামদেবের সহিত একসঙ্গে প্রীপ্রীকেলাসপতি প্রজ্বাসী যেমন সাধনভজন করতেন তেমনি প্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশীয় প্রভুপাদ সাধক প্রীঅত্সকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশম্পত তারানাথবাবার সহিত অন্তর্মভাবে সাধনভজনাদি করতেন। এ বিষয়ে এই প্রভুপাদ গোস্বামী মহারাজও বলতেন, ক্ষ্যাপাবাবা তারানাথ তাঁর জীবনকে প্রভাবান্থিত করেছিলেন। একথা প্রভুপাদ প্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী মহোদয়ও তাঁর রচিত প্রভু অতুলকৃষ্ণ পুত্তকে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রীয় মৃক্তিসাধনায় আন্মোংসর্গকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীঅরবিন্দ-অগ্রজ বিপ্লবী বারীক্রনাথ, পশ্চিম বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মাননীয় মন্ত্রী (সম্প্রতি পরলোকগত) ভূপতি মন্ত্র্মদার, পরলোকগত রাজবন্দী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবর্ত্তকসংঘ-গুরু মতিলাল রায়, দমদম মতিবিল্ নিবাসী ডাঃ অন্ধিনীলাল রায় প্রভৃতি জীবনে ক্ষ্যাপান্ধী ভারানাথের প্রভাবে কতখানি প্রবৃদ্ধ ও প্রভাবান্থিত হয়েছিলেন তা তাঁলের প্রাদির মর্ম্ম থেকেই সুস্পন্ট।

মহাযোগিনী মাতাঞ্চী গঙ্গাবাঈ-এর মহাত্মা তারানাথের ধর্মীর ও রাক্টীর মৃক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সংযোগ থাকায় এই পৃত জীবনালেক্ষ্য রচনায় মাতাজীর পরিচর, রাক্টীয় ও ধর্মীয় জীবনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মাতাজী সম্বন্ধে সামন্ত্রিক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এতাবং যে সকল নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে উহার একটি তালিকা এই গ্রন্থের ২৮—২৯ পৃষ্ঠায় দেওরা হয়েছে পাঠকবর্গের উভয় সাধকের বিষয়ে বোধ সৌকার্য্যার্থে। আরও ছটি নিবন্ধ এবং উহাদের লেখকের নাম, বার্দ্ধকাজনিত ভ্রম হেতু উপরোক্ত তালিকায় সন্নিবিষ্ট হতে পারে নাই বলে এক্ষণে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল: (১) মাতাজী মহারাণী গঙ্গাবাঈ—উপেক্সনাথ চৌধুরী (উপাসনা—আহিন,; ১৩২৫ সন) (২) মাতাজী গঙ্গাবাঈ—জর্জ্ম এটালেন (মাসিক বসুমন্তী; ভারে, ১৩৭৭ সন)।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহারা পত্র ও তথ্যাদি সরবরাহ করে সহারতা দান করেছেন বিশেষতঃ, অগ্রক্ষপ্রতিম গ্রন্ধাম্পদ শ্রীমণিভূষণ ভাহড়ী এবং ক্যাপাবাবার কৃপাধ্য আবাল্য ব্রন্ধচারী টাইবাসা টেম্পল রোড নিবাসী শ্রীমণিভূষণ গলোপাধ্যার মহোদয়গণ—তাঁদের সকলকেই জানাই আমার শ্রন্ধা ও কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত ক্যাপাবাবার সিংভূমে বিশ্রোহের প্রচার এবং সিংভূম বিশ্রোহের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ উক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় প্রেরিত তাঁর বর্রচিত রচনাবলী অবলম্বনে প্রদন্ত হয়েছে।

পাণ্ড্লিপি রচনায় শ্রীমান আশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীসূবোধ গঙ্গোপাধ্যায়-এর (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) আন্তরিক সহযোগিতা সকৃতজ্ঞচিত্তে শ্বরণ করি; এঁদের সাহায্য না পেলে পাণ্ড্লিপি তৈরী হতে বহু বিলম্ব হত।

বার্দ্ধকাঞ্জনিত অপটু দেহ ও ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিশক্তিহেতু গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদ প্রবেশলাভ করেছে। সুধী ভক্ত ও সহাদয় পাঠকগণ আমার উপরোক্ত শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রন্থের এসকল ক্রটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। পরবর্ত্তী সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত উন্নত সংস্করণ সম্বন্ধে তাঁদের নির্দ্দেশাদি সাদরে বিবেচিত ও গৃহীত হবে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, এই সংস্করণে কাগজ ও মুদ্রণ মৃল্যের ছুর্ম্ক্রাতার জন্ম আরও অনেক সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশিত করা গেল না; ইহাতে লেখক খুবই মন্মাহত! ৺জগদম্বা যদি এই অকিঞ্চনকে আর কয়েকটি বংসর এদেহে বর্ত্তমান রাখেন তবে ঐ সকল অপ্রকাশিত সংগৃহীত তথ্যাদি সম্বলিত পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধিত শোভন সংস্করণ প্রকাশের বাসনা রহিল। সকলই প্রীশুরুর ইচ্ছা।

পরিশেষে গ্রন্থমুদ্রণ কার্য্যে প্যারট্ প্রেসের সৃত্বাধিকারী শ্রীরণজ্জিতবাবুর অকুষ্ঠ সাহায্য ও সহযোগীতা না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। এজন্য তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। শ্রীভগবান ও মহাত্মা তারানাথের শুভাশীয় তাঁর উপর অজশ্রধারায় বর্ষিত হউক। অলমতিবিস্তারেণ—

उँ इरमः वर्षे श्रीमम्खद्राय नमः।

সূচীপত্ৰ

| | বিষয় • | | | পৃষ্ঠা |
|------------|---|-------------------|-----|------------|
| | मृ हना | | | |
| 51 | তারানাথের জন্ম ও বংশ পরিচয় | ••• | ••• | > |
| 21 | বাল্যকাল | ••• | ••• | ২ |
| 9 1 | কৈশোরে গৃহত্যাগ | ••• | ••• | 9 |
| 81 | হিমালয়ের তীর্থভ্রমণ ও ব্ল্গানন্দভার শীয় নিকট | ; | | |
| | অফীদশবিধ শান্ত্ৰাদি পাঠ ও হঠযোগ শিক্ষা | ••• | ••• | 8 |
| ¢ 1 | গীণাহার পর্বতে গুরুদর্শন | ••• | ••• | 6 |
| ঙা | তারাপীঠ ও বামদেবের পরিচয় | ••• | ••• | ۵ |
| 91 | বীরভূম যাত্রার পথে হরিদ্বার ও দিল্লীতে উপনী | ভ | ••• | 59 |
| ъI | গুরু-শিস্থের মিলন | ••• | ••• | 24 |
| ١٤ | গুরুপদে আত্মসমর্পণ | ••• | ••• | >> |
| 50 I | অভিষেক, তন্ত্রাচার ও তন্ত্রোক্ত চক্রানুষ্ঠান ও বে | কালধর্মে দীন্দ | F | ২০ |
| 22 1 | শিমুলতলা কৌলাচারের তীর্থক্ষেত্র | ••• | ••• | 42 |
| 25 1 | মহানিশায় শব-সাধনার ঘারা নবশক্তি সঞার | ও শিশ্বকে | | |
| | মৃতসঞ্চীবনী মন্ত্ৰ-প্ৰদান | ••• | ••• | २२ |
| 701 | গুরুর আদেশে জুড়নপুরে সাধনা | ••• | ••• | ২৯ |
| 78 1 | গুরু-নির্দেশে মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় রাজনী | ততে প্রবেশ | ••• | © 0 |
| 761 | প্রাচীন কপিলেশ্বর শিবতীর্থে তারানাথ | ••• | ••• | 90 |
| 701 | কিরীটিপীঠে ডারানাথ | ••• | ••• | 96 |
| 1 96 | মাতাজী গঙ্গাবাঈ-এর সান্নিধ্যে তারানাথের | রা ন্টা য় | | |
| | মুক্তি-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ | ••• | ••• | ୬୧ |
| 341 | পোড়াহাট রাজ্যে তারানাথের গুপ্ত-বিপ্লবান্দো | লন সংগঠন | ••• | 85 |
| 77 1 | বামা মিশন ও বামদেবের সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠ | 7 | ••• | ¢à |
| २० । | ১৯১৬ সালে নোয়াখালি জেলার হাতিয়া দ্বীপে | অন্তরীণ | ••• | ৬০ |
| 421 | কৃষ্ণনগরে নজরবন্দী | ••• | ••• | 63 |
| २२ । | বহরমপুরে 'উমাবনমৃ' আশ্রম স্থাপন | ••• | ••• | 90 |

[>4]

| | বিষয় | | | | পৃষ্ঠা |
|------|-----------------|-------------------|-----|-----|--------|
| २७ । | ক্যাপাবাবার | (मरुत्रका | *** | ••• | €Ъ |
| ५८ । | তারানাথ ও | নতাৰী সুভাষচন্দ্ৰ | ••• | ••• | P.2 |
| २७ । | পাদটীকা | | *** | ••• | ₽8 |
| २७। | পঞ্চাগ্নিবিদ্যা | (>) | ••• | ••• | 202 |
| २१। | পঞ্চাগ্নিবিদ্যা | (4) | ••• | *** | 250 |
| १४। | পঞ্চাগ্নিবিন্তা | (0) | ••• | ••• | 256 |
| 451 | স্থতিচারণ | | ••• | ••• | 242 |

|| 西本 ||

সাধনায় সিদ্ধ হয় কার্য্য অগণন। জগত ভাবেনি যাহা স্বপনে কখন॥

নিঃসস্তান দম্পতির পুত্রমুখ বিনা দরশনে হু-ছু করে দিবানিশি কাঁদে প্রাণ, নিরন্তর বারে অশ্রুধার। মনপ্রাণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্থার সদা বিষন্ধ, বিষাদ-ভারাক্রান্ত। সীমাহীন মর্মপীড়া! তাঁদের হৃদয়ের তুঃসহ যাতনা এ জগতে কেউ বুঝে না। সন্তান না হওয়ায় পিভামাতা আত্মীয় স্বজন এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণ বংশরক্ষার জন্ম পুত্রের পুনরায় বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু পুত্র এ পরামর্শে কর্ণপাত করেন্ না। রাজ্যের উচ্চপদের বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যাদি একাস্ত নিষ্ঠাসহকারে করে চলেছেন। অবশেষে ধর্ম্মপ্রাণ বেদনার্ত্ত দম্পতি পুত্রার্থে নিজেদের বিনিয়োগ করেন কুলদেবতা বটুকভৈরবের সাধনারাধনায়। গভীর নিশীথে নিড্য নিয়মিত ব্ৰহ্মচাৰী তারানাধের নিথুঁতভাবে গৃহদেবতার আরাধনা জপ তপ ধ্যান-পূর্ববাশ্রমের নাম, বংশপরিচয় ও ধারণা পূজা হোম ও বলিদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান জন্মরহস্ত শান্ত্রসম্মত যথাবিধি করে চলেছেন সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল। এই সাধন সময়ে হৃদয়ের বিষয় আবেশে কখনও কখনও মনে হয় দেবতার আশীর্কাদ ও কুপালাভ বুঝি এ জীবনে আর হ'ল না! অবিরত সাধনার এক মহানিশায় নিরাশার নীরশ্ব নিশ্ছিত নিবিড় আঁধারে সহসা চমকিত হয়ে উঠেন সাধক-দম্পতি ! ক্রদয়গুহার অস্তরাকাশে বারত্রয় প্রতিধ্বনিত হয় আরাধিত দেবতার আশ্বাসবাহী আকাশবাণী. মা ভৈ:'। সম্মুখে সমৃদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রাবৃটকালে নভোমগুলে বিহ্যুৎরাশির স্থায় দীপ্তিতে উপাস্থ দেবতার সুদীপ্ত ভাস্বর চিমায় বিগ্রহমৃতি ! বিগ্রহমৃতি মেন আজ আরও প্রশান্ত,

আরও সমুক্তাল ! বিশায়বিমুয় চিত্তে ভাবেন সাধক-দম্পতি এই অচিন্তনীয় রহস্তবেরা ঘটনার ভাৎপর্য্য ! যুক্তপাণি হয়ে আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন ভুলুঠিত ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। দৈববাণী পুন: উচ্চারিত হল, তোমাদের ছংখের রজনীর অবসান অচিরে আগতপ্রায় । স্বয়ং আমি শরীর ধারণ করে সন্তানরূপে তোমাদের গৃহে আবিভূতি হব ; কিন্তু আমি দীর্ঘদিন গৃহবাসী হয়ে থাকব না । অল্পরার্মেই গৃহত্যাগ করে জগৎ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব । এই অলৌকিক দৈব ঘটনার এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৬৮ শকান্দে, বাংলা ১২৫০ সনের (ইং ১৮৪৬ খঃ) ৮ই কান্তিক শুক্রবার শুভ কান্তিকী শুক্লা দিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ প্রাভৃদ্বিতীয়া দিবসে মহাত্মা ও সিদ্ধসাধকগণের পূত-সাধনভূমি দেবনিবাস দেবাত্মা হিমালরের উত্তরাথগুন্থিত গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরে বাহ্মণকৃলে মাতৃক্রোড় আলোকিত করে আবিভূতি হয়েন আবাল্য বন্ধানী সিদ্ধসাধক শিবাবতার তারানাথ। নবজাতকের নামকবল হল প্রমধেশ।

বাল্যকাল থেকেই মাতামহীর অত্যধিক আদরে তারানাথ অত্যস্ত জেদী হয়ে উঠেন। পিতা অল্পবয়সেই পুত্রের উপনয়ন দিলেন। বালক তারানাথ মাতামহীর সঙ্গে গৃহদেবতার পূজা করতেন। সময় সময় গভীরধ্যানে এমন ভূবে যেতেন য়ে, বাহ্যজ্ঞান থাকত না! পূজা অর্চনা করতে করজে বালক অস্টাদশ অক্ষরের মন্ত্র পান! কৈশোরেই ব্যাহ্যচর্ম্মের আসনে বসে উপাসনা করতেন। পিতামাতা জ্ঞানতেন, এই বালক ভৈরব—বেশীদিন হয়ত থাকবে না সংসারে, তাই মাতামহীর আতৃরে হুলালকে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। পাছে হঠাৎ গৃহত্যাগ করে, এই আশক্ষায় প্রমথেশের পিতা বালকের উপর নজর রাখার জন্ম কয়েকজন ভূত্যও নিষ্কু করেন। দৈববাণী মিণ্যা হবার নয়ঃ

ভূমা যাঁকে আকর্ষণ করেন, অসীমের পথে পাড়ি দিতে সে কি ভয় পায় ? পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যের বন্ধনে তাঁকে আবদ্ধ রাখা যায় না। সভ্যাত্মসন্ধান ও আত্মমৃক্তির অসীম পিপাসা নিয়ে ভিনি প্ণ্যভূমি হিমালয়খণ্ডের সকল তীর্থ একে একে পদব্রজে পর্য্যটন

ভূমার অন্বেবণে
হিমালরের যাবতীর
ভীর্মজন্ম, পরে
ক্রন্ধানন্দ ভারতীর
নিকট অকীদশবিধ
দান্তাদিপাঠ, হঠযোগাদি শিক্ষা গ্রহণ

করে অবশেষে হরিদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন।
কে তাঁকে পথ দেখাবে ? এখানে এসে ব্রহ্মানন্দ
ভারতী নামীয় এক উচ্চকোটি মহাত্মার সহিত সহসা
সাক্ষাৎকার ঘটে। এই ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট
ভিনি হঠযোগাদি ব্রুছ্সাধন, বিভিন্ন আসন, মুদ্রা
ও বন্ধনাদিতে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার নিকট

এই সময় বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ শাস্ত্র প্রস্থাদি অধ্যয়ন করে তিনি বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে পারক্ষম হন। অতঃপর একে একে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত অনন্তনাগ, পীর পাঞ্চাল, পঞ্চতরণী সঙ্গম, গিল্গিট, বন্দিপুর প্রভৃতি স্থানে সাধনা করেন। ইহাতেও তারানাথের অনন্ত অধ্যাত্ম-পিপাসা চরিতার্থ হল না। ১২৯০ বঙ্গান্দে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রমথেশ (ভারানাথ) হিন্দুর মহাতীর্থ হিমালয়ের অমরনাথ তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন।

শ্রাবণ মাসের শুক্রপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে পূর্ণিমা পর্য্যস্ত হিমালয়ের এক প্রকাণ্ড গুহায় যুগ যুগ ধরে উপর থেকে কোঁটা কোঁটা

অমরনাথ তার্থে গমন, সেধানে ভারানাথের গলেশ ও শিবের ত্যার ভিত্র স্বচ্ছ পার্বেতী গলেশ ও শিবের ত্যার লিফ গড়ে ওঠে। পুন: আলোকসামাল দিয় পুর্নিমা তিথির পর থেকে অমাবস্থা পর্যান্ত এক পক্ষকাল মধ্যে মূর্ত্তি ভিনটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আকারে পুর্বী ছোট হয়ে যায়। পীরপাঞ্চাল থেকে অমরনাথের পথ

চিরত্বারার্ত। প্রমথেশ (তারানাথ) পদব্রজে অনন্তনাগ থেকে পীরপাঞ্চাল পর্যান্ত চৌদ্দ ক্রোশ পদ্যাত্রা করেন। স্রেখান থেকে পঞ্চতরণী ছ'ক্রোশ পর্যান্ত ত্যারার্ত নদী পার হয়ে ছ'ক্রোশ দুরে অমরনাথ তীর্থে পৌছিলেন। গুহার মধ্যে আকাশ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি ঝড়ে পড়া ত্যারকণা বিনির্মিত ত্যার মুর্ত্তি তিনটি দেখতে পেলেন। প্রথমটি শিবমূর্ত্তির সদৃশ, উচ্চতায় একটি পূর্ণবয়য় মাগুষের সমান। বামে দ্বিভীয়টি সাধনরতা মাতা পার্বতীর, আর দক্ষিণে গণেশ মুর্ত্তি। প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা দেখে স্তম্ভিত হলেন ব্রহ্মচারী তারানাথ! প্রকৃতির এই বিস্ময়কর পরিবেশের মধ্যে হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ অমরনাথ। তারানাথ এই দেবভূমিতে তম্ময় হয়ে দেবাদিদেবের আরাধনা করলেন। ইহাই তারানাথের অলোকসামান্ত দিব্য জীবনেতিহাসের একটি অলোকিক অধ্যায়।

এখানে এমন একটি ঘটনা সকলের নয়নগোচর হ'ল যদ্বারা প্রমাণ হ'ল প্রমথেশ, পরবর্জীকালে তারাক্ষেপা, নিঃসন্দেহে একজন সিদ্ধপুরুষ। এখানে লোকের এ-রকম একটি ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, এক নিঃশ্বাসে যদি কেহ বত্তিশটি তুষার বিন্দু পান করতে পারেন, তাহলে ভিনি নিঃসন্দেহে সিদ্ধপুরুষ হবেন। ভারানাথ এক নিঃশাসেই বত্তিশটি তুষার বিন্দু সেদিন পান করেছিলেন।

মহাতীর্থ অমরনাথ তীর্থদর্শন করে তারানাথ ফিরছেন গানের সুর ধরে:

কত কাল ধরে ধরা ছুট্ছে তোমার পানে,
আকাল আলো বাতাস তোমার

মূখর তোমারই তানে ।।
অনস্ত ভোমারই নাম,
অজানা তোমারই ধাম,
ঠিক ঠিকানা কেউ জানে না
খুঁজছে কি একটানে ।।

ভোমার বাঁধন চমৎকার,
নাইকো স্তা নাইকো ভার,
হাত পা বাঁধা সবাকার
আপন আপন জ্ঞানে।
ভোমার কৃপা বিনা প্রভু
কে ভোমারে পেয়েছে কভু
ভাই ভোমায় ভাকি বিভূ
আমার অসার গানে।

অমরনাথ দর্শন করে ফেরবার পথে নেমে আসছেন ভারানাথ উপভ্যকা ভূমিতে। দীর্ঘপথ পর্য্যটনে দেহ ক্লান্ত, অবসন্নতা ঘিরে ফেলেছে সর্বশরীর, মন চাইছে বিশ্রাম, অবসাদ ও ক্লান্তি নিরসন। আত্রয় নিলেন গীর্ণাহার পর্বেত গুহায়। গীর্ণাহারের এই পর্বেড গুহাতেই তারানাথ চির-আকাজ্মিত অধাত্ম-জীবনের ইঙ্গিত লাভ করেন। এতদিনের অবিশ্রাম্ম অন্বেষণ চরিতার্থ হয়ে উঠল, তাঁর সাধনজীবনে দেখা দিল সাফল্যের আলোকরশ্মি। রাত্রির ধ্যানঃত অবস্থা থেকে সহসা চোখ খুলতেই দেখলেন বাল্যে যে স্বেহময়া মাতামহীর কোলে লালিত পালিত হয়েছেন. াগৰীকার পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ ও নিজ কিশোর বয়সে যাঁর ধর্মবিশ্বাসে গ্রুদেবভার १३ क सर्जन অর্চনাদি করতে শিখেছিলেন, সেই মাডামহীর ছায়ামৃতি হঠাৎ দেখা দিয়েই অদৃশা হয়ে গেল। একি মায়া, না ভবিশ্বৎ জীবনের পটভূমির ইঙ্গিত নির্দেশ। যে আবাল্য বন্ধচারী নির্ভীক সর্বেত্যাগী সাধক কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ করেছেন, ডিনি কি এক্লপ ঘটনায় বিচলিত হন ? গীণীহার পর্বত হ'তে বেরিয়ে গল্পব্যপথে যাত্রা করার জন্ম পাহাড় থেকে নীচের সমতলভূমির দিকে যাত্রা করলেন। চতুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্রণ নিৰ্ব্বাক নিস্তব্ধ মূক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভারানাথ। এমন সময়

গুরুগন্তীর নাদে সমস্ত পর্বতমালা প্রকম্পিত করে উচ্চারিত হল দৈববাণী 'বামা বীরভূম'।

হঠাৎ চোধের সামনে সংঘটিত হল এক অভাবনীয় ঘটনা ! সম্মুধে আকাশ পথে আবিভূতি হলেন উপবিষ্ট এক বিরাট মহাপুরুষের মৃতি, হাত হটি জাতুর উপর বিষয়ীমুদ্রায় স্থাপিত, গলায় তুলছে রুদ্রাক্ষের মালা, স্ফীত বক্ষদেশ, বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, তেজোদীপ্ত ছটি চোখ যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো আর জ্যোতিঃ ধরে রেখেছে—ভা'থেকে অগ্নিকুলিক নির্গত হচ্ছে। প্রসন্নবদনে তিনি বামকরের তর্জনী বাড়িয়ে শাশান, এক নদী ও পল্লীপথ দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একি অন্তুত অভ্যাশ্চার্য্য ঘটনা! এড আলো, এড জ্যোতি: অন্ধকারের বুক চিরে কোথা থেকে এল আর কোথায় বা মিলিয়ে গেল ? তারানাথের সমস্ত শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হল! অমুভব করলেন এক দিব্যাহুভূতি, এক অপার্থিব চেতনা শিরায় শিরায় রক্তে রজে, কি অপুর্ব্ব শিহরণ! নির্ভীক হঠযোগী ধ্যানে বসলেন, উপলব্ধি করলেন ইনিই তাঁর ইষ্টদেবতা গুরু যিনি তারই জন্ম অপেক্ষারত, যাঁর স্বেহচ্ছায়া নিন্দিষ্ট হয়ে আছে তাঁর জন্ম ভারতের **প্র্**প্র**ান্তে** স্থূর বীরভূমে। এই দৈববাণীর পর ছায়ামৃতি দেখে ডিনি কালবিলম্ব না করে কাশ্মীর রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন।

কাশ্মীর রাজদরবারে এসে মহারাজ সমীপে দৈববাণী ও অলোকিক ঘটনার আফুপ্রিকে বর্ণনা করলেন। এই দরবারে ছুণ্ডন পুতচরিত্র বাঙ্গালী রাজকর্মাচারী উপস্থিত ছিলেন। একজন বর্ধমান নিবাসী শ্রীমহেশ চন্দ্র বিশ্বাস আর অপরজন শ্রীগগন চন্দ্র বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার। ইনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশে তিব্বত অভিযানের জন্ম টিহরীর পথ নির্মাণ কার্য্যের জন্ম নিবৃক্ত। বাংলার এই ছেই সন্থানও বাংলাদেশের বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তঃপাতী চণ্ডীপুর গ্রামে ভারাপীঠের সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা বাবার সাধনজীবনের এক অলোকিক কাহিনী বর্ণনা করলেন। তাঁদের

কাছে বামাক্ষেপা ও জগজ্জজননী ভারামায়ের পরিচয় পেয়ে কাশ্মীর মহারাজ এই বিহবল সাধককে বীরভূম যাবার সুব্যবস্থা করে দিলেন। ভারানাথও কালবিলম্ব না করে অস্থির হয়ে পড়লেন বীরভূমের দিকে লক্ষ্য রেখে যাত্রা করার জন্ম।

॥ जिन ॥

ভারাবিতা সাধনা সম্বন্ধে রুক্তযামলের ১৭শ পটলে ও ব্রহ্ম যামলের ১ম ও ২য় পটলে মহর্ষি বশিষ্ঠের ভারা-মহাবিতা সাধনের বিবরণ পাওয়া যায়।

দারকায়াং পূ**র্বেভীরে শাল্মলী বৃক্ষভবেং।**তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র ভারা শীলাময়ী।।
(শিবচন্দ্র বিভার্ণব ধ্বত পীঠমালা)

পুন: ভারারহস্যে ৰলা হয়েছে—

বক্তেশ্বরস্য ঐশাস্থাং বৈদ্যনাথস্য পূর্বেতঃ। তারাপুর মিতি খ্যাত নগরী ভূবি হল্পভং॥

উত্তরবাহিনী দারকা নদের পূর্বেতীরে প্রাচীন পীঠতার্থ ভারাপুর, শক্তিসাধনার পুণ্যক্ষেত্র। মাতৃভাবে সাধনায় কতশত শক্তিধর এখানে সাধনা করে পূর্ণকাম হয়েছেন; তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত পূর্বে রেলওয়ের রামপুরহাট ঔেশন হতে পাঁচ মাইল পীচ্ ঢালা ভারাপীঠ, বুদ্ধ বশিষ্ঠ কাহিনা ও বামদেবের পথে বাস বা সাইকেল রিক্সায় চণ্ডীপুর গ্রামে পীঠস্থানে যাওয়া যায়। তল্পে বলা হয়েছে, শক্তি সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র হল শ্বশান। তারাপীঠের জীবস্ত শ্বশানের ইভিহাস বিশ্ববিশ্রুত। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই পীঠস্থানে চীনাচারে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মানুষ-সৃষ্টির সংকল্পে বন্ধা প্রথমে যে ক'জন মানসপুত্র সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে বশিষ্ঠ একজন। বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মা বিবাহ করে স্বন্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ ও প্রজাস্ষ্টির সহায়তা করার জন্ম বলেন। দংসারী হতে অস্বীকার করায় পিতা ব্রহ্মা কুপিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, তুমি দাসীপুত্র হয়ে জন্মাবে। অভিশাপ

উপায়, তারামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কামাখ্যা-যোনিমগুল তীর্থে তপস্যা করা। সেজ্ফ বশিষ্ঠ পিডার আদেশ মত নীলপর্বভন্থ কামাখ্যা তীর্থে সহস্রবর্ষ হবিয়ান্ন ভোজন করে তারাদেবীর আরাধনা করে কোন ফল না পাওয়ায় আরও একহাজার বংসর প্রতিদিন এক গণ্ডুষ মাত্র জল পান করে সাধনা করেও দেবীকে সম্ভষ্ট করতে সক্ষম না হওয়ায় অবশেষে নিরাহারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তারামন্ত্র জ্বপ করে আটহান্ধার বংসর কাটিয়েও দেবীর করণা লাভ করতে পারলেন না। এইভাবে দশহাজার বংসর কামাখ্যা যোনীপীঠে পরমেশ্বরী ভারার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে না পেরে, এবিছা ছংসাধ্য ভেবে অভিসম্পাত করেন—তারাবিভায় এই তীর্থে কোন সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। অভিশাপ শুনে কামাখ্যাদেবী বালিকার বেশ ধরে এসে বশিষ্ঠকে শান্ত করে শাপোদ্ধার করিয়ে বললেন, ভারাবিভার মতো ত্রিজগতে অস্থ্য কোন বিছা নেই। এই বিছার বলে ব্রহ্মা চতুর্বেদ ব্যাখ্যা করেন। এই বিদ্যাবলে তত্ত্ব-জ্ঞানময় বিষ্ণু জগৎ পালন করেন। দেবাদিদেব মহাদেব রুদ্রে অথিল জগং সংহার করেন। আমি জীবকে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ করি। তুমি এতকাল বৃথাই পরিশ্রম করেছ, তোমার পিতার নির্দেশ অমুযায়ী স্বস্ত্রীক ধর্মাচরণ কর নাই, আমি চীনাচার ভিন্ন কখনই প্রসন্না হই না। আমার আরাধনার পদ্ধতি কেবল বৃদ্ধরূপী বিষ্ণুই জানেন। তুমি অর্থর্ক বেদামুগামী বৌদ্ধ দেশ মহাচীনে যাও। বশিষ্ঠ পুনরায় তপস্যায় বসলেন, কিছ ক্রিছতেই মনে শান্তি পেলেন না। অভিষ্ঠলাভে বিলম্বে অধীর হয়ে ভপশ্চর্য্যা পরিভ্যাগ করলেন। অকত্মাৎ দৈৰবাণী শুনে কৌতৃহলী হয়ে ভাবদেন যার জন্ম পিতা কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হয়েছি, সেই স্ষ্টিধারা কেমনভাবে কোন পথে প্রবাহিত হচ্ছে একবার আমাকে তা দেখে আসতে হবে। এই বলে তিনি দেশভ্ৰমণে বের হলেন। একস্থানে দেখলেন, চীনবাসীরা মন্তমাংসাদি পঞ্চ-'ম'-কারে তারাদেবীর অর্চনা করছে। এই দেখে বলিষ্ঠের মনে হল,
ঘণ্য জঘন্য মহা মাংস দিয়ে কি কখনও দেবতার পূজা হয় ? ইহা
ঘোরতর অনাচার, ব্যাভিচার ! চীনারা তাঁর মনোভাব বৃক্তে
পেরে রললেন, আপনি তপস্যার উপযুক্ত নন, আপনার কিছুমাত্র
মনোবল নেই। আমাদের মনে হয়, পাছে আপনি প্রলোজনে
পড়েন সে ভয়ে ধর্মপত্মী গ্রহণ করতে অসম্মত ইয়েছিলেন আর আমরা
এই সমস্ত ভোগের মধ্যেও কিরাপ জীবন ঘাপন করছি ভা
ভালভাবে না জেনে শুধু বাহ্য আচার দেখে আমাদের জাতির
সম্বন্ধে একেবারে সিদ্ধান্ত করলেন যে আমরা অনাচারী ? ঘাই
হোক, আমরা আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে আপনি পরজন্মে দাসীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন আর এই আচারেই ভারাদেবীর
আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করবেন। বশিষ্ঠদেব ধীরে ধীরে চট্টলে
চন্দ্রনাথ তীর্থে এসে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করলেন।

বীরভূম জেলার ঘারকানদের তীরে কবিচন্দ্রপুরের অপরপারে চন্দ্রচ্ছ নামে রাজার রাজধানী ছিল। এখানে চন্দ্রচ্ছ নামে দেবাদিদেবের অনাদি লিক্ষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপরোক্ত রাজার রাণী তারাবতীর হারাবতী নামে এক দাসী ছিল। ইহার গর্ভে ও কুবুজ নামে এক চিরকুমার তপস্বীর ঔরসে হারাবতীর পূত্ররূপে অভিশপ্ত বশিষ্ঠদেবের জন্ম হয়। জাভিন্মর বশিষ্ঠদেব ক্রম হবার সঙ্গে অভিশাপের কথা মুরণ হওয়ায় চীনদেশে গমন করেন। তিনি তিববতে মহাবুজরূপী ভগবান বিষ্ণুর দর্শন পান। বশিষ্ঠদেব দেখলেন, রূপযৌবনসম্পন্না মহাপানরতা শৃক্ষাররসাবিষ্টা দেবীধ্যানপরায়ণা সহস্র রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে বুজ বসে রয়েছেন। বুজের সঙ্গী সিদ্ধাণ সকলে দিগম্বর। এই দেখে বশিষ্ঠ হাত যোড় করে বুজরূপী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়ে বলেন, আমি বেদমার্গপরায়ণ, সিদ্ধিমার্গ জানি না। এখানে মহাপান মাংসভোজন ও স্ত্রী সেবনাদি দেখে বৃশ্বন্তে পারছি না কি উপায়ে, কিরূপে সিদ্ধিলাভ হবে। উত্তরে

বৃদ্ধরাপী বিষ্ণু বললেন, আমি তোমাকে উত্তম কোলমার্গ উপদেশ দেব। তুমি একান্তমনে প্রবণ কর। এই চীনাচারের বৈশিষ্ট্য, निम्नलात्त्रत माथकापत मा विधि-निर्धारत यथीन हात्र हमा । मकन तकम विकादात रहजूत मर्था (धरक भिर्विकात थाकर हा। এই সাধনায় স্থান শৌচ জপ তর্পণাদি সকলই: মানসিকভাবে করতে হয়। এ সাধনায় সাধকের পক্ষে সকল কালই শুভ। অশুভ কাল राण किছু निष्टे। पिवादाल मन्ना निशा वा महानिशास्त्र आदाश्याय কোন পার্থক্য নেই। শুদ্ধি অশুদ্ধির অপেক্ষা নেই। পবিত্র অপবিত্র বিচার নেই, স্নান না করে আহার করেও দেবীর পূজা করতে পারা যায়। এ সাধনায় নারীকে কখনও দ্বেষ করতে নেই, তাঁকে বিশেষ-ভাবে পূজা করতে হয়। স্ত্রী-জাতিই শক্তি। সকল নারীই দেবী! অতঃপর চীনাচার সাধনা, পঞ্ 'ম'-কার তত্ত্ব-মতা, মাংস, মৎসা, মুক্তা ও মৈথুনওত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর মুখ-নির্গত বাণী তম্বমতে ভারাদেবীই ব্রহ্মময়ী-সগুণা, নিগুণা, সাকারা নিরাকারা দ্বভাতাতা, সর্বভাবময়ী, কোটিসুর্য্যসম প্রভাবিশিষ্টা, কোটিচপ্রসম সুশীতলা, মহাকাল মহিষী স্থির-বিহ্যুৎ সদৃশী শুনে জ্বোতির্মায়ীর তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর ভ্রম নিরসন হল। পাপপুণ্য, क्षांक्ष, कर्म ७ अकर्म, मर जांग करत এবং পूर्वक्रमात अवन्ता ভেবে সংযত হয়ে বীরভূমে এসে এই তারাপীঠের মহাশ্মশানে শিম্লবৃক্ষ মূলে তারামায়ের প্রতীক 'দ্বিভূজীং দেবীং নাগযজো-পবীতিনাম্ বামে শিবস্বরূপং তৎকল্লিতং বৎস্যূরূপকম্' ধ্যানে একখানি ব্রহ্মশিলা স্থাপন করে যোগ সাধনা ও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। বশিষ্ঠের পর তারাপীঠ মহাশাশানে বহু সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। নাটোরের রাজযোগী সাধকপ্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণ বর্থন সাধনার জন্ম তারাপীঠে তখন আনন্দনাথ নামে জনৈক সাধক প্রধান কৌলপদে বৃত ছিলেন। এই আনন্দনাথই শাক্ত ও বৈশ্ববের পীঠস্থান **ভারাগীঠে শান্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ দুর করেন। আনন্দনাথের**্পর

মোক্ষদানন্দ। মোক্ষদানন্দের সময় কৈলাসপতি বজবাসী স্বস্ত্রীক এখানে সাধনা করতেন। এই কৈলাসপতি ব্রজ্বাসী ও মোক্ষদানন্দ মহাত্মা বামাক্ষেপার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু ছিলেন। বামদেবের পর তাঁর অভিষিক্ত মন্ত্রশিষ্ট তারাক্ষেপাও (ব্রন্মচারী তারানাথ) গুকুর আসনে বসে তারাপীঠের মহিমাকে সমর্থিক সমুজ্জল করেন। এরপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত আর উপরোক্ত সিদ্ধসাধক মহাত্মাদের স্থায় উচ্চ তুপঃশক্তিসম্পন্ন তপস্বী দেখতে পাওয়া যায় না। তারাপীঠকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ৫১ (একান্ন) পাঠের ৫টি পীঠস্থান ও বছ দেবালয় আছে। ভারাপীঠ হতে ৪ মাইল দূরে একচক্রা গ্রামে বক রাক্ষদের আবাস ভূমি ছিল। এর একমাইল দূরে বীরচন্দ্রপুর বা গর্ভবাসএ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান। এখানে তাঁহার জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে শাক্ত ও বৈষ্ণব নির্বিষ্টেষ ভক্ত সাধক সকলে যোগদান করেন। এছাড়া উত্তরে কালীপীঠ, উদয়পুর, দক্ষিণে ঘটকালী, পুর্বের মহান্তভলা পশ্চিমে বামাক্ষেপার জন্মস্থান পুণ্যভূমি 'অটলা গ্রাম'। সাঁইথিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের निक्टे नम्मारमयी, रवालश्रुरतत मन्निक्टेवर्खी कहानी मा, नमशिटिष्ठ ললাটেশ্বরী, লাভপুরের ফুল্লরা মহাপীঠ, অট্টহাসে চামুণ্ডা প্রভৃতি স্প্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রসাধনার স্থান রয়েছে।

আজকের তারাপীঠ আর সে তারাপীঠ নেই, তীর্থস্থান সহরে পরিণত হয়েছে। সেই শাল্মলী বৃক্ষণ্ড নাই, তবে তার স্থানে বশিষ্ঠ সিদ্ধাসন, তারপাশেই বামদেবের ও অফ্যান্স সাধকদের সমাধি আছে। তারামায়ের পূর্বের সে মন্দির নাই। বহু ঝড় ঝঞা কৃত বিপ্রব হয়ে গেছে, কৃত পরিবর্ত্তন হয়েছে। প্রাচীন মন্দির লুপ্ত হ'লে কৃতকাল পরে রত্মাগড়ের বণিক জয়দত্ত অপ্নাদেশ পেয়ে বনিষ্ঠদেবের আরাধিতা শিলামূর্ত্তি কৈন্তরের নালা থেকে উদ্ধার করে মন্দির নির্দ্ধাণ করে তারামায়ের 'ব্রহ্মশীলাটি' প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ভাছাও ধ্বংস হয়ে যার। তারপর ঢেকার (বীরভূমের) রাজা

রামজীবন ঘারকানদের ভীরবর্তী নিমভূমি ভরাট করে ভারামার মন্দির ও ভৈরব চন্দ্রচুড়ের মন্দির নির্মাণ করে দেন। নদীর ধ্বংসে এই মন্দিরও ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভগ্নস্ত পের উপরই বঙ্গাব্দ ১২২৫ সালে দেবীর বর্তমান মন্দির মল্লারপুর নিবাসী দানবীর স্বর্গীয় জগন্না**থ** রায় তৈরী করে দেন। ইনি জাতিতে স**দ**গোপ ছিলেন। নাটোরের প্রাতঃশ্বরণীয়া রাণীভবানী ও তাঁর সাধকপুত্র পুণ্যপ্লোক মহারাজা রামকৃষ্ণের ব্যবস্থাপনায় মন্দিরে নিত্যপূজা প্রভৃতি অফুষ্ঠান অদ্যাপিও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। পূজা ভোগারতি উৎসবাদি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সেবাইতগণ পরিচালনা করেন। ইহাদের ব্যবহার অমায়িক, আত্মীয়ের স্থায়। আজ্ঞ আমরা যত ভীর্থস্থান যত দেবদেবীর মন্দিরাদি যত চিম্ময়ভাব-প্রকাশক বিগ্রহ দেখতে পাই তা নিত্যাভ্যের ছোতক। এইসব ভীর্থস্থান বিধ্বস্ত এবং মৃত্তিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হলেও ভারত বহু অর্থব্যায়ে পুনরায় কতবার গগনস্পর্শী মন্দির ও পাষাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে শাশ্বত ভাবরাশির বহির্বিকাশের চেষ্টা করেছে। নীলভন্তে তারারহুম্য বার্তিকা, শিবশক্তি-সঙ্গম প্রভৃতি পুঁথিপত্রে দেখতে পাওয়া যায়, ৰশিষ্ঠদেবের চীনদেশে গমন ও বাংলাদেশে বৌদ্ধতন্ত্রমতে তারা. লোকেশ্বর বুদ্ধের স্থতা ও তাঁর অপর নাম প্রভা পারমিভার পূকা। ইহাকে কেহ কেহ নীল সরস্বতী, একজটা, কামভারা ভারিণী উগ্রভারা প্রভৃতি নামেও অর্চনা করেন। বামদেব বা বামাক্ষেপার পরিচয় আব্দ্র আব্দ্র নৃতন করে দেবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি সংক্ষেপে পরিচয় না দিলে তারাপীঠের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। ভারাপীঠের অপর পারে দেড়মাইল দূরে আটলা গ্রামে বঙ্গাব্দ ১২৪১ সালে শিবচভূদিশী ভিথিতে বামদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বামাচরণের ছইটি ভগ্নী ও একটি ভ্রাতা ছিল। পল্লীর পাঠশালায় বামাচরণের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল মাত্র। বাল্যকাল থেকেই প্রতিমা গড়ে পূজা, ফুল নৈবেছ দান.

মুখে ঢাক ঢোলের শব্দ করে নিত্যনতুন খেলা করতেন। বাল্যকালেই এঁর পিতৃবিয়োগ হয়। সংসারের অভাব অনটন কোনদিকেই এঁর ফ্রন্ফেপ ছিল না। তারামন্দিরে ও শ্মশানেই বেশীরভাগ সময় পাকতেন। তারাপীঠের কর্মচারীগণ কয়েকবার ফুল তোলা, তাঁকে মন্দিরের টুকিটাকি কাজে নিযুক্ত করে তাঁহার মাডাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। বামাচরণ নিশিদিন 'তারা' 'তারা' করেই কাটাতেন, কাজে মনযোগ দিতে পারতেন না। মাতৃহারা বালকের মত মা মা করে কাঁদতেন। সময় সময় গানকরতেন—

পদ্মশধু আনরে মন, তারামায়ের চোখে দিব
মার হয়েছে দৃষ্টির অভাব, জলছানি তার কাটবে।
এইসব দেখে শুনে তারাপীঠ-কৌল মোক্ষদানন্দ এবং পরে কৈলাসপতি
ব্রহ্মবাসীর শিক্ষায় দীক্ষায় বশিষ্ঠের সিদ্ধাসন অধিকার করেন। এই
সাধকের পদপ্রান্তে এসে কত ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন তার ইয়তা
নাই। তিনি (বামদেব) স্থানুর হিমালয় থেকে নিজ আসনের ভাবী
উত্তরাধিকারী জেনে কক্ষ্যমান গ্রন্থের আলোচ্য মহাত্মা তারাক্ষেপা
বাবাকে আকর্ষণ করে আনেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য শিশ্তকে
নির্দ্ধেশ দান করেন। এরই নির্দ্দেশান্থ্যায়ী সাধক তারাক্ষেপা
স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগণ্য নায়কর্মপে দেখা দেন ও একাধিকবার
কারাবরণ করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সজ্ঞানে দেহত্যাগের
সময় বলেন, বুড়োমহারাজের (বামদেবের) প্রারক্ষ কর্ম্মের জন্ত
শতাধিক বংসর জীবন ধারণ করেছিলাম, আমার কাজ শেষ।

পূর্ব্বে বলেছি, বশিষ্ঠদেবের আরাধিতা 'ব্রহ্মশিলা'ই তারামার প্রতীক স্বরূপ বর্তমান পাণ্ডারা পূজা করেন। এই শীলাতে যে মূর্ত্তি অন্কিত দেখা যায় ভাহাতে মায়ের কোলে শায়িত শিশুকে মা বাম স্তনটি পান করাচ্ছেন, ইহা মাভূভাব ও বাংসল্যভাবের অপূর্ব্ব স্থোতক। পুরোহিত দক্ষিণ-মূখো বসে পূজা করেন। শ্যামায় শ্যামের পর্বক্তিলি পালিত হয়, আবার তারামায়ের রাস দোল ইত্যাদি উৎস্বাদিও উদযাপিত হয়। এই সময় দোলমগুতে মাকে রাখা হয়। আবার রখের সময় রথযাত্রাও আছে। মন্দিরের চত্বরের ভিতর চন্দ্রচ্ড় ভৈরবের মন্দির আছে, নাটমন্দিরের সামনেই। বণিকের মৃতপুত্র এখানে পুনর্জাবন লাভ করে।

जरून यांगी जात्रानार**पत्र अथन পূर्न**रयोदन। मौर्चकान हिमानरस्न জলবায়ুতে শরীর সুদৃঢ়, সবল ও পরিপুষ্ট। সুবিস্তারিত বক্ষস্থল, আজামুলম্বিত বাহু, চক্ষে অপূর্বেজ্যোতি, হাতে পরও (কুঠার) ও দীর্ঘ যষ্টি, পায়ে পার্বেড্য পদত্রাণ, পরিধানে রেশমী বস্তু, গায়ে রেশমী পিরাণ, কাঁধে নিজের ব্যবহারের ৰীরভূম বাত্রার পথে দ্রব্যসম্ভার। এইভাবে ডিনি ক্রডপদে পাঞ্চাবে वित्रवात्र ७ निज्ञी **जेश**नी(क এসে উপস্থিত হলেন। এখানে পথে এক ছুৰ্ঘটনা ষটল। একা গাড়ির ঘোড়া ভয় পেয়ে উর্দ্ধখাসে ছুটল, গাড়ী উপ্টে ভারানাথ মাটিতে পড়ে গিয়ে বুকে দারুণ আঘাত পেলেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি আবার চলতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে হরিদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে কয়েকদিন থেকে তারপর দিল্লী যাত্রা করলেন। দিল্লীতে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের বাড়ীতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এখানে চিকিৎসক দম্পতির ভাক্তার হেমচক্র সেবা ও পরিচর্য্যায় অল্পদিনে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেনের আতিথ্য de1 ১৮৮৭ খুষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চমবার্ষিক तांक्यारनत्व देखा श्रन्त भूव माष्ट्रम् वारमाकन-पूर्वत राम्र উঠেছিল। এই দরবারে তখন ভারতের বহু সামস্ত নরপতি রাজা মহারাজা জ্ঞানী গুণী এবং বহু গণ্যমাশ্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ডাক্তার সেনও এই দরবারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তারানাথকেও এই দরবার দেখার জন্ম ডাক্তার সেন অমুরোধ করেন। সহসা ভারানাথের কানে বার বার ধ্বনিত হতে থাকে এক অক্টুট স্বরের প্রশ্ন, এই দরবার কি দেখবে ? কে ভূমি ? কি ভোমার প্রকৃত স্বরূপ ? এর চেয়ে বভ দরবারে ভোমার ডাক পড়েছে। সেখানে ভোমাকে প্রয়োজন. শীষ্ম চলে এস। ভারানাথও আর কালবিলম্ব না করে ডাক্তার দম্পতির নিকট হতে বিদায় নিয়ে রেলগাড়ীতে উঠে বাংলা অভিমূখে

চললেন। কার্তিকমাস, পথে তিনদিন অনাহার ! তারানার্থ কোন দিকে ক্রক্ষেপ না করে গস্তব্যস্থল তারাপীঠ অভিমুখে রওনা হলেন।

এদিকে বামদেবও তারানাথের প্রভীক্ষায় উদ্গ্রীব হরে পথ পানে তাকিরে আছেন। বামদেব সিজপুরুষ, সর্বজ্ঞ। তিনি দিব্যদৃষ্টির অবিকারী। তিনি নিজ আসনের অধিকারীর আগমনের কথা পাণ্ডাদের বললেন, দাদা আসছেন। পাণ্ডারা তাঁর হেঁরালী—কে দাদা ? কথন আসছেন ? এসব কথা ঠিক ব্রুডে পারলেন না। ভারপর বেদিন তারানাথ আসবেন, সেদিন বামদেব পাণ্ডাদের পুনঃ বললেন, আজ দাদা আসবেন। সেইদিনই ভারানাথ রামপুরহাটের আগের ষ্টেশন মল্লারপুরে গাড়ী থেকে নামলেন। সেখান থেকে পাঁচমাইল পদবজে এসে হাজির হলেন তারাণীঠ-চণ্ডীপুর। প্রথমে তারামায়ের মন্দিরে মাড়মুর্ডি দর্শন ও প্রণাম করে কালীপাণ্ডা নামে জনৈক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বামদেব কোণায় ? তিনি পরশু হস্তে পরশুরাম-রূপী তারানাথকে দেখে ভর্মান্তের অপুর্বা

ভঙ্গনিক্তর অপূর্ব বিশান ভঙ্গ বন্দানর বিভার উপনীত হওয়ামাত্র প্রথম দর্শনেই বামদেবের পদ্পান্তে

দাদা এসেছেন ? আমি কডই ভাবছিলাম। গুরু-শিশ্রে মিলন—সে এক অপূর্ব দৃশ্য, ভাষার বর্ণনা করা ছঃসাধ্য। ভারানাথও বাঞ্চিড গুরু বামদেবকে একাধারে প্রভু, পিতা, প্রিয়স্থা, শিব ও ভারামাকে পেরে পরমানন্দে গুরুপদ বন্দনা করলেন। নিকটে শাশানে ধ্যানাবন্ধিত-চিত্ত সাধক চড়ুর্দ্দিক ও আকাশ প্রতিধানিত করে গেয়ে চলেছেন—

> কি চিন্তা কর রে মন, নিশ্চিন্তে বসিয়া থাক, গুরুব্রহ্ম জগৎজোড়া, প্রাণ ভরে ভারে ভাকো। গুদয় মাঝে আছে বিন্দু, চিদাকাশে ফুটাও ইন্দু, নয়নে নয়ন মেলিয়া দেখ।।

দেহ মন উৎসর্গ করি, বসিয়া দিবস শরবরি, সিদ্ধাসিদ্ধ এক করি, গুরুপদে প্রাণ সপ।।

গুরুও গ্রেখন দৃষ্টিপাতে শিশ্বকে পুত্রপদে বরণ করলেন।
পরক্ষণেই বামে সদানন্দময়ী তারামাকে দেখে শিশ্বের মুখ থেকে
ভর্ম চরণ ও ভরণদে তারা স্তোত্রত অনর্গল নির্গত হতে লাগল। বাল
ভাষ্মনর্গণ ব্রহ্মচারী, দীর্ঘকেশ, আজাফুলম্বিত বাহু, তেজ্বস্বী
স্থিরযৌবন ভারানাথ গুরুকে সম্বোধন করে বললেন, কর্তা!
ভাষায় ডেকেছেন কেন? গুরু বাম অনুভব মুদ্রায় মাথা চুলকাইছে
চুলকাইতে বললেন, আজ নয়, কাল ময়, পরশুও নয়; তিনদিন
পরে আপনার জন্মদিন—সেই দিনই বোঝাপড়া হবে কেন ডেকেছি।

পরম সমাদরে গুরু বামদেব ভারানাথকে বললেন, দাদা ! আপনি
ক'দিন উপবাসী আছেন, কিছু সিদ্ধ ছোলা ও মুড়ি খান । তারানাথ
অভ্যন্ত নিষ্ঠাবাদ ছিলেন । তৎসত্ত্বেও গুরুর আদেশে ইহা আহার
করলেন । শিশ্ব ছিলেন যেমন অদ্বিতীয়, গুরুও ছিলেন ভেমনি
অসাধারণ । শিশ্ব সর্বাদা পরমানন্দে ব্রহ্মরসে অভিভূত থাকতেন ।
ব্রিকালদর্শী বামদেবের চরণপ্রান্তে প্রণাম করে নিজের জ্ঞান গর্বন,
মান অভিমান, বিচার বৃদ্ধি সব ভ্যাগ করে আত্মসমর্পণ করলেন ।
গীভার ভগবান বলেছেন, আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আমি ভোমাকে
সংসারদশার সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করব । তুমি জ্ঞানলাভের জ্বস্ত
তত্ত্বদর্শী গুরুর আত্রার গ্রহণ কর । তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত ও
আক্বর্রিম সেবা করে সম্ভষ্ট কর, তত্ত্বিষয়ক প্রশ্ব কর, তিনি ভোমাকে
জ্ঞান উপদেশ দান করবেন । ভারানাথ আহারের পর গুরুসেবা ও
দেহ ক্রত্যে দিবাভাগ কাটিরে দিলেন ।

এই দিনই তারাপীঠে করেকজন তৈরব ও তৈরবী⁸ এসেছিলেন। তাঁদের অন্থুরোবে বামদেব রাজে শিমূলতলার তারানাথকে নিয়ে নিশাফালে চক্রামুষ্ঠানে⁶ চক্রেশ্বর পদ স্বীকার করেন। এই অনুষ্ঠানে তারানাশের তারাপ্রেমের তরক উঠল! তারানাথ এই প্রথম ত্রাচার দেখলেন। অমুষ্ঠান শেষে রাত্রে যখন ভৈরব ভৈরবীগণ নিজিত হয়ে
পড়লেন, বামদেব তখন পুত্রসম প্রিয় শিশ্বকে গভীর নিশায়
মহাশ্মশানে নিয়ে গেলেন। সেদিন ছিল কৃষ্ণা চতুর্দশী, চারিদিকে
গাঢ় অন্ধকার। শিশ্ব হঠযোগী। তেজস্বী দৃঢ়কায় অকুভোভর,
ভয় কাকে বলে তা ভিনি জানেন না। নির্দ্ধন
গলা, ত্রাচার ও
হিমাচলে কৈশোর থেকে বিচরণ করছেন। ভারাপীঠ
ভ সে তুলনায় লোকবসভিপূর্ণ স্থান। এখানকার
শ্মশানে আর কি ভয় ? শবভূমিতে পদার্পণ করতেই তাঁর সামনে
একটা চিঙা ছলে উঠল—ছলস্ত চিতার মধ্যে তারাম্তি, সলে সলে
শত শত হাতীর তুম্ল বৃংহণধ্বনি। শিশ্ব গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন,
কর্ত্তা, এসব কি আপনার খেলা, ঐশ্বর্য্য ? নিরভিমান ভক্তবংসল
গুরু উত্তর দিলেন, এ তারামায়ের রাজ্য, এসব মায়ের ঐশ্ব্য্য।

প্রদিন অমাবস্যা—তায় সূর্য্যগ্রহণ। ভারানাথের ইচ্ছা বা मत्नाकाव छेर्यामापि करत्र कर्यशान करत्रन । इर्रेरयांगी जिनि, विधि নিষেধের অধীন। এ সুযোগ ছাড়বেন কেন ? গুরু বামদেব রাজযোগী, সিদ্ধপুরুষ এবং সকল বিধি-নিষেধের উর্চ্চে। তাঁর বাছাত্র্ন্তান কিছুই নেই। ভারানাথকে সুদুর হিমাল থেকে जिल्ला विधि-निर्वध টেনে এনেছেন এই ধারার সাধনায় অধিকার দেবার চ্ছ ৬ কোল-ধর্মে रोका জ্মা। তিনি শিয়কে বললেন, দাদা। আজ মাংস ও ঘনবর্ত ছথের পরমান্ন (পায়স) খাব। শিল্পেরও বিধি-নিষেধের গণ্ডী রাখবেন না, তাকেও এর ভাগ প্রসাদ নিতে ছবে। গুরুর আদেশে শিশু মাংসাদি পাক করলেন। আহারের সময় উপস্থিত হলে গুরু আহার্য্য বস্তু মাংসাদি আনতে বললেন। শিশু মাংস ও ঘনবর্ত ছয়ের পারস এনে গুরুকে আহার করতে দিলেন। গুরু তৃথির সহিত আহার করে শিশ্বকে আদর করে বললেন, দাদা! প্রসাদ গ্রহণ করেন। শিষ্ত গুরুদন্ত প্রসাদ গ্রহণ করার সময় বললেন, কর্তা! আপনার সবই বিপরীত।

গুরু বললেন, হাঁা দাদা! এ যে নিমূলভলা, ভারা মা যে বামা।
গুরুপরম্পরার কৌলাচারই এই কৌলভীর্থের উপযোগী। নিমূ
নিমূলভলা কোল- বললেন, মামুষকে পিশাচে পেলে সভ্য বচ্ছিত
চাবের তার্থিকেন হয়। উত্তরে খড়গ দেখিয়ে বললেন গুরু বাম—
ইনিই গুরু, দেব দানব যক্ষ গল্পর্বে সকলেই ইহার উপাসক।
ইহাই ব্রহ্মদণ্ড, এর দারাই পিশাচ মোচন হয়।
খড়া মহেশ্রের প্রাণ, রোহিনী এর উৎপত্তি
হান, রুদ্রদেব ভার গুরু। নিয় বুঝলেন, বামই দিভীর
মহেশ।

শ্বাবস্যা, তায় প্র্তাগ্রহণ, বাহাত: নিয়মভঙ্গ পালিত হল।
শুক্রর শিশ্বকে কৌলধর্মে দীক্ষিত করে রাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে
শবসাধনা করতে গেলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, শাশান জনমানবশৃষ্ঠ।
শোষাল কুকুর অস্থিচর্বনে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকারে
নিজক্বতা ভঙ্গ হচ্ছে! কখনও বা শকুনি গাছের উপরে বসে হালয়বিদারক ট্যা ট্যা শব্দে আর্তনাদ করছে। তার উপর প্যাচার
শুক্রগজ্ঞীর রব। নরকরোটিগুলির মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবেশ করায়, বায়ু
বাহির হবার সময় বিকট শব্দ হচ্ছে! অশরীর প্রেত্যানীগুলির
হায়ামুর্ত্তিসমূহ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াছেে! কখনও বা চোখের
পলক কেলতে না কেলতে মুর্ত্তিগুলি শ্যাওড়া গাছে উঠে যাছেে! শিশ্ব
নির্ভীক, কেবল গুরুধ্যানে বিভার—চারিদিকে লক্ষ্ণ লক্ষ্ নরক্ষাল
মাটিতে পড়ে রয়েছে। কত যে বিগলিত শবদেহ! শৃগাল কুকুর হিংল্র
জন্তুগলি শব নিয়ে টানাটানি করছে—ছারকা কুলকুল শব্দে বয়ে
যাছেই। বামদেব ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেন—

শব করে এই দেহখানা, দেখবি শিবে শবাসনা, বিপরীতে থাকবে রভি, মন হবে না আনমনা। নিঠুর খেলা হেড়ে মারা, ব্রহ্মে গিয়ে হবে ছায়া, দেহীর উপর দেখে কারা, আত্মরমণ ছাড়বি না।। শুরু লিষ্যকে শবের বুকে পদ্মাসনে বসিরে, শিষ্যের দেহখানিকে
শবের মন্ত জড়বং করে শিষ্যের তৃদ্ধ দেহকে আজাচক্রের উপর
বহানিশার শব
কাণবার বারা নব
ভেদ করে উচ্চতর সাধন-ক্রিয়ায় নিয়োজিত
শক্তি সঞ্চার
করলেন। শিষ্যও ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হলেন।
শিষ্য বুরতে পারলেন, তাঁর ভিতরে শক্তিসঞ্চার হয়েছে। অস্তরের
গভীরতর প্রদেশ থেকে শিষ্য গদগদ স্থরে গেয়ে উঠলেন—

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হাদি,
শ্মশানবাসিনী শ্মামা নাচবি বলে নিরবধি।
আর কিছু নাই মা চিডে, চিডার আগুন জ্লছে চিডে,
চিডাভম্ম চারিভিডে একবার এসে দেখিস যদি।

পরদিবস. প্রতিপদ। সারাদিনরাত শিষ্য যোগনিদ্রাভিতৃত হয়ে রইলেন। দ্বিতীয়ার দিন থুব ভোরে উঠে তারানাথ প্রাত্তঃকৃত্য সেরে পূজার জন্ম কুল তুলে আনলেন। গুরু শিষ্যকে বললেন

দাদা, বিল বেড়িয়ে এলাম। দক্ষিণ মশানে অনেক প্ৰতিপদ তিথিতে ৰখনৰ গৃহদেবতার কাঠ পড়ে আছে, নিয়ে আসুন আগুন আলাভে মন্ত্র শোধন করে হবে। আজ যে আপনার জন্মদিন-সংস্থার শিক্তকে সুতসম্ভীবনী यह श्रमान করতে হবে যে। ভারানাথ ঘারকা নদের ভীরে শ্মশানে শব দাহ করার পর যে কাঠগুলি পড়ে থাকে তা আনতে গেলেন। হাতে একখানা, কাঁধে একখানা, বগলে একখানা—ভিন চারখানা কাঠ নিয়ে ফেরার পথে দেখলেন একটা বিরাট বিষধর সাপ বাঁদিক থেকে এসে তাঁর দক্ষিণ দিকে স্থিয়ভাবে ফণা তুলে দাঁড়াল। উভয়ে উভয়কে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তারানাথের মনে হল ভারামা-ই তাঁর নাগ-ভূষণকে পাঠিয়েছেন। এসে গুরুর কাছে এই ঘটনার বিষয় শিমূলতলায় ফিরে বললেন। গুরু অন্তর্যামী। ডিনি বললেন, ভোমার ঐ নাগের নকে युक्त करत जाशमात शथ शतिकात करत मिर्फ रत ।

শিমৃতভার দৈই সংগ্রীত কাঠে হোমায়ি ছলে উঠল, উত্তরে আগুনের সামনে বসলেন। গুরুর মুখ অগ্নিকোণে, শিষ্যের মুখ বায়ুকোণে—চক্রামুন্তান হ'ল। ভারানাথ কিশোর বরুসে বে মন্ত্র পেয়েছিলেন গুরু তা প্রকাশ করে তা থেকে পঞ্চাক্রর বাদ দিয়ে এয়োদশাক্ষর রাখলেন। গুরু দক্ষিণাস্বরাপ শিষ্যের যাইটি চেয়ে নিলেন। ঐদিন ছিল ভাতৃত্বিতীয়া—আদিত্যর উপাসমা কর। শিষ্যও কেউ কেটা মন। গুরুদন্ত মন্ত্র পরীক্ষা করলেন। গুরু-শিষ্যে অপূর্ব্ব আলোচনা। গুরু বললেন, কেমন রে কেমন? শিষ্য বললেন, হাা-রে, হাা। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, অপরে কি ব্যবে—সমস্যা সমান। শিষ্যও অসাধারণ, মহাপুরুষত্ব লাভ করেছেন। অভিবেকের পর বক্ষচারী তারানাধ সম্ভান স্থিতপ্রজ্ঞ শাক্তবাদের সাহায্যে জীবনের আভিক্যবাদী স্বরূপ উপলব্ধি করলেন।

গুরু শিষ্যের পিতৃদন্ত নাম প্রমথেশ বদলে দিয়ে নৃতন নাম রাখলেন, ব্রহ্মচারী ভারানাথ। সেই থেকে সাধারণে ভাঁকে 'ভারাক্ষেপা' বলভেন। ভারপর থেকে এই নামেই ভিনি সকলের নিকট পরিচিত। ভারানাথ ছিলেন গুরুভক্তির আদর্শ। ভারানাথের গুরু ও ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি দশরখের সহিত তুলিত হতে পারে। রাজা দশরথ বলেছিলেন, ব্যাস্থক ভিন্ন আমি কাহারও উপাসমা করিনা। ভারানাথ বামদেব ভিন্ন চতুর্দ্দশ ভূবনে কাহাকেও মানভেন না, কাহারও নিকট মাথাও নোয়াতেম না। তিনি বলভেন, বামদেবের

হর তত্ত্রপ গুরুও শিষ্যকে নির্ভীক জেনেও কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শিষ্যকে আদেশ করলেন, আগুল ছেলে অগ্নি-পরিবেষ্টিত হয়ে উনিশ দিন ডপঃসাধনা করতে। শিষ্য হঠযোগী, গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে নির্দেশাসুষায়ী উনিশ দিন ছংসহ অভিক্লেশকর প্রজ্জলিত অগ্নি-বেষ্টিত হয়ে আজ্-নিগ্রহপূর্ব্বক ভপস্বীত্রত উৎযাপন করেন। তপস্বী ভারানাথকে এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মাসুষের সাধ্য কি সকল ভ্রম নাশ করে, জ্ঞান প্রকাশ করে। অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কারোও ক্ষমতা নেই যে স্থল দেহকে নিম্পাপ ও শুদ্ধ করে নেয়। একমাত্র যিনি পারেন, তিনি গুরুত্রহ্ম—ক্রো জানে অগ্নি ত্রহ্ম কা ভেদ, সোই ঈশ্বর সোই দেব। পিতা বামই সেই পুরুষ যিনি অগ্নিসম পর্মত্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা। তিনি ভিন্ন শুদ্ধ সং করে নিতে, পথ দেখাতে আর কে পারেন ?

কৌলের অবস্থাই মুক্তির চরম অবস্থা। একত্বের জ্ঞানই
মুক্তিলাভ। সকল জীবই মায়ামুঝ, সকলেই ব্রহ্মাংশ। অগ্নি হতে
বিক্ষুলিলের স্থায় ব্রহ্ম হতে জীবের আবির্ভাব। কৌল হতে হলে
সর্বব্যাগী হয়ে তত্বজ্ঞানের জন্ম সাধনা করতে হয়। যতদিন না
তত্বজ্ঞান হয় ততদিন ক্রিয়াকাও ও বিধি-নিষেধের প্রয়োজন।
বামদেব যে ভারানাথকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন তাও স্বেহ্
সম্ভ্রম জড়িত, শিষ্যও গুরু ইষ্টমন্ত্র এবং শিব অভেদজ্ঞানে বামদেবকে
প্রান্ধা ভক্তি করতেন। গুরু বীর সস্তানকে গুরু-বিষয় জানাতেন,
শিষ্যও সঙ্গে সঙ্গেক ভারে-বিষয়ে আলোচনা করতেন। এভাবে
ভাঁদের পরম্পার প্রসঙ্গ আলোচনা চলত।

গুরু-শিষ্য বহুদিন একসঙ্গে সাধন ভজন, শ্বসাধনা করেছেন। এসময় শিষ্য ভারানাথকৈ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শেখান। শুক তুলসী গাছকে 'তুলসী জাও' মন্ত্র দারা এই বিদ্যা কৈলাসপতি ব্রজবাসী বাবা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভারানাথের গুরুভন্তি, গুরুস্থানের প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধাভন্তি ছিল যে তিনি কখনও রামপুরহাট থেকে ভাঙ্গাপুর গরুর গাড়ী চেপে যাভায়াত করেন নি, পায়ে হেঁটেই যাভারাত করতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বামদেব শিষ্যকে



তারাপীঠে সাধনারত ক্ষ্যাপান্ধী তারানাথ।



ভারাপীঠের শিমুলভলায় বশিষ্ঠামন

রামপুরহাটে পরলোকগত অধ্যাপক ঐীজীতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পাঠালেন। 'সেখানে পৌছানর পরই জীতেনবাবুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হবার পর গুরুর আকর্ষণ অফুভব করলেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কালবিলম্ব না করে তারাপীঠের দিকে যাত্রা করলেন। তারাপীঠ পদত্রজে সাভ সাইল পথ। পথে হুটি নদী—চিলি ও দারকা পার হতেই আকাশ ও চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি সরলপুরের মাঠে দিশেহারা হয়ে পথ হারিয়ে ফেললেন। এদিকে গুরু বামদেবও পাথাদের বলতে লাগলেন, দাদা আসছেন; তাঁকে পিশাচে গিলতে চেষ্টা করছে। পাণ্ডারা এ হেঁয়ালা কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্রণ পরেই শিষ্য ভারানাথ এসে হাজির। বামদেব শিষ্যকে স্মেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে পিশাচের কথা বললেন। শিষ্য बनानन, हैं। कर्छा! এ ७ जामातरे चना! निर्द्यात जिल्लीया এরূপে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করে উপযুক্ত পাত্র বুঝে গুহ্যবিদ্যা ও নানাবিধ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগলেন। এদিকে শিষ্যও বিপুল শক্তির অধিকারী। তিনি বিভূতি দেখিয়ে ধনমানের প্রার্থী নন। তাই अक जाँक महाविनात व्यक्तिती क्लान निक महाविना नान करबन ।

ভারানাথের ভেজস্বিভার পরিচয় বহু বিষয়ে পাওয়া যায়। তিনি ব্রহার সহ্ করভে পারভেন না, ভয় কাকেও করভেন না। একবার ভারভালার মহারাজা রামেশ্বর সিং গদী পাবার পরই আভ্জায়ার সলে মোকজমায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় তিনি সদলবলে ভারাপীঠে আসেন। শ্মশানে ভৈরব বামদেব ও ভারামাকে প্রসম করাই তাঁর উদ্দেশ্য। শিম্লভলায় বশিষ্ঠদেবের আসনের বেদীভে জপ করার জন্ম বেদীটি কানাৎ দিয়ে ঘিরে কেললেন। ভাই না দেখে, ভারানাথ মহারাজকে বজ্ঞনির্ঘোষে বলে চল্লেন, শিম্লভলা ভোষার ছারভালার গদী নয়, এখানে সকল ভক্ত সাধকের জপা ধ্যান করার সমান অধিকার। অপরের অস্থিধা সৃষ্টি করার ভোমার কোন অধিকার নেই, কানাৎ উঠাও। মহারাজ ভারানাথের পরভারানের ভার পরশু (কুঠার) হাভে উগ্র রুদ্রমূত্তি দেখে তৎক্ষণাৎ কানাৎ ভূলে দিভে বাধ্য হলেন।

এখানে একটি কাহিনী বলছি ৷ ভারানাথের গুরুভুক্তি ছিল অগাধ ও মসীম। একবার কলকাভার পাথুরিয়াঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্ত্র-নোহন ঠাকুরের জামাতা বেনীমাধব মুখোপাধ্যায় স্বস্ত্রীক বামদেবের কুপাপ্রার্থী হয়ে ভারাপীঠে আসেন। রাজকুমারী বামদেবকে গুরুরূপে বরণ করেন। ভিনি বামদেবের পা ছখানি ধুয়ে নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। শিশু ভারানাথ ভাই না দেখে তাঁর হাত থেকে শুরুর পা ত্থানি নিজের দীর্ঘ কেশ দিয়ে মোছাতে মোছাতে বললেন, এভাবে গুরুসেবা করতে হয়--সোহাগ সঞ্চিত উষ্ণ আঁথিজলে ধোয়াব চরণ, युष्टाव कुल्ला । शुक्र भिरमुद्र छाव मिर्थ वनानन, मामा ! जार्शन কামরূপ জয় করতে কামাখ্যার যান। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে ১৩১৭ সালে কামরূপ গিয়ে তিনি কামবীজের সাধনায় সিছিলাছ ১৩১৮ সালে হঠাৎ একদিন তাঁকে কে যেন স্পর্শ করে বললেন, তুমি কি করছো, আমি চললাম, তুমি চলে এলো। চমক ভাকতে মুখ ফিরিয়ে ঘুরেই দেখলেন, নিজ গুরু বামদেবকে! আর কালবিলম্ব না করে সেই দিনই ভারাপীঠ অভিমুখে যাত্রা করলেন। এর তিন দিন পরেই বামদেব দেহরকা করেন।

বামদেবের কোন ভৈরবী বা সাধন-সঙ্গিনী ছিল না, ভারানাথেরও নয়। ১৯২১ **সালে ভারাপীঠে ভেজোদীপ্তা, জ্যোভিশ্ম**য়ী, দীর্ঘকে**শী**, অপুর্ববসুন্দরী এক যুবভী ব্রহ্মচারিণী ভারানাথবাবার সঙ্গে দেখা করার জন্ম আসেন। সে সময়ে আমরাও কয়েকজন ভারানাথ বাবার সঙ্গে তারাপীঠে যাই। তিনদিন এই যোগিনী মাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তন্ত্রের অনেক গুহ্য বিষয় সাধকপ্রবর তারানাথের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আমাদেরও কিছু কিছু শিক্ষা দেন। আমাদের মধ্যে কলিকাতা কলেজ ষ্টাট মার্কেটের দোতলায় অবস্থিত 'দি লিলি এও কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযত্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ভিনি ভারানাথবাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইনি কি কামাখ্যায় আপনার সাধন-সঙ্গিনী ভৈরবী ছিলেন গ তারানাথবাবা উত্তরে वरमहिलान, श्रुनिम् नि कि वृर्ष्णाकी महातारकत्र कान वाहा रिखन्नवी हिन ना-जिनि अश्वरेर्यथूननीन हिलन। जिनि वनएजन, তারামাই আশ্চর্য্য ভৈরবী। জড়-প্রকৃতির মূলতত্ত্বই জগতের মাত্রযোনিত। আমি সেই জগংযোনি প্রধান সংজ্ঞক ব্রন্মে গর্ভ আধান করি, ভাতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। পরাপ্রকৃতির জড় প্রভাবই এ বন্ধা। তাডেই এ পরাপ্রকৃতির তাঁছ প্রভাবগড कीवज्ञभ वीर्या वाशान कति-छ। (थटकरे नकन कीटवत कम रहा। বন্ধরপা যোদিই সেই সকলের মাডা, আর কারণ চৈডগুবিগ্রহ স্বরূপ আমিই সে সকলের বীজপ্রদা পিতা। আমার আবার ভित्रवीत थार्याक्रन किरत ?

আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৯৪২ সালে আমি নেপালের কর্নেল ভূপাল সামসের জল বাহাছরের গৃহচিকিৎসক থাকাকালীন কামাখ্যায় নেপালের লালবোহরার পাণ্ডার বাড়ী ঘাই। একদিন সেখানে

এই বন্ধচারিণী মাডাঞ্জীকে দেখি। তাঁর সেই একই ভাব— ৰেন ৩০।৩২ বংসরের বৃবতী ৷ আমার পুত্রবং স্নেহচ্ম্বন করে ভারানাধ वावांत्र मरवाम मन। छत्निष्टिमांम, देहांत्र वयम १०।৮० वरमत्र। কখনো চন্দ্ৰনাথ, কখনো কামাখ্যা পীঠে থাকেন। সাধনজীবনে ভারানার্থবাবা আর একজন মহাতপস্থিনী মাতার সঙ্গলাভ করেন। তিনি ছিলেন হিন্দু ভারতের স্বপ্নদ্রত্তী ঋষিতনয়া—পরাধীনভার শৃখালমোচনে বীরাজনা স্বরাজনেত্রী, ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিতা মহাভপস্থিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ। চিরকুমারী থাকবার সংকল্প নিয়ে পঞ্চাগ্নিব্রড পালন করেন। ভারানাথবাবাও অগন্তকৃট পর্বতে কন্দমূল খেয়ে বছদিন একত্রে থেকে ইহার কাছথেকে 'পঞ্চাগ্নি বিভা' শিক্ষা করেন। এর পরেও একসঙ্গে অনেকদিন সাধনা করেছিলেন। নদীয়া জেলার জুড়নপুর কালীঘাট ভীর্থ কাটোয়া হতে চার মাইল। এখানে শ্মশানে একান্নপীঠের একপীঠ—দেবী জয়ত্র্গা; ভৈরব ক্রোধীশ শুনেছি, মাডাজী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রভাক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাব্ধ করতেন। তিনি বাংলাদেশে (অবিভক্ত বঙ্গদেশ) বধন আসেন তখন বাংলা বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম্মে অগ্নিগর্ভা। স্বরাজ সাধনার সেই সময় দেশনেভ্গণ প্রায়ই তাঁর কাছে আসভেন। ৰক্ষবান্ধৰ উপাধ্যায়, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, বাদা যভীন, স্থামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মভিলাল রায়, যত্গোপাল মুখোপাধ্যার, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিডা, বালগন্ধাধর ডিলক, সাধক ভারাকেপা প্রভৃত্তি বিশিষ্ট দেশনেভৃবৃন্দের সঙ্গে রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক কারণে ৰ্ক্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মমৃত্তির সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্থার পাবনী প্রবাহও অব্যাহত ছিল। কলিকাডায় থাকার সময় প্রায়শ: নদীয়া জেলার পলাশীর নিকটে জুড়নপুরের শাশানে পিরে ভপস্থা-মগ্ন থাকভেন মাডাজী গলাবার।

মহাতপন্থিনী এই মাডাজী সহক্ষে বিশ্বদালোচনা (১) গা-গৌৰ বাঈ (মাডাজী) বৰ্মানন্দ ভারতী, জন্মভূমি: ভাজ, ১৬১৫ (২) a,

মাডাজী গঙ্গাবাঈ (জীবনী পুত্তিকা ১৩৭৪)—অজেন্ত্রক্তুক্ত বোষ (৩) মাডাজী মহারাণী তপস্থিনী—যোগেশচন্ত্র বাগল: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই ফাল্কুন, ১৩৫৭ সাল (৪) ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় ১৫ই বৈশাখ (১৩১৪) সংখ্যায় উজ ব্রহ্মবাদ্ধব বিরচিত মাডাজীর জীবন-কাহিনী (৫) স্বামী-শিশ্ব-সংবাদ—শরৎচন্ত্র চক্রবর্ত্তী (৬) The Indian Mirror (Story Notes) 9th Sept. 1904. (৭) প্রীপ্রীদয়াল মহারাজের অহ্ধ্যান: প্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়: পথের আলো—১৪ই ও ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ (৮) বামা-বোধিনী: বৈশাখ, ১৩১৪ (১) মহাতপস্থিনী মাডাজী গঙ্গাবাঈ—হারাধন দত্ত: পথের আলো: ২৪শে ও ৩১শে আযাঢ় (১৩৭৭) দ্রষ্ট্রব্য।

জুড়নপুর নিবাসী ৺হরিপদ মৈত্রের বৃদ্ধা স্ত্রীর কাছেও শুনেছি, গুরুর আদেশেই পলাশী ক্ষেত্রে সাধনা করতেন ভারানাথবাবা। ঝাঁসী রাণীর দেহরক্ষী বলদেও সিং ও মাতাজী ক্রম আদেশে গঙ্গাবাঈ এখানে এসে সাধনা করে গেছেন। পলাৰী ক্লেৱে ভুড়বপুরে সাধন ভারাপীঠের পরলোকগত পাণ্ডা তন্ত্র-বেদ-বেদান্ত, ক্যোডিষ, তম্ববিজ্ঞান পুরাণাদি বিবিধশান্ত্রে সুপণ্ডিত তত্ত্ত্ব, তান্ত্রিক ७ दिनिक कियानि मिक्र धवः वामान्दित युनीर्घकान मार्यमञ्जी ७ স্মেহধন্য প্রমন্ত্রাদ্ধের যতীন্দ্রনাথপাণ্ডা মহোদর বলভেন, তারানাথবাবা উগ্রভাপস ও মহাযোগী ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে (কখনও নিজেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে) গঙ্গা পার হয়ে যেতেন। একই রাত্রে ভারাপীঠ থেকে জুড়নপুর শাশানে যাডায়াড করডেন। একদিন তারানাথবাবাকে খড়ে নদী (কৃষ্ণনগরে) পার হবার সময় মনে হ'ল একসঙ্গে নৌকায় উঠলাম কিন্তু ওপারে নৌকা পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি ভারানাথবাবা ওপারের ভীরে দাঁড়িয়ে च्नारहन।, जिल्लामा कतल किছूरे रमलन ना, हैं। हैं। करत व्यक्त কথা বৃষ্ঠতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তারানাথবাবার একনিষ্ঠ

塘

ভক্ত চিরক্মার স্বর্গীয় ব্রজহরি মিত্র মহাশরকে ক্ষিভি (ভৃতত্ত্ব), অপ, মরুং, তেজ, ব্যোম তত্ত্ব সম্বন্ধে বলবার সময় বলেছিলেন, মূলাধারে ভৃতত্ত্বের স্থান, আমাদের দেহের ভারকেন্দ্র। তাই এইস্থানে পৃথিবীর আকর্ষণ আমাদের দেহের ওপর মাণাই কাজ করে, আর সেইজন্ম দেহের গুরুজ। আবার এই ভারকেন্দ্রকে আদ্রায় করে নীচের দিকে একটা টান যথেষ্ঠ মাত্রায় স্বষ্টি করতে পারলেই পৃথিতত্ত্বের জয়ের তাৎপর্যই হল দেহের গুরুভার প্রতিষ্ধে—দেহে আর গুরুভার থাকে না। মূলাধার যেমন পৃথিতত্ত্বের স্থান, নাভিদেশ (মণিপুর) তেমনি ভেজঃতত্ত্বের স্থান। মূলাধার থেকে উপর দিকে একটা ভেজস্ শক্তি প্রবাহ হয়। এই উর্জবাহিনী শক্তিধারাকে বিদ্যুল্যালার কল্যাণে দেহের গুরুজ্ব অপহাত হয়ে শুধু যে আকাশে উর্জ্বাভি হতে পারে এমন নয়, ইহা ব্রহ্মধারের খিল বা অর্গল মোচন করে জীবের ভোগাপবর্গ লাভের নিমিত্ত হয়।

यथन ভারত বিশেষতঃ বাংলাদেশ অনাচার ও ব্যাভিচারছই,

ৰাতৃভূমির মৃক্তির **বত** শুকুমির্কেল পালনের ভক্ত রাজনীতিতে মুখ্যভাবে প্রবেশ

গুরু শিশুকে আদেশ করলেন, বাংলা তথা সারা ভারতভূমি সংস্থার ও ভারতের হাতরাজ্য উদ্ধার কাব্দে ভোমাকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সাধনভূমি শুদ্ধ করতে হবে, মাটি মা

ব্যাভিচারিণী হয়েছে, পলাশী ক্ষেত্রে যাও। হেঁয়ালীতে বলেছিলেন, পলাশীর সেই পরাডাকিনীকে চিৎ করতে হবে। এই পরাডাকিনী শক্তি কাটোয়ার ঘাটে লর্ড, ক্লাইভের হাতেই ভারতমাভাকে ভূলে দিয়েছিল।

এই পলাশীতেই জুড়নপুর কালীবাড়ী—দেবীর (দক্ষরাজ কন্সা সভী) একার পীঠের অক্সতম অঙ্গপীঠ। এখানে কালীঘাটে দেবীর মুও পড়েছিল। দেবী মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব ক্রোধীশ। এখানে प्रवीत कान पृष्ठि निरे। काणियात भना भात राय नेगान काल গো-শকটে অথবা পদব্রজে ৪ (চার) মাইল গেলেই জুড়নপুর গ্রাম —গঙ্গাতীরে মহাশ্মশান। (গ্রামের) প্রান্তভাগেই মায়ের[,] পীঠস্থানটি। আবার পলাশী দেবগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় ১২ (বার) মাইল বাসে নকুড়ে কালীগঞ্জ। ওখান থেকে হাঁটা পথে তৃ'মাইল জুড়নপুর। স্থানটি নদীয়া জেলার মধ্যে হলেও ইহা निमात्रा भूमिमावाम ७ वर्षा मान किनात्र मशान्त्र व्यवन्त्रि । नाटोरतत्र রাজা শক্তিসাধক রাজর্ষি রামকৃষ্ণ এখানেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন বলে প্রসিদ্ধি। এখনও ভূগর্ভে তাঁর সাধন গৃহটি রয়েছে। বটবুক্লের মৃলে মহামায়া মহাদেবীর প্রতীক-স্বরূপ সিঁতুর-মাখান একটি শিলাখণ্ড দেখতে পাওয়া যায় এবং বৃক্ষমূলে বসবার ও পূজা-সামগ্রী রাখবার বাঁধান বেদী আছে (প্রাণভোষিণীতন্ত্রধৃত প্রমাণাকুসারে ১৩৪৯ সনের গুপ্তপ্রেশ পঞ্চিকায় 'ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ ভীর্থস্থান' শিরোনামান্তর্গত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার বর্ণনা प्रदेश: शृष्टी ১১)।

ভাজ মাস, ভাগীরথী ভরপুর। সাধক ভাগীরথী তীরে সাটুই গ্রামে একদিন হাজির হলেন। স্থানটি মুর্শিদাবাদ জেলায়। এর অপর পারে কুমারপুর গ্রাম। ভাগীরথী তীরে নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বসে গেলেন ধ্যানে। ধ্যান গভীর হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ চোধ পুলে গেল। দেখলেন, একটি কুমারী মেয়ে পেডলের কলসী কাঁকে নিয়ে কুমারপুরের ঘাটে নামল। জলে নেবে কুমারী দেখল ঘাটের সামনে জলের ওপর একটা শবদেহ ভাসছে। কুমারী कनजी पिरा करन राष्ट्र पिरा पिरा नरार जिल्ला पिरा परिवास पिरा जिल्ला परिवास जिल्ला परिवास परिव भव (थरक জ्याजि: বেরুল। এই দেখেই সাধক ভাড়াভাড়ি ভাগীরণীর বুকে নেমে হেঁটে পার হয়ে গেলেন। এদিকে সেই কুমারী মেয়েও জল নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করল। সাধক কুমারীর পিছনে চললেন। যে বাড়ীতে সেই কুমারী মেয়েটি চুকল সাধকও সেই বাড়িতে চুকলেন। বাড়ীর লোকজন সাধকের তেজোদীপ্ত জ্যোতির্মায় মূর্ত্তি এবং হাতে কুঠার দেখে মুঝ। ভয়-ভক্তি মেশান কথায় তারা সাধককে বললেন, আপনি—? সাধক বললেন, এখনই যে মেয়েটি জল নিয়ে এ বাড়ীতে চুকল সে সামাগ্য भारत नम्, प्रतीत व्याप्त अत कमा। े अत विरम्न हरत हतिनाथभूरतत এক রাটীশ্রেণী ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে। একে কোনদিন কাহারও উচ্ছিষ্ট জিনিস খেতে দিও না। তারপর সাধক চলে গেলেন। কিছুকাল পরে সেই কুমারীর পিতা কন্মার বিবাহের জন্ম পাত্র সন্ধান করতে করতে হরিনাথপুরে সেই যুবকের থবর পেলেন। ষ্বকটি জুড়নপুর কালীঘাটের দেবী জয়ত্গার ভক্ত। গৃহভ্যাগ করে শ্মশানে সাধনা করছেন। শেষে এই যুবকের সঙ্গেই কন্মার বিয়ে দিলেন। যুবক বিয়ে করে নববধুকে হরিনাপ্পুরের বাড়ীভে নিয়ে এলেন। বউভাতের দিন নবপরিণীতা বধু দেশের সামাঞ্চিক রীভি অফুসারে নিমন্ত্রিত আত্মীয় ও সমাজের নিমন্ত্রিতদের অন্ন পরিবেশনের জন্ম ভাতের থালা হাতে নিয়ে প্রত্যেকের পাতে ভাত পরিবেশন করে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ বধুটির পরিহিত বস্ত্র শিপিল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, অথচ ছুই হাডই আটক ! অবশেষে দেখা গেল নববধুও ভাড়াভাড়ি আরও হুটি হাত বের করে শিথিল বন্ত সামলে নিলেন। সকলের সামনে চতুর্ভু মৃত্তিতে দেখা দিয়েই ভাতের বালা त्त्राच अपूर्ण रात्र शालम ! देनिरे जूजनभूत्त्र अधिष्ठांजी स्वी কিছুকাল পরে এক মেছুনী অূড়নপুরের পঠিস্থানে উক্ত বধুটিকে দেখে প্রচার করেন যে এই কন্তাকে সে হরিনাথপুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। ইনি আর কেউ নন, ইনিই সেই নবপরিণীতা বধু। শক্তিপুর নিবাসী গ্রন্থের শ্রীঅধিনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহালয় বহরমপুর গোরাবাজারে বাস করবার সময় স্বন্ত্রীক ক্ষেপাবাবা ভারানাথের কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনি ক্ষেপাবাবার তিরোভাবের পর এক সভায় এই অলোকিক ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এই সাধক আর কেহ নহেন, ভারানাথ স্বয়ং।

অপর একটি অলোকিক ঘটনা জুড়নপুর নিবাসী শহরিপদ মৈত্র
মহাশরের বিধবা স্ত্রীর নিকট আমরা শুনেছি। কেভো নামে একটি
বারো বছরের ছেলেকে সাপে কামড়েছিলো। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী
কার্চশালীর ঘাটে ভার বাবা ধুবুলিয়া নিবাসী শহেমন্তকুমার মৌলিক
কলাগাছের ভেলায় শুইয়ে সর্পদন্ত পুত্রকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শহরিপদ মৈত্র মশায়ের বিধবা স্ত্রী বললেন, ছেলেটিকে
রোজারাও বাঁচাতে পারেনি। ভারানাথ ভাকে জল থেকে ভূলে
এই নির্জ্জন পীঠে এনে বাঁচিয়ে নিজের নিকটেই রেখে দেন। আমরা
এ বিষয়ে অমুসন্ধানের পরে জানতে পারি যে সেই পুত্র যৌবনপ্রাপ্ত
ছলে গুরুর আদেশে কিরীটিপীঠে যাবার পর্থে নিজ্জ জন্মভূমিডে
একদিন সন্ধ্যায় অভিথি হয়েছিলেন। এর পিতা অনেক অমুনয় বিনয়
কাল্লাকাটি করেও অভিথির প্রকৃত পরিচয় আদায় করতে পারেন নি।
এ বিষয়ে পুত্রের পিতা ভারানাথবাবার নিকট গেলে ভিনি বল্পেন,
জীবিভাবস্থায় ত আমাকে দাও নি, মরা ছেলে আমি নিয়ে থাকি
ত থানা পুলিস আছে যাও।

পুন: আরেক বিধবার একমাত্র পুত্রকে শাশানে দাহ করছে আনা হলে শব-সাধনার সময় ভারানাথ ঐ মৃত পুত্রকে জীবিভ করে দেন। পুত্রের মাতা পূজার জন্ম ছই বোতল উৎকৃষ্ট 'কারণ' ভারানাথকে দেন। ভারানাথ বাবা সেই বোতল ছটি ভাঁর গুরু বামদেবকে দেন। বামদেব একটি বোতল নিয়ে ভংসনার ছলে শিশুকে

বললেন, দাদা! মদ্ বদ্, মড়ার গদ্ধ কইচে, খায়েন না। সে দিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত ভারানাথ আর কথনও 'কারণ' পান কিয়া স্পর্শন্ত করেন নি। বীরাচার ভ্যাগ করে এবার দিব্যাচারে প্রবেশ করলেন সাধক ভারানাথ। এবার দিব্যমার্গে সাধকের রাপান্তর হয় পূর্ণ। সেখানে প্রবৃত্তির কোন জড়ভা, রুক্ষভা বা বাধা থাকে না। এসময় সাধকের সবটাই দিব্যশক্তিতে বিভূষিত ও ভরপুর। সন্থার কোথাও এতটুকুও আবরণ থাকে না—ভাঁর অন্তর দৈব শক্তিতে চালিত হয়। বৃদ্ধিসন্থা শুদ্ধ হয়ে বিশ্ব-দর্পণের কাজ করে। উর্দ্ধলোক প্রধাশিত হয়। প্রাণ হয় বিশ্বপ্রাণে আর বিজ্ঞান হয় বিশ্ব-বিজ্ঞানে উন্তাসিত। দিব্যমার্গে সিদ্ধসাধক সশ্বরণ বিচরণ করেন; বিশ্ব কেন্দ্রৌভূত হয়, দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য সম্পদের অধিকারী হন সাধক এবং অধিকারী হয়ে আপন স্বরূপে স্থিত হন তিনি।

জুড়নপুর থেকে সাতক্রোশ দ্রে মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর প্রামের উত্তরপ্রান্তে এক পল্লী মধ্যে কপিলেশ্বর শিবতীর্থ⁶। প্রাচীন কপিলেশ্বর কথিত আছে, মহামুনি কপিলদেব এই শিবতীর্থে শিবতীর্থে তারানাথ দেবাদিদেব অনাদিলিক্স মহাদেবের আরাধনা করতেন। এই দেবাদিদেবের আর এক নাম কপিলেশ্বর। গুরু বামদেবের আদেশে সাধক তারানাথ জুড়নপুর থেকে কপিলেশ্বরে আসেন দেবাদিদেবের আরাধনায়।

নদীয়ার রাজা শিবচন্দ্রও এখানে আসতেন তপস্থার্থে।
কপিলেশ্বরকে কিরীটেশ্বরীর ভৈরব বলা হয়। বাংলার স্বাধীন
নপতিগণ সকলেই এই কিরীটেশ্বরীর পূজা করতেন। শূরবংশীয়
কিরীটিশিঠে রাজা আদিত্য শূরের এক ঘোষণা থেকে জানা যায়
তারানাথ যে দেবাদিদেব কপিলেশ্বরের ভোগ ও পূজার ব্যয়
নির্বাহের জন্ম তিনি বছ সম্পত্তি দান করেছিলেন। ঘোষণাপত্তে
উল্লিখিত আছে, '৩৯০ অব্দে বাজার শক্তিপুর ডিহি গঙ্গার ধারে
কপিলেশ্বর আছেন তথারে, তৎপর ডিহি কন্টকনগর (কাটোয়া)
ইতিমধ্যে দেবভূমির না লইবে কর'। ফুলোপঞ্চানন কৃত কায়স্থ
কারিকা গ্রন্থে এই বোষণাপত্তের উল্লেখ দেখা যায়।

কাথত আছে, সুদ্র অতীতে এই কপিলেশ্বরে মহামুনি কপিলদেব তপস্থা করতেন। এইখানেই (মতভেদে) সগর সন্তানগণ কপিল মুনির লাপে ভত্মীভূত হয়েছিল। তাঁদের উদ্ধারের জন্ম ভগীরথ তপস্থা করেন। তাঁহার তপস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে সগর রাজার বংশীয়গণের উদ্ধার ও মুক্তির উদ্দেশ্যে পতিতোদ্ধারিণী মহাদেবী গলা মর্তে অবভন্নশ করেন। এই ভূমিতেই ইন্দ্র বৃদ্ধান্তর বধ করেন। এখানে বজ্ঞ ক্রেলা হয়েছিল বলে বজ্লের স্থান অপভাংশে বাজার সন বা বাজার সাহ গ্রাম আজও আছে। মহাশক্তির শক্তি প্রদর্শনের লীলাক্ষেত্র এই বঙ্গভূমি। কিরীটিপীঠ এই বঙ্গেরই অন্তর্গত। সভী দেবীর কিরীট (মুক্ট) পড়েছিল এখানে। চণ্ডীতে দেখা ষায়—

কিরীটিনি মহাবজ্ঞে সহস্র নয়নোচ্ছালে।
বৃত্রপ্রাণ হরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোহস্থতে।।
এই গৌড়েই শক্তির খেলায় পালবংশ শ্রবংশ সেনবংশ গঙ্গাগিরী
বংশ, মুসলমান এবং ইংরেজও উঠেছিল—এদের সকলেরই একে
একে হয়েছে অপসরণ।

সাধক ভারানাথ বলভেন, বহরমপুর চুয়াপুর সিপাহী বিদ্রোহের একটি স্থান। এক সময় এটা একটা বিরাট শাশান-ভূমি ছিল, তাই সাধনভূমি বলে এস্থান বেছে নিয়েছি। ইংরাজশাসক এখানেই বর্মার প্রিন্স্ থিবোকে স্বপরিবারে একটি বাড়ীতে চারিদিকে গড় নির্মাণ করে বন্দী করে রেখেছিল। এখানেই প্রিন্স্ থিবোর সমাধি। এটাও কিরীটি পীঠের অন্তর্গত। প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলতেন, বর্তমান মহুর উর্দ্ধতন উত্তম মহুর অধিকারকাঙ্গের পূর্বের সাগর হিমালয়ের পাদদেশে ছিল। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপেই ছিল। এই কিরীটিপীঠও সেই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। এক এক মমুর অধিকার কাল তের হাজার বংসর। প্রায় পঁয়ষ্টি হাজার বংসর शृत्वर्व कशिनात्र मागत्त्रत्र घीत्रिष्टे हिलन। तह माथक अथात সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কালক্রমে সাগরদ্বীপ এখন বক্লোপসাগরের মোহনায়। এক সময় সাধক ভারানাথ এখানেও সাধনরত ছিলেন। তিনি এখানকার নানাশ্রেণীর পৈশাচিক ঘটনার বর্ণনা করতেন। একদিন জুড়নপুর থেকে কপিলেখরে আসবার সময় মঙ্গলপাড়ার ঘাটে এসে তারানাথ দেখতে পান যে এক পিশাচ এক পা দোমপাড়ার একটি বটগাছে আর এক পা অপর পারের मक्रमशाजात वादतक वर्षेत्रक पिरा पाँजिएय नानाध्यकात विक्रीयिका

দেখাচ্ছিল। তারানাথও নিজের ক্ঠার তুলে দাঁড়িয়ে এক গুরুর দিভেই পিশাচ পালিয়ে যায়। স্বীয় অভিজ্ঞতালন্ধ বিবিধ প্রকারের আধি ভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ঘটনার বর্ণনা প্রদান করেছেন। জুড়নপুরে সাধনার সময় ভারানাথ কখন কিরীটিপীঠ কখনও বা নবদ্বীপের পোড়ামা-ভলায় এসে সাধনা করভেন। এ সময়ে তিনি প্রায়ই কৃষ্ণনগরে গোয়াড়ীতে আমাদের বাড়ীতে আসতেন।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, সাধনপথে ভারানাথ এক মহামহিমময়ী তপস্বিনী মাতার সঙ্গলাভ করেন। তাঁর কাছে তিনি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা^{১০} শিক্ষা করেন। এই মহাসাধিকা হলেন মাতাজী গঙ্গাবাঈ। তাঁর পরিচয় শিক্ষিত সমাজে মুপরিজ্ঞাত। প্রায় ৭৮ বৎসর পূর্বের ১৮৯০ হতে ১৯১৭ সাল পর্যান্ত কালকে ঐতিহাসিকগণ মাতাভী গলাবাই এর সালিখো জাতীয়তাবাদের (militant nationalism) যুগ তারানাথ সক্রির বলে অভিহিত করেন। স্বামী বিবেকান্দ, ভাবে দেশসেবায় আভানিয়োগ ভগিনী নিবেদিতা, বেদের কুথ মী থিয়োসফিস্ট^{১০ক} অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্ত্তক ম্যাডাম ব্ল্যাভাটক্ষি, কর্ণেল অলকট্ ও অ্যানি বেসেণ্টের উদান্ত অহ্বানে আসমুক্ত হিমাচল বিশেষ করে অখণ্ড বাংলাদেশ চাঞ্চল হয়ে উঠে! চঞ্চল্য জেগেছিল নারীসমাজের মধ্যেও। তারানাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রচলিত স্ত্রী শিক্ষার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রী-জাতি যাতে সুমাতা, সুক্তা ও সুগৃহিনী হতে পারেন সে বিষয়ে দেশনায়কগণ নানাভাবে চিন্তা করছিলেন। জাতীর মেরুদণ্ড শক্ত ও মজবুত করতে হলে নারী সমাজকে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষিতা করে তুলতে হবে। এই জাতীয় বোধ হতেই মহাকালী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন উপরোক্ত স্বপ্নদ্রমী ঋষিতনয়া পরাধীনতার শৃত্মল-মোচনে নিয়োজ্বয়িত ভবিশ্য ভারতের বীরালনা अबाक्टराजी बक्कार्या मीकिया महाख्यायिनी मायाकी शकारात्र ।

যাঁহাদের নিঃস্বার্থ দেশসেবা ও কর্মকীর্দ্তির মধ্য দিয়ে জাতি ভার লুপ্ত গৌরবকে ফিরে পায় আমরা সহজেই তাঁদের ভূলে যাই। । তথিবিনী মাতাজীর জীবনব্যাপী সাধনা জাতিকে সে দিনের বিধর্মীর ছুর্বিজাতীয় ভাবপ্লাবনের যুগে ভারতমুখী করেছিল। ত্থাখের বিষয়, মাতাজীর সুখপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ জীবনকাহিনী জনমানস হতে অপস্তপ্রায়।

১৮৩৫ সালে রায় বেল্হর ছর্গে মান্তাজীর জন্ম হয়। দাক্ষিণাত্যের আর্কট প্রদেশে মহারাষ্ট্রের রাজবংশ রাজ যোগীরাজের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজকন্যা হয়েও শিশুকাল থেকেই বিলাসব্যাসনে ও ঐশ্বর্যা সজ্যোগে দিন কাটান নি তিনি। কঠিন বন্ধনের মধ্যেও বিভাক্ষীলন ও শরীর চর্চায় নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ অসাধারণ। ক্ষ্যাপাজী তারানাথ বলতেন, মহাকালী পাঠশালায় মাতাজী রচিত অনেক প্রবন্ধাদি ছিল। মাতাজী তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়তে উপদেশ দিতেন, অশ্বচালনা এবং অস্ত্রচালনায়ও বিশেষ পটু ছিলেন।

তুর্গাধিপতির তৃহিতা হয়েও একদিক গভীর রাতে প্রহরীদের ভূলিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে মৃক্ত তরবারী হস্তে গৃহত্যাগ করেন। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মন সকল প্রকার সংসার-বদ্ধনের উর্দ্ধে ছিল। সত্যের সন্ধানকেই জীবনের চরম ও পরম করে নিয়েছিলেন। অজ্ঞানার আহ্বানে গৃহত্যাগ করে ভাত্রবর্ণ তীরে বন্ধল পরে, ফলমূল খেয়ে তপস্থা আরম্ভ করেন। পিতা বহু অনুসন্ধান করে কস্থা গঙ্গাবাঈকে বাড়ী নিয়ে আসেন। এসময়ে সকলেই তাঁকে দেবী-জ্ঞানে প্রদান করতে থাকেন। মাডাজী রাজনীতি বিষয়ে ও বিশেষ পারদানী ছিলেন, পিতৃবিয়োগের পর ছোট ভাইকে সংস্কৃত, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে জমিদারীর

কাজে স্নিক্ষিত করে তুললেন। পিতার মৃত্যুর পর মাডাজী গড়ের পুনরুদ্ধার, পুরাতন কামানগুলিকে পরিদ্ধার করে গড়ের উপর বসিয়ে রাখলেন। এই সময় মাতাজী ইংরাজ শাসকদের কোপানলে পতিত হলেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট রাজকুমারী মাতাজীকে ত্রিশির। পল্লীর পাহাড়ে বন্দী করে রাখে। সেখান থেকে মৃক্তিলাভ করে মাতাজী পুনরায় তপস্থায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিশ্ববাসিনী মন্দির বিশ্বাচল পর্বেড থেকে ভিন ক্রোশ দূরে। এই পর্ব্বতমালার পাদদেশে 'কালিখো' মন্দির। চারিদিকে পর্ব্বতমালা ও অরণ্য। আশেপাশে লোকালয় নেই বললেও হয়। এক সময়ে এখানে নরবলি হত। অনেক তন্ত্রসাধক এখানে সাধনা করেছেন। মাতাজীর ও তারানাথের সাধন সময়ে অলৌকিক বিভূতি সিদ্ধি ক্ষমতা দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেগুলি সাধারণ্যে সকল সময় প্রকাশ অসমীচীন বলে এখানে দেসব অফুল্লেখ রহিল। এই মন্দিরে সাধনার সময় জন্মভূমির, পরাধীনতা মোচনে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। জীবের তু:খদৈত ছৰ্দ্দশা কষ্ট দেখে বিচলিত হয়ে তিনি দেবী সমীপে সে সব অপনোদন ও খণ্ডনের জন্ম সকরুণ প্রার্থনা করেন। জন্মভূমির পরাধীনভার বেদনায় যখন তাঁর প্রাণ আকুল, সে সময় গভর্ণমেণ্টেরও নজর পড়ে তাঁর ওপর। একদিন তিনি মন্দিরে তপস্তায় রত আছেন এমন সময় পুলিশ মন্দির পরিবেষ্টিন করে। মাতাজী ব্রুতে পেরে প্রহরীদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে দেবীজ্ঞানে প্রদা ও ভক্তিতে প্রহরীগণ মাথা নত করে চলে যায়। এই সময় মাডাজীর মাতৃষ্সা ঝাঁজীর রাণী লক্ষীবাঈ-এর নজ্র পড়ল মাতাজীর ওপর। তিনি মাডাজীকে তাঁর সব কাজে উপদেষ্টা সহচরী ও দেহরক্ষীরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে রাণীর বিশ্বস্ত আরেক দেহরক্ষী পার্শ্বচর ছিল। এর নাম ছিল বলবস্ত সিং। সিপাহী বিজ্ঞোহের সময় রাণীসাহেবা যুদ্ধস্থলে আহত হলে এই ছই পার্শ্বচর অশ্বপৃষ্ঠে মুক্ত ভরবারী হাতে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রভার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাণী শক্ষীবাঈকে সরিয়ে আনেন। মৃত্র পর গোপনে তাঁর অস্ত্যেষ্টিক্রিরা সম্পন্ন করে এঁরা ছইজনে গোপনে স্থান ত্যাগ করে অমূত্র চলে যান।

বলবস্তুসিং ছদ্মবেশে ভারতের নানা জনপদ বন উপবন ও পার্বেত্য অঞ্চল এবং তীর্থ পরিভ্রমণ করে অবশেষে জুড়নপুর শালানে কালীমন্দিরে এসে আত্মগোপন করে রইলেন, আর মাতাজী নানাসাহেবের সঙ্গে ইংরাজের সতর্ক প্রহরীকে চোখে ধূলো দিয়ে পাড়ী দিলেন নেপালে ও ব্রহ্মদেশে। ইহার পর দীর্ঘদিন নেপালেই হল তাঁর কর্মক্ষেত্র। সেখানেও জাতীয়তার মন্ত্র প্রচারই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। নেপালে অবস্থানের পর পুনঃ ভারতে ফিরে নৈমিষারণ্যে কঠোর তপশ্চর্য্যায় মগ্র হন। এখান থেকে নানাতীর্থ পরিদর্শনান্তে জুড়নপুরে বলবস্তু সিং-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং তথায় কিছুকাল সাধনমগ্র থাকেন। বেশীরভাগ সময় এঁরা থাকতেন ভূগর্ভ-গৃহে। গভীররাতে শাশানে এবং মায়ের বেদীতে দেখা যেত।

১৯০২ সালে কাশীধামে তারানাথের সঙ্গে মাতাজীর পরিচয় হয়। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। তারানাথের অগাধ পাণ্ডিত্য মাতাজীন সংস্পর্নে ও দেশাত্মবোধ এবং তাঁকে বামদেব ও বলিষ্ঠের এবে তারানাথের সিদ্ধাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী জেনে প্রীত ও মুঝ সেবার আছনিয়ােগ হন। ক্ষেপাজী তারানাথ বলতেন, সহায়তা অনেকেই করতে পারে। রাবণবধের জন্ম গুহক চণ্ডাল রামের বন্ধুর কাজ করেছিল এবং বালী বধে সুগ্রীবও। মাতাজী তারানাথকে পঞ্চাগ্রিবিভা দান করেন এবং জুড়নপুরে একত্রে সাধনাও করেছিলেন। বালেশ্বরের মহাবিদ্রোহে মাতাজী বাঘা যতীনকে অনুপ্রাণিত করার জন্ম তারানাথের মাধ্যমে উৎসাহিত অর্থ সাহায্য পাঠাতেন।

ভারানাথ বলতেন, এমন সময় আসবে যখন সারা বিশ্ব ব্রহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হবে ভন্তাদির প্রাধাতো। মুর্থের ভন্তভন্তীয় মহান ভত্ত বুঝবার অধিকার কোথায় ? হেঁয়ালী ভঙ্গীতে ভিনি বলতেন, ভল্কের নিগৃঢ় ভত্ত কাশীতে মণিকর্নিকার ক্ষেত্রে^{১১} আছে। এ ভত্ত্ব জানতে পারলে তার চম্দ্রাতপ অফুভবের ইচ্ছা থাকবে না <u>।</u>

গোড়াতেই বলেছি, মহাতপখিনী মাতাজী গঙ্গাবান্ন তৎকাঙ্গীন
শিক্ষার কৃষল লক্ষ্য করে পাঁশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব থেকে মুক্ত
করে আমাদের প্রাচীন হিন্দু-রীতিনীতির আদর্শে জাতিকে
অমুপ্রাণিত ও শিক্ষিত করে তোলার জন্ম সমাজের নেতৃস্থানীয়
নরনারীর নিকট আবেদন করেন। এই কলিকাভায় ধর্ম্মশান্ত্রের
অমুশাসন ও আধ্নিক ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জ্য করে ব্রাশিক্ষা
বিস্তারের জন্ম একটি আদর্শ বালিকা বিন্তালয় স্থাপন করলেন ১৩০০
বঙ্গান্দে, ৭ই বৈশাখ (ইং ১৮৯০ সালে ১৯শে এপ্রিল) শুভ অক্ষয়ভৃতীয়া দিবসে। বিন্তালয়ের নামকরণ করেন কালীঘাটের কালীমাভার
নামামুসারী মহাকালী পাঠশালা। মহারাণী স্বর্ণময়ীর অর্থামুকুল্যে
আপার সারকুলার রোডে তাঁর বাড়ীতে স্কুল স্থাপিত হয়।

ভারপর উহা ১৮৯৬ সালে স্কুল চোরবাগানে রাজেন মল্লিকের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়ে পুন: সেখান থেকে ১৮৯৭-৯৮ সালে স্থাকিয়া খ্রীটে একার হাজার টাকা ব্যয়ে নিজ বাড়ীতে বিদ্যালয় পুন:প্রতিষ্ঠিত হল। মাতাজী তাঁর সমস্ত অর্থ অলঙ্কারাদি পাঠশালাকে দান করেন। তা'ছাড়া বহু রাজা মহারাজ জমিদার সংবাদ পত্তের মালিক দেশনেভা এবং স্থামী বিবেকাল্প ও ভারানাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দানও নেহাৎ নগণ্য নয়। এখানে সংস্কৃত ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। এ ছাড়া রামা পূজা ও নানাপ্রকার শিল্লের কাজও শেখান হত। মাভাজী এবং এই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় কলকাভার কালিঘাটের মহিমহালদার খ্রীট, বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা জেলা), বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ জেলা) প্রারমপুর বগুড়া বর্দ্ধমান বারাকপুর যশোহর ময়মনসিংহ মালদহ প্রভৃতি যায়গায় ইহার বহু শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালে ২০শে এপ্রিল ভপস্থিনী মাডাজী গলাবাঈ ৺কাশী প্রাপ্ত হয়েন। আজও মহাকালী পাঠশালা ভাঁর পুণ্যস্থিতি বহন করে চলেছে।

বিগতমূগে বাংলাদেশে তারাক্ষেপা ছিলেন সাধককুলের অগ্রগণ্য। তন্ত্রভত্তীয় সাধনায়^{১২} সিদ্ধ ও আপ্তকাম তারানাথ অসংখ্য অধ্যাত্মপিপাম্ম নরনারীকে সঙ্গ দান করে তাঁদের কৃতকুতার্থ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে তারানাথ আধ্যাত্মমৃত্তির সাধনার গণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। ভারতবর্ষকে বিদেশী অধিকারীর পরাধীনভার শৃদ্খলমোচনের সংগ্রামে তাঁর অর্দ্ধশতাক্ষীব্যাপী প্রয়াস স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়।

ভন্তসাধকগণ ধরিত্রী বা বস্ত্বরাকে আপন ইষ্ট মাতৃকাস্বরূপেই দেখে থাকেন। ক্ষেপাজী তারানাথ বলতেন, মাটি মা: এই মা তোমার আমার সকল জীবের পুষ্টি সাধন করেন আরও দেন আয়ু আরোগ্য কান্তি বল মেধা শ্বতি। মাতৃরূপা ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে ধ্যানের বিষয়। বিদেশী বিধর্মী কর্তৃক মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণকে তিনি অন্তরের সক্ষে ঘৃণা করতেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্ম তারাক্ষেপা শুরু বামদেবের নির্দেশ লাভ করেন। তাই সাধক তারাক্ষেপা স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নায়করাপে দেখা দেন এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন ও অন্তর্মীণ হন।

১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যান্ত তারাক্ষেপা বিপ্লবীদলের বন্ধবান্ধব উপাধ্যায়, বারীজ্ঞনাথ ঘাষ প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে কাজ করেন এবং সন্ধ্যা ও যুগান্তর পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। বারীন ঘোষ কিরণ মুখোপাধ্যায়, বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস রচয়িতা স্বামী প্রজানন্দ, প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রজ্ঞান মতিলাল রায় সারভ্যান্ট্ ও বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রামস্কর চক্রবর্তী, বসুমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীউপেক্রনাথ মুখোপাধ্যয়,

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ, বিপ্লবী অবিনাশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, ছাত্রবন্ধু লিয়াকত আলি, ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস প্রভৃতি মৃক্তিব্রতী দেশকর্মীগণের সকলেই স্বরাজ সাধনায় তারাক্ষেপার অবদানের প্রচেষ্টা ও গুণাবলীর সপ্রশংস মর্য্যাদাপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তারাক্ষেপাও ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেন। বিপ্লবী বাংলার অদুম্য কর্মী প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রান্ধের শ্রীভূপতি মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই তারানাথের বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯০৭ সাল ও তার পরে ক্যাপাজীর জীবদ্দশায় প্রায়ই নির্য্যাতীত প্রখ্যাত দেশকর্মী অধ্যাপক শ্রীক্সোডিয ঘোষ মহাশয় প্রায়শ:ই তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন। এঁদের কাছে শুনেছি এবং প্রায়শ: নিজেও দেখেছি সাধক ভারাক্ষ্যাপা তাঁর জীবনে অগণিত সাধক, বিপ্লবী রাজনীতিক কর্ম্মী রাজা মহারাজা শিক্ষাবিদ্ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রভৃতি বিচিত্র ধরণের মামুষের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনকে আধ্যাত্মিক এবং মানবধর্মীয় মুক্তিমন্ত্রে করেছেন।

ক্ষেপাজী তারানাথের দেশপ্রেম ইংরাজ গভর্গমেন্টের চোখে একটা অপরাধ বলে গণ্য হল। এই সময় অর্থাৎ ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যান্ত ক্ষ্যাপাজীর গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্ম আহম্মদ হোসেন নামে একজন পুলিশ অফিসার (যিনি পরে রাঁচীর ডি. এস. পি) ও কলিকাতা পুলিশ বিভাগের কর্ত্তা পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয় আবার ক্ষ্যাপাজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। ক্ষ্যাপাজীর প্রচারের প্রধান লক্ষ্য ছিল যাতে দেশের ছেলে মেয়েদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্র গঠন হয়। এইসব যুবকদের মধ্যে থেকে বাছাই করে তিনি লোক সংগ্রহ করতেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী প্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় তারাক্ষ্যাপা সম্বন্ধে वरमन, ১৯০৩ **मान। उथन আমার বয়**স মাত্র দশ বংসর। সেই সময় আমি ভারাক্ষেপা বাবার সান্নিধ্যে আসি। ক্ষেপাবাবা আমার মাতৃল হগলীর উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বৎসরে ২।৪ বার বা তভোধিক ৰারও আসতেন। এই সময় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছগদীতে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক নিয়ে একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করবার চেষ্টা করছিলেন। এইসব যুবকদের সঙ্গে তারাক্ষেপাবাবা রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করতেন যে সশস্ত্র বিজ্ঞোহ ছাড়া অস্ত্র কোন উপায়ে ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়ান সম্ভব নয়। আমার মত, ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে মানুষ কে, মানুষের জীবন কি, বাস্তবিক মামুষ অমর, রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করতেন। প্রতি সন্ধ্যায় যুবকদের মুখে মুখে গীতার উপদেশ দিতেন। বিপ্লবীদলে যখন ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হল তখন তিনি খোলাখুলিভাবে বলতেন, আরও ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হবে। এই সময় ক্ষেপাজী তারানাথের সঙ্গে ভবতারণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি যুবকদের এবং আমার মত ছেলেদের সাংখ্যতত্ত্ব অতি সরলভাবে বোঝাতেন। এইসব যুবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বড়াল। তিনি পরে আনন্দ আচার্য্য নামে নরওয়ের তুষারাবৃত পাহাড়ে গৌরীশঙ্কর মঠ স্থাপন করেন। তিনি সমূদয় ভারতীয় দর্শন ও মহানির্ব্বাণডন্ত্র নরওয়ের ভাষায় অমুবাদ করেন। ভিনি ভন্তসাধনার নিগৃঢ়ভত্ব বিষয়ে তারানাথের নিকট অমুপ্রেরণা লাভ করেন এবং নৃতন দিব্যক্ষীবনের আলোক প্রাপ্ত হন। দেশমাতৃকার মুক্তিদাধনায় উৎদর্গীকৃত প্রাণ দেশকর্মী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়ও তারাক্ষেপার নিকট আসতেন। হুগলী কোর্টের যুবা উকীল হরিচরণ গলোপাধ্যায়, সুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিভৃতি রায়চৌধুরী, নির্মল মুখোপাধ্যায়

প্রভৃতি ক্ষেপাবাবার কাছে আসতেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই মরদেহে বর্ত্তমান। তারাক্ষেপা অত্যন্ত তেজস্কী, স্পষ্টবক্তা ও তাঁব্রভাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্যটি ছিল শিশুর মত কোমল ও সরল। তিনি গেরুয়াধারী অথচ বীর্যধারণে অক্ষম এরূপ সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব বাবাজীদের পছন্দ করতেন না। ক্ষেপাজী ভারানাথবাবা যখন তেজোদৃপ্তকঠে বিদ্যোহের বাণী প্রচার, করতেন শ্রোভাগণ তখন মন্ত্রমুগ্নের মত তাঁর ভাষণ শুনতেন। যারা ক্ষেপাবাবার নিকট যাওয়া আসা করতেন, পুলিশ তাঁদের সংবাদ নিভো। বাল্যকালে তাঁর সঙ্গে যত্তুক্ মিশেছিলাম তাতে ব্ঝেছিলাম যে তিনি স্নেহময় নির্ভীক তেজস্বী ও সভ্যাগ্রয়ী। সেইজত্য তাঁকে আমরা গভীরভাবে শ্রন্ধাভক্তি করতাম। আমি আজও এই মহাপুরুষকে শ্রন্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করে নিজেকে ধত্য মনে করি।

১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যান্ত প্রীপ্তর বামদেবের আদেশে ক্ষেপাজী তারানাথ বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। বারীন ঘোষ, কিরণ মুখোপাধ্যায়, প্রবর্ত্ত ক সংঘের সংঘপ্তর মতিলাল রায় প্রভৃতিকে বলতে শুনেছি, তারাদাদা আমাদের অন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন প্রচারক, আর এঁর সহকারী অন্তরঙ্গ ছিলেন তারানাথ। মাননীয় শ্রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী যথন ১নং ছজুরীমল লেনে সার্ভেণ্ট পত্রিকা প্রকাশ করতেন তথন তিনি প্রায়ই ক্ষেপাজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে আসতেন। ছাত্র আন্দোলনের নেতা লিয়াকাৎ আলি প্রায়ই আসতেন পরামর্শ করতে। ব্রহ্মদেশের ব্যারিষ্টার নন্দ ঘোষাল, মৃন্সেফ্ অবিনাশ চক্রবর্ত্তী (ভারেন্সার) এবং বানোয়ারী লাল গোস্বামী (নবদ্বীপ) প্রভৃতিও এই বিপ্লবীদলে ছিলেন। এরা বোমার মামলায় ধরা পড়েন নি। ক্ষেপাজীও এই সময় ১৯০৭ চক্রধরপুর (সিংভূম) অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে চলে যান। তারপরই আলিপুর বোমার মামলা

আরম্ভ হয়। বিপ্লবী আন্দোলনের সময় সারা বাংলাদেশেই বিপ্লবীদলে যুবক সংগ্রহের কাজে ক্ষেপাবাবা লিপ্ত থাকেন।

বামদেবের জীবনীকার শ্রন্ধেয় প্রচিরণ শান্ত্রী (গঙ্গোপাধ্যায়) ইংরেজী ১৯০৬ সালে নৌকা করে চন্দননগর থেকে চুঁচুড়া যাচ্ছিলেন। নৌকায় বসে ভূপতি পাণ্ডা আর ফণিবাবু ছ'জনের কথাবর্ত্তা হচ্ছিল—বামাক্ষেপা মহারাজের স্থলাভিষিক্ত কোন সংসার-বিরাগী শিশ্র আছে কিনা। ভূপতি পাণ্ডা বললেন, 'হঁটা, চিরকুমার ভারাক্ষেপা আছেন। তিনি এখন জুড়নপুরে। এই কথা শুনে শান্ত্রী মশায়ের ভারাক্ষেপাকে দেখার ইচ্ছা হয়। মনে মনে ভাবছিলেন, বামদেব ভো কোন অমুষ্ঠান দিলেন না—গায়ত্রী ও ভল্কের অমুষ্ঠান ত সম্বন্ধে এঁর কাছে জানতে হবে। ইনি কি ভা দেবেন না গু''

চুঁচুড়ায় শাস্ত্রী মশায় কাছারীতে ওকালতি করতেন। ১৯৩৬ সাল (বাং ১৩১৩ সন্), চৈত্র মাস। বিকালে উকিল প্রীযুক্ত গিরিশ চট্রোপাধ্যায় মশায় বললেন, হরি, তোদের ক্ষেপা আমার বাসায় এসেছেন, তাঁকে দেখতে যাবি ? শাস্ত্রী মহাশয় তখনই তাঁর সঙ্গে চাটুজ্যে মশাইর বাসায় গিয়ে তারাক্ষেপা বাবাকে দর্শন করে প্রণাম করলেন। প্রথম দর্শনেই প্রাণ বিনিময় হ'ল। ক্ষেপাজী তারানাথের সঙ্গে আর একজন ছিলেন গিরিশবাবুর গুরুভাই হরিপদ মৈত্র। শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তরের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তারানাথ তাঁকে বললেন, আজ রাতে এখানে থাক। তিনি থেকে গেলেন। জলযোগের পর সকলে গন্ধায় গেলেন। ফিরে এসে সকলে সন্ত্যাবন্দনাদি করলেন। ক্ষেপাবাবা নিজ আসনে हतिरागत हार्लित छेभत वरम बहेरलन। এ विषय भाजा महाभय वामनीना वटेरा निर्शाहन, क्लिशानानाक आमि কোন দিন নিদ্রা যেতে দেখি নি; আমরা আহারাদি করে এলাম, क्लिशामामा निष्क्रहे भूषक्छार्य अक्ट्रे सुक्कि करत्र निर्मन। আহারাদির পর আমি ও ক্ষেপাদাদা বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে রইলাম:

তিনি হরিণের ছালের উপর শুয়ে রইলেন। আমি মনে মনে চিস্তা क्तरि, वामाप्त एका कान अञ्चलीन पिलान ना, दैशात निकर कि ला भार ना ; देनि कि छक्रकुछ। कत्रत्वन ना ? ख्यान्हार्ख्टे मामा আমাকে ভংগনা করে বললেন, কি রে একজনকে মাধা বেচে আবার অশুজনকে তা বেচবার ইচ্ছা? আমি লজ্জায় মরে গেলাম। ক্ষেপাদাদা ৰললেন, 'ডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, ডার চিহ্ন শ্রীগুরু ময়ুরভঞ্জ থেকে আসবার পথে দিয়েছিলেন। আমার ইচ্ছা হ'ল যে দাদা যেন পরদিন আমার কলিকাতার বাসায় পদ্ধুলি দেন। ভাবলাম মুখে কিছু বলব না। ক্ষেপাদাদা কেমন অন্তর্যামী দেখি, আমার বাসনা পূর্ণ করেন কিনা। পরদিন বৈকালে উভয়ে কলিকাভায় যাত্রা করলাম। সন্ধ্যায় হাওড়ায় নেমে ক্ষেপাদাদাকে জিজ্ঞাসা कत्रलाम, आश्रीन काशाय यात्रन, बकछा गाड़ी ठिक करत मिटे ? ক্ষেপাদাদা একটু হেঁসে উত্তর দিলেন, ভোর যখন ইচ্ছে হয়েছে ভোর বাসায় যাই, তখন সেখানেই যাব। আনন্দে নিজ বাসায় তাকে নিয়ে গেলাম। বাসায় এসে বললেন, আজ রাত্রে আর একজন তোর অতিথি হবে। আশ্চর্য্য হলাম, সতাই কিছক্ষণ পরে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার বাসায় ক্ষ্যাপাজীর সংবাদ জানতে এলেন। ইনিও ক্ষ্যাপাদার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। প্রশান্ত মূর্ত্তি উন্নত সাধক। ক্ষেপাদাদা সত্যই অন্তহার্মী। উভয়েই আমার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলেন। আহারাদির পর বহুক্ষণ সংপ্রসঙ্গ ও সদালাপ হল। সকালে চলিয়া গেলেন। ক্ষেপাদাদা স্থপাক করিলেন, তেল ও লবণ তিনি ব্যবহার করভেন না। অপরাক্তে বিদায় নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, ভোর গতরাত্তে উৎমীলন হল।' দাদা আমাকে বিশেষ স্নেহ করছেন, মধ্যে মধ্যে আমার বাসায় পদ্ধুলি দিয়ে আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেছেন। তাঁর কুপায় আমি বিশেষ উপকৃত। তিনি আমার গুরুকল্প। ভাঁর নিকট আমি গায়ত্রী ও তান্ত্রিক অফুষ্ঠান^{১৩}

পেয়েছি। তিনি আমায় জ্ব্ল'ভ তারাবিদ্যার সন্ধান দিয়েছেন (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রপ্টব্য)। তিনি রামের প্রতিনিধি ছিলেন।

আর একবার সন ১৩৪১ সালে বামাক্ষেপাবাবার জীবনী বামলীলা লেখবার সময় তারাদাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বুড়ো মহারাজের জন্মদিন, তিথি বা মাস সন্ ইত্যাদি কিছুই ঠিক জানতে পারছি না, আপনার কিছু জানা আছে কি? তারাদাকে জিজ্ঞাসা করার কারণ—ইনি আকুমার সন্ন্যাসী, যোগী মহাপুরুষ। ইহার দিব্যদৃষ্টি খুলেছে, এমন কি চর্ম্মচক্ষু জারাও তিনি জ্বগৎ দেখতে পান, কর্ণেও ক্ষ্ম শব্দ ধরতে পারেন, পশুপক্ষীসহ সব প্রাণীর ভাষাও বুবতে পারেন। উত্তর দিলেন, ১২ই ফাল্পন বৃহস্পতিবার, তারাতিথি। তারাতিথি বুবতে না পারায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন, তারাতিথি অর্থে রটন্তী চতুর্দ্দশী এবং শিব চতুর্দ্দশী বুঝায়। সন জিজ্ঞাসা করায় অহ্য কথা তুললেন।

পরে পূজনীয় ৺হরিচরণ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক অফুসন্ধান করে জানতে পারেন, ১২৪৪ সালে ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শিবচতুর্দ্দশীর দিন বামদেবের জন্ম হয়।

১৯০৭-৮ সালে ক্ষ্যাপাবাবা সিংভূম জেলার পোড়াহাট রাজ্যে চক্রধরপুরের রাজা রাঠোর-রাজপুতবংশীয় অর্জুন সিং-এর পুত্র কুমার নরপৎ সিং-এর^{১৪} অতিথি হয়ে চক্রধরপুরের নিকট কেরা ष्टिप्तेत कानीवाफ़ीएक किहूमिन वाम करत्रन। এখানে मफ़्का कान বা যুদ্ধবাজ কোল, হোরাঁচী অঞ্চলের মুণ্ডাজাতির মধ্যে বিপ্লবী বীজ বপন ও বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করেন। এখান হতে উত্তরে ছুটে যান নাগপুর, দক্ষিণে-পশ্চিম সীমান্তে তুর্গম ও ভয়ত্বকর সারাণ্ডা-অরণ্যময় সাতশো পাহাড়ের দেশ, পূর্বেসীমায় ধলভূমরাজ্য, পূর্বে-দক্ষিণে উড়িয়ার ময়ুরভঞ্চ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। ময়ুরভঞ্চে হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ মৈত্র প্রমুখ বিশেষ ভক্তগণ থাকতেন। ময়ুরভঞ্জের মহারাজ ইহাঁকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। এই ময়ুরভঞ্চে কীচিংএশ্বরী মন্দির আছে। সেখানে কীচক বধ হয়েছিল, সেখানেও মধ্যে মধ্যে যেতেন। ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত বাংলা বিহার উড়িয়া ও মহারাষ্ট্রের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে বেড়াতেন এবং ১৯০৯ সালে রামপুরহাট নিবাসী বাগ্মী ও ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক পরলোকগভ গ্রীজিভেন্দ্রেলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার স্থন্দরী মোহন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আদেশ করেন।

বস্তার ষ্টেটের মহারাজ শ্রীপ্রফুল্ল ভঞ্জ ক্ষ্যাপাবাবার বিশেষ অমুগত ভক্ত ছিলেন এবং খুব অস্তরক্ষভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি কালীঘাট রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করে ক্ষ্যাপাবাবাকে কিছুদিন নিজ্ক বাটীতে রাখেন এবং তাঁর নির্দেশেই মহাসমরে যোগদান করেন। ১৯০৯ চক্রধরপুর (সিংভূম) থেকে বস্তার ষ্টেটের মহারাজা প্রফুল্ল ভঞ্জের স্টেটের জেলা দায়রা জজ শ্রীমণিভূষণ ভাছড়ী মহাশয়কে ভিনি যে পত্র লিখেছিলেন ভা থেকে প্রাসঙ্গিক সংশ্লিষ্ট অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। "…সোনার মাহুষ আসিবে…তবে সোনার মাহুষের সঙ্গে শক্তি এসেছে। থুব শীঘ্র উহা প্রকাশ পেতে পারে, তবে মনে রাখবে কল্যই হবে না। সেই পরশুরাম। তাহার চাবি আমার কাছে অনক স্থান ভিক্তি মেরে একখানি ভরাসহ পরপারে উপস্থিত হবে আমার শরীর খারাপ হবার কারণ জুড়নপুরের হারামজাদি চণ্ডালিনী আদের প্রতি যতদুর সম্ভব অত্যাচার এবং দণ্ড প্রয়োগ করেছিল—এ দেহের অনেক কাজ আজও বাকী আছে—ভাই স্কাল সকাল মহাকাল তথা হতে সরিয়ে নিয়েছেন। আশা করতে পারি, সুশক্তি উপাসনায় আবার গন্তব্যে উপনীত হব। অবশ্য কিছু না কিছু সময় পিছিয়ে পড়বে ……''

১৯১০ সালে তারানাথ তারাপীঠে পুনঃ ফিরে এলেন। রেলওয়ে স্টেশন থেকে নেমে রামপুরহাটে পুর্বোক্ত অধ্যাপক শ্রীজিভেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীভের্পেছানমাত্র,জিভেনবাবুর পিতামহীক্ষেপাবাবাকে বল্পেন, তৃই এই ধুমকেতু কোথা থেকে আন্লি? পশ্চিম আকাশে দেখলাম। এই ধুমকেতু বিশ্বে একটি শক্তিমান পুরুষ আনবে। উত্তরে ক্ষ্যাপাজী বল্পেন, হাঁটা, ইহা স্থির নিশ্চয়, ঈশান ইহার ক্ষেত্র। স্বয়ং মহাকালীই মহাকালের কাছে উপস্থিত—মাগী নেংটা বেশে শক্রনাশে সর্বদলের আধার পেয়ে মুলাধারে স্থিতি হ'লে পিরীতি।

এই সময় মণি ভাছড়ী মহাশয়কে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে আরও লিখেছিলেন, সোনার মান্ত্য আসতে দেরী আছে, তবে শুদ্ধ সোনার বড়ই অভাব—ইংরাজ খাঁটি সোনা আদে রাখে নাই। অনেক পোড় না খেলে শুদ্ধ অসম্ভব। তবে কিছুটা কাজ হচ্ছে। ধর্ম্ম এক হাজারের মধ্যে একজন পায়, তাও লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্র পরিজ্ঞমণ করে স্থির হয়ে ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব হয়।

১৯১১ সালে ভারানাথ বামদেবকে যে পত্র লিখেছিলেন তাহা নিমে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল (এই পত্রখানি নগেন পাণ্ডাকে লেখা হয়েছিল বামদেবের উদ্দেশ্যে তাঁকে শোনবার জন্য)। "শ্রীমান--, আমি এক্ষণে কলিকাভায় আছি। পরমদেব বুড়োজী মহারাজকে বলিও, আজিও আমার নবোদয়ের উদয়পুরে দ্বিমোহিনীতে স্থান হয় নাই। সাপে ছোবল দিয়ে বিষহীন অবস্থায় মুখ লুকাতে চায়। এখন বেদের নিরুপায়, দশনে অশনাঘাত দ্বারা তাড়াতাড়ি উত্তরমূখে ধাবিত হইল। তার পরে উদয়পুর ছাড়িয়া সপ্তম্বড়িতে প্রবেশ করিব। মণ্ডলদের ঘরে প্রবেশ করে পরিণামে পশ্চাতে ফেলিয়া বিশাল মাঠ সন্মুখে উপস্থিত। এই ত রামপুর ঘাইবার পথ। পথের দক্ষিণ পাশে ডোবার ভেতর কত রক্ত-কৃমুদ ফুটিয়া আছে। কেহ বা সতা, কেহ বা ফুটনোমুখ, কেহ বা ফুটে গেছে। ফোটাফুল পথ ভুলাইবার চেষ্টায় ছিল। ভাগ্যে ভবানী-মন্ত্র মনে পড়ায় সান ঘাটার আমবাগান অভিমূথে উর্দ্ধানে দৌড়ালাম। তখনও আমি বাগান পাই নাই। আবার দেখি, আশেপাশে ডোবার ভিতর খেতফুল ফুটিয়া আছে। এইবার কুল বাঁচান হ'ল দায়। কিন্তু রাচদেশে মুড়ির আধিক্য থাকায় রাস্তায় দেখিতে পাইলাম কেহ বা পাইট্যাক মুড়ি ঢেলে রেখে গেছে। হায় রে হায়—চিড়ে মুড়ির সংযোগ! তাই আবার ভাব পাইলাম, যথা ভাবের মামুষ ভাবে ফেরে। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে আমবাগানে প্রবেশ করেছি। দেখিতে পাইলাম আশ্রয়দাতা দলের কালু সন্মুখে উপস্থিত। ডিনি সোহাগ দিলেন, অভয় দিলেন ! এইবার সানঘাটার পুল। এই পুলেই ত জাতফুল। এখন ভাবিতেছি কি করিব! কালুর আশ্রয়ে সাহস ছিল। তাই মিঞা নয়, ভাই মছলমান—हिन्तू नय़ ला शृष्टीन। नज़त्र মে প্রছান লেংগে। পত্ আকবর হিন্দুস্থান। পুল পারের যোগাড়ে আছি। হাওড়া সাওড়া মুগলি হগলি সাড়া মাড়া কাশী খাশী, অবশেষে প্রয়াগে প্রয়োগী হব। এই ত আজকার কথা। যখন

সানধাটার মাঠে দিক ভূলে পড়েছিলাম, তথন উদ্ধ মুখে বলেছিলাম
— মাঠে পড়ে ডাকি তোরে কোথা লো ঐ কমলমণি। খেত ফুলে
ভূলাতে চায়, সরিয়ে দে লো পা তৃ'থানি। আঃ মরি মরি, ওলার
সরবং আর কি! এইবার বৃঝি বা সকালবেলার বাল্যভোগে
চিড়েমুড়ি না গুড়মুড়ি না আদামুড়ি—কার সংযোগে হবে কেমনে
বলিব। আগ্রার মুড়িতে গুড়ের সংযোগটাই সে দেশে দেখিতে
পাওয়া যায়। তবে সে দেশের গুড় তরল ও গন্ধভরা। এদেশের
চিড়েমুড়ির সংযোগ মন্দ নয়। আমি লবণ বিজ্জিত আদামুড়ির চেষ্টায়
আছি। একটু ঝাল বটে, তা সাপুড়ের কাজ করিবে।

এর পরই তারানাথ তারাপীঠে যান এবং তথা হতে সংবাদ দেন, "২৬শে পৌষ, গতকল্য সোমবার সাড়ে আটটার সময় মহারাজ কৃপা প্রদর্শন পূর্বক তহবিল থুলিয়া ভাণ্ডারের অধিকার দিয়াছেন। তাঁহার বাক্য Fade – উভয়ে Fade।" তারপর মহারাজ অফাদিক অধিকার করিতে ছকুম দিলেন। ক্ষ্যাপাঠাকুরের হেঁয়ালিপূর্ণ পত্রে আভাষ পাওয়া যায় তিনি কি' প্রকারে সমস্ত শক্তি দিয়ে গস্তব্যে পৌঁছানর জন্ম বামদেবের আদেশ প্রতিপালনের জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময়কার তাঁর আর একথানি পত্রের ক্ষংশ বিশেষ উদ্ভ করা হ'ল। "বর্ত্তমান সমাজ এবং কাল অবস্থায় ধর্ম বাহির করা কভদ্র কঠিন তাহা আলোচনা করিতেছি, কি পরিমাণ বল প্রয়োজন। গন্তব্যস্থানের খবর পাইয়াছি। অভঃপর দৈবী বল বা শক্তি আবশ্যক। ওরে, এবার ব্যাটারি-স্বরূপ শক্তি চাই, নতুবা কাজ হবে না। বর্ত্তমানে সেই শক্তিমতী যে জলের মধ্যে নাচ্ছে… এইবার মহাবারিধি ভেদ করিয়া ঐ যে হাতীটা গলায় মালা পরাতে আসিবে। ওরে জ্বাফুল না হলে 'কেলে মাগীর' পূজা হয় না। এবার জ্বার চেষ্টা দেখ, পরে তুর্গাপ্তার পল্ম আবশ্যক করিবে। এই জ্বার উপর তোর ঠাকুর শূল হল্তে দাঁড়িয়ে সংহার চেষ্টায় আছে।

রুদ্রের শূল, ব্রহ্মার কমণ্ডলু, শক্তির অসি, বিষ্ণুর চক্র বরুণের পাশ যমের দণ্ড অবশেষে ইন্সদেবের বজ্ঞ উপস্থিত হইবার পূর্বের 'সুভঞা চাই', নতুবা খেত অখিনীর পথ অবরুদ্ধ। এ সূভদ্রা ঐ যেরে কালপুরুষের মাধায় বসে আছেন। এ তত্ত্ব পরে পাইবি। এটি গোপন। …এই যে আয়োজন দেখিতেছ, ইহা সেই চণ্ডীর ৫ অঃ ৮॰ শ্লোক হইতে ১২৯ তক-সেস্ব কথা তাই বলিয়া মনে হয়। কারণ 'ঈশান' ঐ দিক দিয়া আদিবেন। চণ্ডীর আগাগোড়া ঐ সমস্ত কথার অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবে সমষ্টির ভিতর যখন দেবত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে তথন এরূপই ইচ্ছা হয় । এই সমস্ত কথার ভাষা নাই, কি করিয়া ব্যক্ত করিব। মনে আছে ভ ঐ দেশের সমীপ হইতেই কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা হৈইলে কি হইবে ? আর চামাররূপী ভণ্ড ব্রাহ্মণকুলে শক্তিমতী নারী নাই বলিলেও ক্ষতি নাই-কাজেই ব্যাটারীর জন্ম নীচে দেখিতে হইবে। যতগুলি আছে তারা প্রায়ই। আমাকে কি পথ অবলম্বন দারায় কার্য্য শেষ করিতে হইবে ভাহাই ভাল বুঝিতে পাচ্ছি না। মহাসমুদ্রে জবাফুল ফোটে, ভাহাই সংগ্রহ করিতে হইবে--অবশ্য গোরনিশায়! ঐ যে রে শ্বেড পেচক পাছে পাছে আছে—অশ্বিনী এখনও অনেক দুরে। সুভদ্রা যে-সে নন, ইনি কালগামিনী। ইচ্ছা शिक ब्यात नारे शाक, कार्या कतिए हरेरवरे हरेरव । वृर्डाकी মহারাজের ইচ্ছা আমাকে শীঘ্রই স্থির আসনে কাজ আরম্ভ করিডে रहेरत। शृकात **ममग्न विद्या याहेर** एक जागहर जात जा ना ক্পাটা বড়ই গুরুতর। ইহার কাছে যেতে হলে বিশেষ তপস্থা এবং বহু-বহু জন্মের আরাধনায় হয়। এই বজুই রাজপণ, সুভদ্রা ভাহার আগ্রয়দাতা, দেবতারা সকলেই ইহা তল্লাস করেন, তিনি তাহা দেন না। মহামিত্র বিশ্বামিত্র পারেন নাই, কেবলমাত্র মহাতাপস, আর ভাগিনের আদিরাম। ঐ ত ঐর সুপ্তা অহি রাজরূপা মোক্ষপদদায়িনী

এই ভ সম্মুখে কড পাচ্ছি, কিছুই সেমত নয়। বরুণের ঘরে যে আগুন আছে তাহাই এখন উপাস্ত। চগুনাথের চম্পকারণ্য অতীব গোপন—ইহাই বাড়বানল বা সেই বরুণের অগ্নি----। বুড়োজী মহারাজ একদিন বলেছিলেন, জুড়নপুরের মা ইংরাজি পড়েন----সেকথা কখনও মিথ্যা হইবে না----সময়ে যাহার দ্বারা শান্তি মিলিবে দেটা ইংরাজী পড়াই হবে। একটু দূর বলে মনে হয়। শীত্রই ভা ধরিতে আবশ্যক হবে, কারণ রুক্মিনীর বাবার দেশে পীত খোঁয়াছ্ছে—একটু আভাষ পেয়েছি।-----দেবত্ব প্রভিষ্ঠা না করিলে উপায় নাই। আজ পর্যান্ত সে কাজ নান্তি। সব পীঠএ এপীঠ ওপীঠ করে দেখা গেল—দমবাজ শালারা এটো চাটিতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

১৯১১ সালে ১৩ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত মণি ভাছড়ী মহাশয়কে ভারানাথ এক পত্তে লেখেন, সোনার মাসুষ আসবে, এ কথাটি বৃদ্ধাবভারের— তবে সোনার মাকৃষ আনয়ন করতে শক্তি এসেছে, খুব শীঘ উহা প্রকাশ পাইতে পারে, তবে মনে রাখিবে—বিলম্ব নাই। শুদ্দ খাঁটি সোনার বড়ই অভাব। ইংরাজরা খাঁটি সোনা আদৌ রাখে নাই। অনেক পোড় না খেলে শুদ্ধ অসম্ভব। জনক এসেছেন। তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হতে অল্প দেরী আছে। ধর্ম্ম এক কোটির মধ্যে একজন পায়—ভাও লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্র পরিভ্রমণপূর্বক স্থিরীকৃত হয়ে ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব হয়। গ্রীবিদ্যা দেশে আসিবেন, **उ**दर व्यत्नकश्चिन प्येतार गिनिया। এবার গঙ্গা निद्यंत्र निद्यं ना বসিয়া, স্বয়ং পুত্র বৃদ্ধপুত্র মোক্ষতীর্থ হবে। বুড়োঞ্চী মহারাজের আদেশ, বালেশ্বরে থাকিবে—ইহার কোনটি সভ্য হুইবে ভাহা কে विनिद्ध ! त्रक्षनभानाय वित्रां गृह कीहक वर व्याभात कि, जारा ব্ৰিডে পেরেছ ? গভ কয়েকদিন আদেশ পাচ্ছি রামেশ্বরে যাও, তথা রামদাদা আছেন। এ কথাটি যে কডটা মৃল্যবান ও ভাহার মূলে। যে কত সত্য আছে তাহা ভাৰবার দরকার।"

সাধক শুধু আপনার মধ্যে শক্তি ধরেন না, তিনি হাজারো প্রাণে আগুন আলাতে পারেন। এমন একজন এই সাধক যতীমূদনাথ মুখোপাধ্যায়—বাঘা যতীন। একেই সাহায্য করার জন্ম বুড়োজীর व्याप्तरम, भाषाको ও ডाकुन्त मुम्बतीत्माहन नात्मत महर्शियानीत সহযোগীতায় বালেশ্বরের গভীর অরণ্যে অর্থাদি দিয়ে এসেছিলেন। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১১ পর্য্যন্ত বাংলা বিহার উড়িয়ায় বিপ্লবী বীজ ছড়াইয়া বেড়ান সাধক তারানাথ। তারপর গুরুর আদেশে এবং পরপর তিনবার দৈববাণী শুনলেন, কামরূপ যাও। অবশেষে কামরূপ যাওয়াই স্থির করলেন ক্ষ্যাপাজী তারানাথ। ১৯১২ সালের প্রথমেই নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলেন, ভাগাড়ে আবার নতুন করে নামব কি ? তবে আমি কিছুই চাই না—বুড়োঙ্কীর আদিষ্ট কাজ শেষ করতেই হবে—রাষ্ট্রই চাই, চাই-ই। বর্ষনাপ্রিয়ার দেশেই চিরন্তন সত্য ও শীল, তা'হলেই বশিষ্ঠের কামরূপ জয় হতে পারে। সাপ এখনও মরে নি সভ্য, তবে স্চনা মাত্র। বুজরুকি একটা চাই, কিন্তু এ কাজের মধ্যেও একটা অন্তরায় আছে— बाकारतत व्यावर्ष्ट्यनारे त्रिष्ठ रवात व्यक्षतात्र । व्यत्मक प्रत्य क्रुत्न विठात করে তবে ত আত্মীয়তা, নতুবা পরিণামে ছঃখ আছে। একটু সুখের কি শান্তির গন্ধ পাওয়া যাবে না।

অমুচর—সিদ্ধ হওয়ার দিকেও অস্তরায়বীরভদ্রকে যে পাঠাবার জন্ম প্রস্তুত হব তারও একটু অস্তরায়। এদেশ সেদেশ করে ঘুরে হায়রান, ভারসা পাচ্ছিনা, ভরসা ভবিয়তে রসরাজ আর জানকীর বেটা। এই কামরূপ যাবার পূর্ববাভাস।

কামরূপে সাধনার সময় একদা তারানাথ সহসা বুড়োজী মহারাজের দর্শন ও নির্দেশ পান, যাও মাঞ্কোতে—ঘর বাঁধ। আমি উত্তরকুরুবর্ষে যাচ্ছি, প্রশাস্ত মহাসাগর তোলপাড় করে উত্তর কুরুবর্ষ থেকে গলা আনতে—এই সগরবংশের উদ্ধার করতে।

এই সময় ২রা শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বামাক্ষেপা বাবার তিরোধান হয়। এর পর তারানাথবাবা যে পত্র দেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করলাম: হতবৃদ্ধি হইও না। তাঁহার দেহ চলে গেছে কিন্তু তাঁর শক্তি ও প্রভাব আমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করিবে। পরিবর্ত্তনের সময় নানা চিন্তাই মনে উপস্থিত হয় সত্য, একটু স্থির হইলে উহা সরিয়া যায়। তুমি জান আমাকে তিনি কি ভার চাপাইয়া গিয়াছেন। এই সময় পরীক্ষার কাল উপস্থিত। বুড়োজীর স্মৃতিমন্দির সেই তারাপুরে গড়ব কি অন্য কোথায় তাহারও একটা মহাসমস্যা সম্মুথে উপস্থিত। তুমি জান যে আমি শুক্ষ দেশ একটুও পছল্প করি না। বৃহৎ নদী-খালহীন দেশ ধর্ম্মের স্থাম নয়। চিরকাল বুড়োজী ত্যাগের ধর্ম দেখিয়ে গিয়েছেন, তথায় নাটোরের কৃতদাস সাজিতে আমার একটুও বাসনা নাই। স্বিধামত স্থানও তথায় নাই, তারপর আরও কত যে। বুড়োজীকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে (ইহা ইচ্ছাকৃত), কারণ তাঁর প্রয়াণকাল দক্ষিণায়ণে হয়েছে।

ওরে, পথ ভূলে বাঙ্গালায় পড়েছি—তাক্ছি তায় পথ দেখায়ে— এবার কোন পথে যাব—শ্যামা পথ ধরায়ে। সকলি বৃঝি, উপায় কি ? নিবৃত্তির পথে কথন যাব। । তদ্ধ মা এদিকেই নাই—তার আর কি করা যায়। তা যতদিন না হচ্ছে ভতকাল আমাদের কিছুই হবে না। বড়ই শক্ত সমস্যায় পড়েছি। বুড়োজীর নির্দেশ, 'মাঞ্কোতে ঘর বাঁখতে, প্রশাস্ত মহাসাগর তোলপাড় করে তিনি উত্তরকুরুবর্ষ থেকে গঙ্গা নিয়ে এসে সগরবংশ উদ্ধার করবেন।

শেষঠ স্থাপনা বিষয়ে ত্রীবুড়োজী মহারাজ বলিতেন, যার চতুরক্ষ
বল নাই, তার কৃদ্দিগত হবে না। কাশীমবাজারের মহারাজ ত্রীমনীন্দ্র
চন্দ্র নন্দী আমার নিকট প্রস্তাব করেছিলেন, আত্রম করে দিব।
আমি ই্যা বা না কিছুই বলি নাই, পরে সংবাদ পাঁঠিয়ে প্রস্তাব
প্রত্যাখ্যান করি। সমৃদ্ধিশালিনী একজন জমিদার পত্নী আমাকে
একটা মঠ করে দিতে চেয়েছিল সুবর্ণ বিহারের মাঠে; একট্

স্বীকৃতি দিলেই হত—কিন্তু উহা উপযুক্ত স্থান নয়। এই স্বর্ণ বিহার একহাজার বংসর পূর্বে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। অনেক প্রস্তাদি অনেকে লইয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। এখন উহা একটি বিস্তৃত মাঠ। বুড়ো মহারাজের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

১৯১৩ সালে তারানাথ প্রায় এক বংসর তিবেত চীন মাঞ্রিয়া উত্তরকুরবর্ষ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। ওখান থেকে ফিরে এসেই কাশীধানে লক্ষ্মীকুমার ধনকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ীতে অতিথি হন। এই ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সংস্থাপক ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কির প্রিয় শিস্ত ছিলেন। তিনি তারানাথবাবাকেও গুরুর মত শ্রন্ধা ভক্তি করভেন। এই ধনকৃষ্ণবাবুর বাড়ী থাকা কালে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই তারানাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বরদাবাবু বহুকাল ফরিদকোট (পাঞ্চাব) রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। এর কাজ ছিল পর্য্যায়ক্রমে এক একটি শিখ স্থলবাহিনী (battalion) গঠন করে যুদ্ধে পারদর্শী করার পর সেটিকে ভেকে দেওয়া (disband)। আবার আর একটি নতুন দল গঠন করা, পুনঃ উহা ভেকে এই রক্মে কয়েক হাজার শিখকে যুদ্ধের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

শ্রীযুক্ত মণি ভাত্ত্নী মহাশয় লিখেছেন, "

তারানাথ বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। একদিন বরদাবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন এবং আরও শ্রীযুক্ত উপেক্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত ভগবানদাস কাশীর কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। এই উপেন্দ্র বাবু মিসেস্ এ্যানি ব্যাসাত্ত্বের ডান হাত ছিলেন বললেই হয়। ভগবানদাস মহাশয়ও একজন থিয়েসফিক্যাল সোসাইটার বিশেষ নেতা ও প্রচারক ছিলেন। ইনি বোঘাই প্রদেশের গবর্ণর শ্রীপ্রকাশের পিতা। একদিন আমি অর্জ-ক্যান্ত অবস্থায় দেখছি যে আমার সামনে একটি আকাশচুম্বী বিরাট

পরশুরাম মৃতি। সেই মৃতি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পারবি ত ? আমি বলেছিলাম, আপনার কৃপা ও অফুগ্রহ হলেই পারব। তখনই সেই মৃতি মিলাইয়া গেল। বরদাবাব জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্থপের সার্থকতা ও সত্যতা সম্বন্ধে আমার কি মনে হয়। আমি তাঁকে বললাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, এর উত্তর তখন আপনি দেন নাই। তাত্তি করতে গালে আমি আর অভয় ডাক্তার হ'জনে টাউনস্থেত্ রোডে তারানাথবাবার নির্দেশে কলকাভায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, এর উত্তর তখন তিনি দিয়েছিলেন।



নবদ্বীপ ও মহেশগঞ্জ আশ্রমে অবস্থানকালে ক্ষ্যাপার্জী ভারানাথ।



.কারেটার ধারনাবত ক্ষাপাজ্য ভারানার

১৯১৪ সালে তারানাথ শ্রীগুরু বামদেবের অস্তান্ত ভক্তদের বিশেষ করে হরিচরণ শান্ত্রী মহাশয় যাকে বামদেব শিমৃলভলার ভট্চাজ্জি' বলেছিলেন, তার অমুরোধে তারাপীঠের আসন গ্রহণ করেন। এই শান্ত্রী মহাশয়ও জ্রীনবানকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে 'বামামিশন' সংগঠন করে দামোদরের বক্তায় ও তুভিক্ষে প্রায় একবংসর ছুর্গত এলাকায় তারানাথ ত্রাণ ৰামামিশন প্ৰতিষ্ঠা. বামদেবের সমাধি कार्या करतनं। এজगा ১৯২১ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী মন্দির নির্মাণ সেই সময়কার বাংলার গভর্ণরের নিকট হতে ভোগরাগ এবং নিত্য-পুৰার ব্যবহা একটি প্রশংসা পত্র পান। তারানাথ তাঁর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত এই বামা মিশনের সভাপতি ছিলেন। ক্ষ্যাপাজী তারানাথ কয়েকজন বামদেবের ভক্ত ও নিজের কয়েক জন অফুচরকে निए वामएए दे माधि-मिल निर्माण कतान এवर निष्ण्रभुकात छ ভোগরাগের জন্ম কিছু জমি বন্দোবস্ত করেন।

১৯১৪ সালে ১৪ই আগষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রান্থভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারানাথ ভারাপীঠে থেকে কলকাভায় আদেন। কখন কলকাভায় কখনও বা নবদ্বীপের অপর পারে মহেশগঞ্জে (কুফ্ষনগর হতে ছয় মাইল) জ্রীপঞ্চানন রায়ের সেবায় সস্তুষ্ট হয়ে জলঙ্গী বা খোড়ে নদীর ধারে একটি আশ্রম করে পঞ্চমুণ্ডের আসন প্রভৃতি স্থাপন করেন। এখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে রাত্রিতে নবদ্বীপের শাশানে শবসাধনা করতে যেভেন। এর আগে যখন নবদ্বীপে পোড়ামাভলায় একটি ঘরে থাকভেন তখন সেখানে একটি বটগাছের কোটরে এক অভিবৃদ্ধা যোগিনীমাভাও থাকভেন। স্বরূপঞ্চে থাকার সময় এই কোটরবাসিনী যোগিনীমাভার কাছে মণি মল্লিক নামে এক বারেক্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মুবক যাভায়াত করত। সে ভারানাথবাবার

সাধন ভজনের শ্রীপাত্র ও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি করে পালায় এবং পরে হাজারীবাগে ধরা পড়েও সাজা পায়। তবে তার কাছে থেকে অপহাত দ্রব্যাদি কিছুই পুনরুদ্ধার করা যায় নাই। ধর্মজগতে তার সব উদ্যোগ নষ্ট হয়ে গেল ! পোড়ামা হলেন নীল সরস্বতী, জ্ঞান দায়িনী—তারা, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা। তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নায়িকার বিশেষণে বিদ্ধা--সৌভাগ্যশালিনী। যাঁরা আত্মবিদ্ধা হন তাঁরাই শ্রেষ্ঠা। সেই থেকে গভর্ণমেন্ট ক্ষ্যাপাবাবার উপর কড়া নজর রাখে। যুদ্<u>ধ</u> তখন পুরাদমে চলছে। দেখা গেল, সহসা স্বরূপগঞ্জ আশ্রম হতে পুলিশ ক্ষ্যাপাবাবাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারেই ১৯১৬ সালে নোয়াখালি জেলার হাতীয়া দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখেন। এই অন্তরীণ থাকাকালীন সুন্দরবন গোসাবা ষ্টেটের চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীঅধিনীলাল রায় (বর্ত্তমানে তিনি অশিতিপর বৃদ্ধ, দমদম মতিঝিলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন) তারানাথের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমাকে এক পত্রেলিখেছেন, ১৯১৬-১৭ সালে সন্ধীপে আমি যখন নজরবন্দী থাকি তখন ক্ষেপাবাবাও নোয়াখালি জেলার হাতীয়া षीत्र नकत्रवन्त्री थात्कन । किছुनिन थाकात श्रत आमता थवत त्रिनाम, দারোগা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে এক দাসী কাজ করত। এই দাসীর একমাত্র পুত্র কলেরা হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্র শোকাতুরা দাসী ছুটে এসে ক্ষেপাবাবার পা ছটি জড়িয়ে ধরে। তারানাথ তৎক্ষণাৎ মাথায় লাঠি মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেন। थे मात्री महत्र महत्र चल्लान राय পए। जानीय जाकात्रक मिर्य দারোগাবাবু প্রাথমিক চিকিৎসা করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নোরাখালি সদর হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষেপাবাবার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, হাঁসপাতালের ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ খুলে কোন আঘাতের চিহ্ন বা ক্ষত দেখতে পেলেন না! এ বিষয়ে তদন্ত করবার উদ্দেশ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাচী আর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেনট্ মহম্মদ টুনি মির্জা, আই: বি ইনস্পেষ্টর

ভীশরংদাস ও সার্কেল ইনস্পেক্টর জ্রী সেনকে সঙ্গে নিয়ে হাতীয়াতে ভদন্ত করতে আসেন। ম্যাজিট্রেট সাহেব ক্ষেপাবাবাকে কিছু রাঢ় ভাষায় কথা বলায় ক্ষেপাবাবা সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-নিনাদে গর্জ্জে উঠলে তাঁর মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে ওঠে, চোখ দিয়ে যেন আগুনের হন্ধা বেরুতে থাকে! সেই আগুনের হন্ধায় ম্যাজিট্রেটের কপালের চুল পুড়ে সমস্ত কপালে কালো কালো দাগ হয়ে যায়। এতে সকলেই স্থাজিত ও হতবাক! ম্যাজিট্রেট সাহেব নতজাত্ম হয়ে, 'ও ক্রাইই! ও ক্রাইই! গাহেব নতজাত্ম হয়ে, 'ও ক্রাইই! ক্রেটার সাচী জ্রাতিতে ছিলেন জার্মান। তিনি বলতে লাগলেন, আমি ছোটবেলায় ভারতীয় সাধুদের সম্বন্ধে অনেক অলোকিক কাহিনী শুনেছি। কালচক্রে ভারতীয় অসামরিক চাকুরীত্তে (Indian Civil Service) যোগদান করে ভারতে আসি। ইচ্ছে ছিল, ভারতের সত্যিকার সাধুদর্শন করব। আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হল!

অস্তরীণ করার কারণ সম্বন্ধে ক্ষ্যাপাবাবা বলেছিলেন, বাঘা যতীনের বিপ্লবে সাহায্য করাই বোধ হয় ইংরেজরাজের এই ভীতির কারণ। এই সময় অনেককেই বন্দী করে রেখেছিল ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমাদের তারানাথও ১৯২০ সালে কৃষ্ণনগরের ছুতারপাড়ায় ডা: শচীন মিত্রের ভাড়া বাড়ীতে কৃষ্ণনগরের নজরবলী এবং বহরমপুর নীল-नक तरमी हरा थारकन। এই সময় স্বাধীনভাবে তরের সন্ধান তারানাথ প্রায় সর্বত্র যাতায়াত করতেন; তবে তাঁর গতিবিধির সমস্ত খবরাখবর পুলিশ রাখত। কলিকাতা রাঁচী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন করে থেকেও যেতেন এবং মাননীয় ডাঃ যত্ন গোপাল মুখার্জী প্রভৃতির সহিতও দেখা সাক্ষাৎ করতেন। এই সময় বহু বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট লোকও তারানাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। ১৯২১ সালে কৃঞ্চনগরে নজরবন্দী থাকাকালে বহরমপুরের ডাক্তার রামদাস সেনের গ্রন্থাগারে নীলভন্ত নামক ভত্তপ্রস্থানা থাকার খবর পেয়ে উহার অমুসন্ধানে আসেন।

কাশীতে থাকার সময় উকীল শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তারানাথের পরিচয় হয়। ইহাঁর পুত্রগণ শ্রীরাধাক্মৃদ, শ্রীরাধাবিনাদ ও শ্রীরাধাপদ মুখোপাধ্যায় বহরমপুরে থাকতেন। ক্ষ্যাপাবাবা এঁদের বহরমপুরের বাড়ীতে অতিথি হন। গোপালবাব্র জামাতা শ্রীচন্দ্রভূষণ গক্ষোপাধ্যায় ও রাধাপদবাবু তাঁহার অত্যম্ভ অকুগত ভক্ত হয়ে পড়েন। চন্দ্রভূষণবাবু বহরমপুর কলেক্তের অধ্যাপক ও ছাত্রাবাদের তত্ত্বাধ্বায়ক বা অধীক্ষক (Superintendent) ছিলেন। উক্ত চন্দ্রভূষণবাবুর পরিবারের সকলেই ক্ষ্যাপাবাবাকে অত্যম্ভ শ্রদ্ধাভক্তি করতেন এবং ক্ষ্যাপাবাবাও এদের অত্যম্ভ শ্রেহ করতেন। এদের শ্রদ্ধা ভক্তির প্রবল আকর্ষণে তিনি মধ্যে-মধ্যে এঁদের বহরমপুরের বাড়ীতে অতিথি হতেন।

কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়া নিবাসী শ্রীনলিনী গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুরে পি. ডবলু. ডি.-র ঠিকাদার ছিলেন। তাঁহার বহরমপুরে কাদাইয়ের বাড়ীতেও মধ্যে-মধ্যে ক্ষ্যাপাবাবা এসে থাকতেন। ইহার একনিষ্ঠ সেবায় তৃপ্ত ক্ষ্যাপাজী ভারানাথ তাঁহাকে খুবই ভালবাসতেন এবং আদর করে ডাকভেন, প্রাবণী। ক্ষ্যাপাবাবা যতদিন বহরমপুরে ছিলেন এই নলিনীবাবুই তাঁর জন্ম খালি পায়ে নিত্য গঙ্গাজল কাঁথে বহন করে নিয়ে আসতেন। রাধাপদবাবুর বিবাহ হলে এঁর ভক্তিমতী সহধর্মিণী ক্ষ্যাপাবাবার সেবায় আত্মনিয়োগ करतन। हक्ष्ण्रभगवावुत क्या (वृत्तारमवी नारम পत्रिहिछा) ভগবতী দেবীও (চট্টোপাধ্যায়) অত্যস্ত নিষ্ঠার সহিত ক্ষ্যাপাবাবার সেবা পরিচর্য্যাদি করতেন। ক্ষ্যাপাবাবার দেহত্যাগের পর আজও ইহাঁরা 'উমাবনম্ আশ্রমে' এসে ভক্তি-অর্ঘ্য নিয়মিভ নিবেদন করে পাকেন। ক্ষ্যাপাবাবা কখনই বেশীদিন একস্থানে অবস্থান করতেন না। প্রায়ই কলকাতা চলে আসতেন। কখনও বাড়ী ভাডা করে. কখনও বা ভক্ত যতুনাৰ বন্দ্যোপাধায় কখনও বা ব্ৰহ্মহরি মিত্র মহাশয়ের বাড়ী থাকতেন। কখন কখনশ্যামাদাস কবিরাক্ত ও ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাসের বাড়ীভেও কয়েকদিন থেকে যেতেন। এই সময় বহু জ্ঞানীগুণী, রাজনৈতিক নেতা অধ্যাপক পণ্ডিডমগুলী ধর্ম্মযাজক ও ছাত্রনেতা প্রভৃতির সহিত নানাবিষয় আলোচনা করতেন। ১৯২৮ সালে ক্ষ্যাপাবাবা তাঁহার মনোনীত পাত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ দেন এবং তাহার পর হইতে কলিকাতা এলে আমার কাছেই কুপা করে অধিকাংশ সময় থাকতেন। প্রতিবংসর অভ্যস্ত গরম বর্ষা ও শীতের সময় বহরমপুর থেকে কোলকাতায় চলে আসতেন।

১৯৩৫ সালে চ্য়াপুর গ্রামে, রেলওয়ে স্টেসনের থুব নিকটে বর্তমান কলিকাতা শিলিগুড়ি জাতীয় সড়ক (National Highway) ও বহরমপুর রেলওয়ে ষ্টেশন-এ যাবার সংযোগস্থলে কিছু জমি ক্ষ্যাপাবাবার একান্ত অমুরক্ত ভক্ত ও সেবক শ্রীব্রজহরি মিত্র মহাশয় নিজের নামে ও ক্ষ্যাপাবাবার নামে ক্রয় করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষ্যাপাবাবা উহার নামকরণ

করেন উমাবনম্। মাত্র একখানি ছোট খড়ের উমাবনম আশ্রম হাপন

বর, বেলগাছ তলায় কাঁচা ইটের দেওয়াল দিয়ে একটি ঘর এবং একটি ছেঁচা বেড়া খড়ের দো-চালা

খর নলিনী গাঙ্গুলী মহাশয় তৈরী করিয়ে দেন। পরে সমস্ত উচুনীচু জমি মাটি-ভরাট করে ইটের গাঁথুনীর উপর তারের বেড়া দিয়ে কিছু জমি খিরে নেওয়া হয় ও ছইটি প্রবেশদার করা হয়। দরজায় লেখা থাকত, বিনা অমুমভিতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। বহরমপুরে থাকাকালীন ভিনি নিঃসঙ্গই পছন্দ করতেন। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট স্থানীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি যাতায়াত করতেন। সঙ্গে ছইটি কুক্র ও একটি চাকর থাকত। আমরা কলকাতা থেকে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি—রন্ধনের জন্ম কাঠ কয়লা স্ক্রী মিছরী মধু ফলমুল ইত্যাদি নিয়ে যেতাম। কলকাতায় ক্ল্যাপাবাবা চলে এলে অনেক সময় প্রীব্রজহরি মিত্র মহাশয় উমাবনম্-এ গিয়ে থাকতেন। ক্ল্যাপাজী ভারানাথের অপর একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন

বলরামপুরের জমিদার শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরী। তিনি তাঁর বলরামপুরের বাড়ী থেকে গোরাবাজারের বাড়ীতে যাতায়াতকালে প্রত্যহ ক্যাপাবাবাকে দেখাগুনা করতেন।

ক্যাপাবাবাকে আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, বহুস্থান দেখাশুনা করার পর বহরমপুর বেছে নিলেন কেন ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এই ভূমির নাম ব্রহ্মপুরম্। এই ব্রহ্মপুরেই বাংলার শেষ শক্তির **লীলা—পলাসীর মাঠ। এই চুয়াপুর একসময় শ্মশান ছিল।** এখানে সিপাহী বিদ্রোহের স্টুচনা হয়। নিকটে পঞ্চানন শিবের মন্দির ও বর্মার রাজকুমার প্রিন্স্ থিবোর সমাধি। ইহা গৌড়ের এলাকা। গঙ্গার অপর পারে পাঁচ মাইল দুরে কিরীটি পীঠ-একার পীঠের অন্ততম। এখানে দেবীর কিরীট (মুকুট) পড়েছিল। ইহাই ভারতের মুক্ট--সেনবংশ শুরবংশ গলাগিরী বংশ পালবংশ মুসলমান ইংরাজ সবাই একে একে এই মুকুটের অধিকারী हरबहिल्मन, किन्छ এদের পতনও হয়েছে। ইংরাজের পতন ঘটাবার জন্ম গুরুর আদেশে আমার বাংলায় আসা। বাঙ্গালীজাতির আত্ম-বিষ্মরণ ঘুচাবার জম্মই আমার সাধনা। বাঙ্গালীজাতির আচারহীনতা धर्मारीनजा छेपनिक करत এर मारि प्यार्ग करत वर्लाहरलन, जाठातरीन পক্তর দেশে এনেছ কুলকামিনী। এদেশের নাইকো আচার, জানে না সদাচার, শেষে কি আছাড় খেয়ে ভাঙ্গবো পা ছ'খানি।।

যেখানে এখন কদম গাছটি বাঁধান আছে এখানে একটা উচ্
মাটীর ঢিপি ছিল। একদিন এখানে বসে থাকতে থাকতে বললেন,
উমা মহেশ্বরের পূজার আয়োজন করতে হবে। পরক্ষণেই এই
আশ্রমের নামকরণ করলেন উমাবনম্। এরপর এই জমিটা ভরাট
করার জন্ম পাশের শ্রীব্রজহরি মিত্র মহাশয়ের জমি থেকে প্রায় ছই
হাজার টাকা খরচা করে মাটি নিয়ে সমতল করা হ'ল। বেলগাছ
তলায় ফাঁক ফাঁক করে ইট বসিয়ে একটি দেওয়াল দেওয়া হ'ল।
সামনেটায় একটু বারাশা রাখা হ'ল। চাল খড় দিয়ে ছাইয়ে

মেঝেটা মাটিরই রাখা হ'ল। দুরে একটি কুয়া, সেটি এখনও আছে; তার পাশে একটি ছেঁচা বেড়ার দোচালাঘর করা হল। একটি নলকুপ (Tube-well) বসান হল ঘরের সামনে, ঐ জমিতে আম কাঁঠাল বেল জাম ও বৰ্ণনা মেহগনি গাছও ছিল। সমস্ত জমিটিকে কাঁটাভারের বেড়া দিয়ে খিরে বেড়ার ধারে ধারে ১২টি নারকেল গাছ বসান হ'ল। ক্ষ্যাপাবাবা নিজের হাতে একটি পেয়ারা গাছ একটি কদমফুল গাছ একটি মুচকন্দ ফুলের গাছ এবং আরও নানাজাতীয় ফুলের গাছ লাগান। চালাতে একটি গরু ছটি কুকুর ও একজন চাকর থাকত সর্ব্বদা। ক্ষ্যাপাবাবা প্রায় মৌনী থাকতেন। কাহাকেও তাঁর ঘরে বড় একটা ঢুকতে দিতেন না, নি:সঞ্চাই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। বিনা অনুমতিতে ঘরে কেহ ঢুকতে পেতনা। নলিনীবাবু ব্রজহারি মিত্র রামরঞ্জন চৌধুরী ও আমরা স্ত্রীক ক্ষ্যাপাবাবার নিভ্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি নিয়ে যেভাম ও দেখাশুনা করতাম। দেহত্যাগের প্রায় ২০ (কুড়ি) বৎসর পূর্ব্ব থেকেই ক্ষ্যাপাবাবা কৌলাচারসম্মত আহার নিতেন, তবে বরাবরই দেখেছি লবণ ও তৈল বৰ্জ্জিত। লোহার চুল্লিতে (উত্ন) কাঠকয়লা ব্যবহার করতেন। মুগডালের যুষ পুজি মধু ঘৃত খেতেন এবং কফিবীজ ভেজে গুঁড়িয়ে তৎসহ তুধ ও মিছরি মিশিয়ে চায়ের মত পান করতেন। ছুধে সেঁকোবিষ বি জাফরান ও মুগনাভী মিশিয়েও পান করভেন। ফলের মধ্যে পেয়ারা ছাড়া সব ফলই থেতেন। কেশুর ও আমলকী ফল তাঁর খুব প্রিয় ছিল। প্রত্যহ বিকাল বেলায় ডাব খেতেন। রাত্রে কফি পান করতেন। নিজা যেতেন না, শুয়ে থাকলেও সর্বেদা জাগ্রত অবস্থায়ই থাকতেন এবং বলতেন আমি গুড়াকেশ (যে নিজা জয় করে)। নিজ হাতেই খাদ্য জব্যাদি ভৈরী করতেন। বহরমপুরে কেউ গেলে তাকে স্বপাকে খেতে বলতেন। হোটেল বা কাহারও বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া পছন্দ করতেন না। ্বহরমপুর থাকাকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। সন্ত্রান্ত মুদলমান উকিল জনাব আক্রামণ हक সাহেব ৺বিজয়া দশমীর পর ক্ষেপাবাবাকে সেলাম জানাতে আসতেন। কুমার কুমারীদের ও ভদ্রলোক যারা আশ্রমে আসতেন, ক্ষ্যাপাবাবা ভাদের মিষ্টিমুখ করাতেন—রসগোল্লা এক হাঁড়ি আনাতেন, সকলকে দিতেন। তিনি বলতেন—আমি ব্রতশীল ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী নই। লোকালয়ে বাস করলে সামাজিকতা পালন করে চলতে হয়। কাউকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। তিনি বলতেন, এই মাটিই হল মা। এই মাটি থেকেই তোমার আমার দেহ পুষ্ট হচ্ছে; সেই মাকে প্রণাম কর—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। মধ্যে মধ্যে একআধ জন রাজনীতিবিদ এসে নির্জ্জনে আলাপ আলোচনা করে চলে যেতেন। যুবক কেহ তাঁর কাছে এলে, তাকে জিজাসা করতেন পিতামাতা আছেন কিনা। পাকলে বলতেন, আমার কাছে এসেছ কেন? পিতার নিকট ফিরে চল-পিতামাতার সেবা কর, সব পাবে। ব্রাহ্মণসন্তান হলে, প্রত্যহ নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী ধ্যানজপ সহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করতে বলতেন।

পূর্বেই বলেছি যে বহরমপুরে থাকাকালীন শ্রীচন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিবারবর্গ, রাধাপদবাবু ও তাঁর ন্ত্রী শ্রীমতী নলিনী গাঙ্গুলী, বলরামপুরের জমিদার শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীনলিনাক্ষ সান্ন্যাল, শ্রীশশাঙ্ক শেথর সান্ন্যাল মহোদয়গণের পরিবারবর্গ, শ্রীছত্রপতি রায়, শ্রীসূকুমার চট্টরাজ মহাশরের পিতা শ্রীচন্দ্রভূষণ চট্টরাজ প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে দেখা করতে আসতেন। তাও প্রাক্ অসুমতি ছাড়া দর্শন পেতেন না। ভূত্য বলাই অথবা অন্থা যে কেউ থাকতো তার ছারা সংবাদ নিয়ে তবে শ্রেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন। দেহত্যাগের কয়েকবৎসর পূর্বের স্থানীয় পোষ্টমান্টার শ্রীপ্রথমনাথ চট্টোপাধ্যায়,

ডেপুটি শ্রীঅপূর্বরঞ্জন বড়ুয়া প্রভৃতি কয়েকজন তাঁর ভক্ত হয়ে । ক্যাপাবাবার দেহত্যাগের পর এই অপূর্ববাব্র প্রচেষ্টায় ।ও পরিশ্রমে আমরা আশ্রমের মন্দির ও গৃহাদি নির্মাণ করতে সক্ষম । ইই। পরিণত বয়সে ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন।

কলিকাতা থাকাকালীন যেসব রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, দার্শনিক, তান্ত্রিক, চিকিৎসক, কবিরাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্ম্মযাজক সাধুসজ্জন দেখা করতে আসতেন, ক্র্যাপাবাবা তাঁদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তবে স্থান দিতেন। প্রথমে সেই সকল ব্যক্তির নৈতিক ও চারিত্রিক ত্র্বলতা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দেখতেন। এসব পরীক্ষার পরও যারা শরণাগত ছতেন তাদেরই তিনি স্থান দিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড: শ্রীসাত্তকড়ি
মুখোপাধ্যায় শাস্ত্র আলোচনা, ড: শ্রীপ্রবাধ বাগচী নহাশর
তিবতী সাহিত্য, ড: শ্রীমহেন্দ্র সরকার ও অধ্যাপক শ্রীঅশোক শাস্ত্রী
তন্ত্র, ড: মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান, কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীষোগেশ
চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত বেদান্ত জ্যোতিষ ও পৌরাণিক মতে
প্রহনক্ষত্রের বংশাবলী এবং গঠন ও বিশ্যাস প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা
করতেন। তিনি নিজেও ত্রবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) দিয়ে
প্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে ছবি ও ছক এঁকে রাখতেন। ছংখের
বিষয়, দেহত্যাগের পূর্বের্ব তিনি সেগুলি ও ষড়াননের জন্ম, বৃত্তামূর বধ
প্রভৃত্তি কয়েকটি প্রবন্ধ ও নিজের ডায়েরীগুলির বফ্যুৎসব করেন;
মবশিষ্ট যাহা ছিল, ক্ষ্যাপাজীর দেহত্যাগের পর আগ্রামভ্ত্যগণ
সগুলি আবর্জ্জনা মনে করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে নষ্ট করে
দিয়। ছ'চার খানি যা পেয়েছি তা খেকে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি।

১৯৪৫ সালে দেহত্যাগের ছদিন পূর্বের তারানাথ—প্রস্তুত থাক, টাইভেছি এই মর্ম্মে ৪ঠা ডিসেম্বর আমাকে একথানি টেলিগ্রাম দরেন। তদমুসারে তাঁহার প্রয়োজনীয় কাঠকয়লা গঙ্গাজল ও অস্থান্থ দ্রব্যাদি প্রস্তুত রাখলাম, কিন্তু সেদিন তিনি এলেন না। পরদিন আমার সহধর্মিণী অত্যস্ত চিন্তাকুলা হয়ে আমার বহরমপুর যাবার জন্ম পীড়াপাড়ি করতে লাগলেন। এদিকে আমি ডাক্তার জেন এন ঘোষ মহাশয়ের সহিত কঠিন রোগী নিয়ে বড়ই চিন্তিত ও বিব্রত। কাজেই যেতে পারলাম না, একখানি পত্র দিলাম।

৫ই ডিসেম্বর ক্ষেপাবাবা পুনরায় অপর একখানা টেলিগ্রাম-এ (ইতিয়ান্ পোস্ট্স এও টেলিগ্রাফস ডিপার্ট্মেন্ট্, নং ০০৩৫৩৮, ৫ই '৪৫, ১৭-১৫ মি:) জানান—আমি গুরুতর অসুস্থ, শীঘ্র চলে এস। ঠিকানা ভুল হওয়ায় টেলিগ্রামখানি সময়মত আমার হস্তগত হয়নি, টেলিগ্রামটি বিলি হয় ৮ই ডিসেম্বর। এদিকে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল বাং ১৩৫৬ সন্ বৃহস্পতিবার অপরাফ শুক্ষমুদ্রা ধারণকরত: ক্ষ্যাপাবাবারদেহত্যাগ ৫।১৫ মিনিটের সময় গুরুমুদ্রা ধারণকরতঃ ক্ষ্যাপাবাবা মরদেহ ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছিল, কলকাতার দশ মাইলের মধ্যে গঙ্গাতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। সেজস্ম নিজে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা জমিও দেখেছিলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবার পুর্বেই তিনি গুরুধামে চলে গেলেন! আর আমরা চিরদিনের জন্ম হারালাম একজন প্রকৃত আদর্শ গুরু! হাদয়বিদারী এই ছঃসহ নিদারুণ শোকে সান্তনা তাঁরই শ্রীমুখ প্রোক্ত আখাসিনী অভয়বাণী—যাহা তিনি সর্ব্বদাই বলতেন, আমি সগুভূমি গ্রীষময় পুরী, বর্ধাময়পুরী, হিমালয় পুরী প্রভৃতি অতিক্রম করে বশিষ্ঠ ঋষির মত স্বদেহে পুনরায় ফিরে আসব।

তাঁর দেহরক্ষার সংবাদে সারাদেশে সাড়া পড়ে গেল! সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় স্তন্তে বিশেষ তথ্যপূর্ণ কার্য্যকলাণ সম্বলিত জীবনী ও উপদেশাবলীর উপর তাৎপর্য্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ (ইং) সালের ১০ই জানুয়ারী শনিবার অপরাক্ত পাঁচ ঘটিকায় ভারানাথ ব্রহ্মচারীর স্মৃতির প্রতি শ্রহ্মাঞ্জশি

প্রদান করবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সভার তারানাথ ব্রহ্মচারীর তিয়োভাবে শ্রদ্ধাঞ্চলী আহ্বায়কগণের মধ্যে প্রভুপাদ গ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ডা: সুন্দরী মোহন দাস, শ্রীমং স্বামী অমৃতানন্দ (প্রবর্তক সংঘ), শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধ বাগচী (শান্তিনিকেতন), অধ্যাপক ড: শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় (किनकां विश्वविद्यानय), अशांशक औरितानविद्याती मख (কন্ট্রোলার অব্ এক্জামিনেশন্স, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়), ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, দেশব্রতী প্রখ্যাত কর্ম্মী খ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কবিরাজ শ্রীবিমালানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ; <u> প্রীঅমরেন্দ্রনাথ</u> শ্রীমাথনলাল সেন. চট্টোপাধ্যায়, প্রীক্ষুদিরাম বস্থু, প্রীসারদাপ্রসাদ দত্ত, কবিরাজ শ্রীমনীন্দ্রনাথ ভাত্বড়ী, অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শান্ত্রী, শ্রীকালীদাস তর্কতীর্থ, কবিরাজ শ্রীতারাচরণ মড়দর্শনতীর্থ, রায়বাহাত্বর শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী, ডাঃ গঙ্গাধর দীর্ঘাঙ্গী, ডাক্তার অজিতশঙ্কর দে, ডাক্তার জে- এন- ঘোষ এম- ডি-, গ্রীসারদাচরণ শান্তী এবং বামা মিশনের আরও অনেক সভ্যবৃন্দ। তথন বামা মিশনের কার্য্যালয় ছিল ১।১।১এ, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২। সম্পাদক শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-সম্পাদক ডাক্তার শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায় সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। এই বিরাট সভায় প্রবর্ত্তক সভ্যের সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিশাল রায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় মাননীয় ডাঃ গঙ্গাধর দীর্ঘাঙ্গী মহাশয়কে সভাপতি এবং ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৮ক্ষ্যাপাবাবার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এবং তাঁহার উপদেশাবলীর প্রকাশন ও সমাধি মন্দির নিশ্মাণ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠিত হয়।

প্রথম কয়েক বংসর নিয়মিত তারানাথের স্মৃতিসভার অহুষ্ঠান হয়। ১৯৪৬ সালে ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতার স্টুডেন্ট্স্ হলে মাননীর মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যার মহাশরের সভাপতিছে যে মহতী সভা অহুষ্ঠিত হয় তাতে স্থির হয়, যদি মুশিদাবাদ পাকিস্থানের অংশে পড়ে, তবে ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি উঠিয়ে এনে কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর ক্ঠীঘাটের নিকট গভর্ণমেণ্টের খাসমহল জমিতে পুনঃ সংস্থাপিত হবে। মুর্শিদাবাদ পরে পশ্চিমবাংলারই অংশ থেকে যাওয়ায় ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি বহরমপুরেই রাখা হয়। তৃতীয় সভায় মন্দিরাদি নির্মাণের প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিছে অহুষ্ঠিত সভায় গৃহীত হয়। চতুর্থ সভা কলিকাতার মহাধর্ম্মাধিকরণের বর্ত্তমান মহামান্ত মুখ্যন্তায়াধিপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিছে অহুষ্ঠিত হয়।

ক্ষ্যাপাবাবা কলকাতায় অবস্থানকালে বাচনিক এবং পত্রাদি যোগে শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে যে সকল উপদেশাবলী দিয়েছেন ভা থেকে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

অনেক ইউরোপীয় বা আমেরিকান এসে ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে নানা তত্ত্ব বিষয়ে প্রসঙ্গ আলোচনা করে যেতেন। প্রারম্ভে দোভাষীর মাধ্যমে বক্তব্য বলতে বলতে ক্ষ্যাপাবাবা শেষে ভাদের ভাষায় নিজেই দোভাষী ছাড়াই প্রসঙ্গাদি কথাবাত্ত্বী চালাতেন। অনেক রাজা মহারাজাও ইহার দর্শনপ্রার্থী হয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন। আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়ীতে পাকাই তিনি অধিক পছক্ষ করতেন। কয়েকজন ধনী ও রাজা বাহাছুর বহু চেষ্টা করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অবশেষে বড়ই বিত্রত বোধ করেছেন। ফলে ইনিও চলে এসেছেন। কেহ চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিশেষ কিছু বলতেন না। যা বলতেন সবই হেঁয়ালীপূর্ণ: যেমন, সাপের হাঁসি বেদে চেনে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তর্গ্রন্থভাবে মিশেছিলেন কেবল তারাই সেসব ব্রুভেন। ভিনি বলতেন, দারিদ্র্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা। অহক্ষার সক্ষ্পূর্ণ বর্জ্জন না করলে কেইই তাঁর কুপা লাভ করতে পারে না। তাঁকে কেই সাধু

দর্শনে এসেছি বললে, তিনি অপ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে বলতেন; আমি স্নাতক—ব্রতশীল ব্রাহ্মণ, দেখছ না আমি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করি নি। সদৃগৃহস্থই সাধুপদবাচ্য। সাধ + উ + বে, যে স্বস্ত্রীক ধর্মাচরণ করে। সন্ন্যাসী বললে তিনি বলতেন, আমি ত গেরুয়া পরি না, নির্যাতনের ভয়ে গৃহত্যাগও করিনি। আমি দেশের কাজে নেমেছি দৃঢ়চেতা মন নিয়ে, নির্যাতনেও বিচলিত হই নি—আদর্শচ্যুতও হই নি। তিনি সকলকেই কুলগুরু হতেই কৌলধর্মাত্যায়ী দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করে ধারা মেনে চলতে এবং সদৃগৃহস্থ হতে উপদেশ দিতেন। পিতামাতার সেবা, নিত্য নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা তর্পণ ও প্রাদ্ধাদি অমুষ্ঠান করবার উপদেশ দিয়ে বলতেন—চুরালি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মাহুম হয়েছ, এ দেবত্র্লভ জন্মের সন্ধ্যবহার করতে ভুল না। স্বর্গ ও মর্ত্রের সন্ধিস্থলই পিতৃলোকের স্থান। পিতৃগণের পূজা না করে কোন দেবকার্য্য করা যায় না। পিতৃগণ প্রসন্ধ না হলে কেহ দেবতার কাছে পেন্টিছতে পারে না!

ঋষিভ্যঃ পিতরোজাতা: পিতৃভ্যো দেবদানবা:। দেবেভ্যস্ত জগৎ সর্ব্বং চরং স্থায়মুপুর্ব্বশ:॥

বিষ্ণুপুরাণে গ্রুবের উপাখ্যান পড়লে ইহা বুঝা যায়। গ্রুবের পিতার নাম উত্তানপাদ। সংসারে সম্পূর্ণ লিপ্ত হয়ে ছইপদ স্থাপন করলে চলবে না, অন্তমুর্থী হয়ে এক পা অন্ততঃ তুলে রাখাই হ'ল—উত্তানপাদ। গ্রুব নক্ষত্রের ওপরে আকাশে এই উত্তানপাদ নক্ষত্র দেখা যায়। গ্রুবের মায়ের নাম সুমতি—মতি স্থির অর্থাৎ গ্রুব বিশ্বাস এবং সৎমায়ের নাম সুনীতি বা উত্তম নীতি। সেজ্যু তাঁর ছেলের নাম উত্তম। রাজকার্য্য পরিচালনা করতে গেলে উত্তম নীতির প্রয়োজন। গ্রুব সিংহাসনে পিতার ক্রোড়ে বসতে গেলে সৎমা ভর্ৎ সনা করে বলেন—তোমার ওস্থান নয়, ইহা আমার পুত্র উত্তমের স্থান। গ্রুব কাঁদতে কাঁদতে নিজ মাতাকে সব বললে, মাতঃ

শ্রুবকে সব কথা মধুস্দনদাদাকে জানাতে বললেন। গ্রুবও সহজ সরল বিখাসে বন জললে ঘুরে ঘুরে মধুস্দনদাদার সন্ধান করতে করতে পুলহু, পুলন্ত, নারদ প্রভৃতি সাত জন ঋষির সাক্ষাং পেলেন। ইহারাই পিতৃগণ। ইহারা গ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতে উপদেশ দেন। জ্যোতিষশান্ত্রে গ্রুব নক্ষত্রের নিকটে সপ্রমিশুল নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রুব বিষ্ণুমন্ত্র জপ ধ্যান করে পরমপদ লাভ করেন।

তারানাথের উপদেশ হল—গৃহস্থমাত্রকেই পিতৃযান অর্থাৎ বংশের ধারা ধরে চলতে হবে। স্তরাং কুলগুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণীয়।

যে নাস্থা পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গঃ তেন গচ্ছন্ন রিম্বাতে।।

পিতৃপিতামহগণ যেপথ অবলম্বন করে গেছেন উহারই অফুসরণ করা কর্ত্তব্য। স্বর্গ-মর্ত্তের সন্ধিস্থলই পিতৃলোকের স্থান। পিতৃগণ প্রসন্ধ না হলে কেহ দেবতার কাছে পৌছাতে পারে না।

কোন যুবক কিন্তা ছাত্র তাঁর কাছে আসলে, ক্ষ্যাপাবাবা তাকে লেখাপড়া ভ্যাগ করে কখনও সাধনভজনের উপদেশ দিভেন না। তিনি বলতেন, নিরক্ষরতা অপেক্ষা বড় অভিশাপ নেই, অকুভজ্ঞভার স্থায় পাপও আর নেই। ক্ষ্যাপাবাবা বলতেন, মাটি-ই মা। যে মাটি হতে তোমার আমার সর্ববজীবের দেহপুষ্ট হয় সেই জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সীর বন্ধন ঘুচাবার লেখাপড়া শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া ধর্ম্মসাধনা চলতে পারে না। এজগ্রই হিন্দুশান্তে রাজাকে (শান্ত্রার্থভাজা চলতোম্পাশ্র বর্ণনা প্রভিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে)—শান্ত্রশাসন হতে বিচলিত বর্ণসমূহকে শান্ত্রনির্দিষ্ট স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রভিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। ধ্ব ধাড় থেকে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি, আর ল্যাটিন রিলিজিয়ো—টু বাইণ্ড অর্থাৎ বন্ধন করা, একত্রীভূত করা। এক সমাজভূত করাই ধর্মা।

শর্মপুত্রে এক হও। ধর্মের তিনটি পথ—(১)জ্ঞান (২) কর্ম ও
(০) উপাসনা। এই তিন নিয়েই ভারতের সাধনা। বেদের আগ্রয়
নেওয়াই জ্ঞান, বেদক্থিত কর্মাই কর্মা। উপাসনা জড়ছের বাইরে
পুক্ষাণিজ্যর আগ্রয়ে পুক্ষাতর হতে পুক্ষাতমে পৌছে দেয়। জড়শজ্ঞির
পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আগ্রয় স্বরূপ পুক্ষা শক্তিসমূহকে
অবধারণ করে ভারত পেয়েছে ভূমাকে। এই ভূমার তত্ত্ব মহেশ্বরের
অস্তমূত্তির উপাসনার সর্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্তয়ে
নমঃ, রুজায় অগ্রিমূর্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশ
মূর্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে য়জমানমূর্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে
নমঃ, ঈশানায় প্র্যামূর্তয়ে নমঃ তত্ত্ব নিহিত। ভারতকে য়জমান
মূত্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে । য়জমান না হলে জ্ঞানে কর্ম্মে
ও উপাসনায় প্রী ঐশ্বর্যা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায় না। ক্ষ্যাপাবাবা
আরও বলতেন, সাধনমার্গ অত্যন্ত ত্র্গম—

শুক্রেনারাধিতা বিদ্যা।

নায়মাত্মা বলহীনের লভ্য॥

ভূত প্রেত পিশাচ যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর অধ্যুষ্ত প্রদেশ অতিক্রম করে তবে ত দেবদর্শন। ধর্ম বহুদ্র—মনোপ্রক্রমোধর্ম। ভারত পরাধীন জাতি—দাসের জাতি! যাদের নিজম্ব রাষ্ট্র নেই, তাদের আবার ধর্ম কি? যারা মনের সন্ধান রাখে না তারা ধর্ম পাবে কোথায়?

রবে মধ্যে স্থিত সোম, সোম মধ্যে হুতার্শন। হুতার্শনাৎ পরং সত্যং, সত্যাৎ ব্রহ্মাক্ষরাক্ষরা॥

এর কাছে কাছায় কে-রে। ভগবদংশ মানবকে তৎ সকাশে যিনি
মিলিত করে দেন তারই নাম নাম ধর্ম—যাকে অবলম্বন বা
আগ্রায় করে মানুষ বেঁচে থাকে। চরিত্রই মানুষের প্রকৃত বল, অর্থ
ও দেহবল ত ত্ব'দিনের। দারিদ্র্যে অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাভা
আর নেই। তাই ঋষিকৃল সকলেই দারিদ্রোর মর্য্যাদা দিয়েছেন।

ইনিও দরিত্র গৃহস্থের বাড়ীতে থাকা পছন্দ করতেন। ধর্মকে রক্ষা করে চললে ধর্মই রক্ষা করে। ধর্মকর্মের মূল আমাদের শাস্ত্রসমূহ—শাস্ত্র যোনিভাৎ।

শাস্ত্র ভগবানের আজ্ঞা, শাস্ত্র মত লজ্মন করলে ভগবং আজ্ঞা লজ্মন-রূপ মহাপাতক হয়। প্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, এই বৈদিক উপাসনাই পরমকল্যাণের নিদান। শাস্ত্রের একাংশ লজ্মন করে অপরাংশ পালন করতে গেলে পরিশেষে ইতো নষ্ট শুভো ভ্রন্ত হ'তে হয়। শাস্ত্রের শিক্ষায় ক্ষ্যাপাবাবার জীবন অমুপ্রাণিত ছিল বলেই ভাঁর মুখ হ'তে শাস্ত্রসম্মত উপদেশ ভিন্ন কোন কথাই বলতে কখনও শোনা যায় নি। তবে উহা অত্যন্ত হেঁয়ালীপূর্ণ থাকত বলে অধিকারী ছাড়া অফ্যের পক্ষে সহজে বোধগম্য হত না।

ত্রিকালদর্শী ঋষিরা বলেছেন, অপৌরুষেয় বেদ আমাদিগের মূল ধর্ম্মান্ত—অধুনা বেদের প্রভাব নষ্ট হচ্ছে। লোক সকল ধর্ম্ম কর্ম্মে বিমুখ হ'য়ে অত্যন্ত অহংকারী ক্রুর লোভী নির্চ্চুর কটুভাষী স্বল্লায়ু শিল্পোদরপরায়ণ ও আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে পড়ছে। তাই কলিকালে চাই সাধনামূকুল স্থ-তন্ত্র। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল আশু ফলপ্রদ। বেদাদির সাধনতন্ত্র মাত্র অবলম্বন করে প্রাচীন ঋষিদের স্থায় গার্হস্ত্য-প্রকৃতিতে থেকে ত্যাগ ও তেজ বজায় রেখে নির্বাণ লাভ করাই কাম্য। বেদের সাধন অংশ নিয়ে শঙ্কর পঞ্চমমূখে পঞ্চম বেদ বা তন্ত্রশান্ত্র প্রকাশ করেন। তাই শিবকে পঞ্চবক্ত বা পঞ্চানন বলে সকলে পূজা করে। এই উদ্ধান্নায় তন্ত্রগুলি সাদ্বিকতন্ত্ব। তু' তিন হাজার বংসর হ'তে বর্তমানকাল পর্যান্ত ধর্ম্মের ভান চলে আসছে, জাতীয়চরিত্রও ভাই দিন দিন মলিন হতে মলিনতর হচ্ছে। অনেক মানুষ নাড়াচাড়া করলাম, এই বাংলাদেশে কোনটাই কাজের নয়।

ভগবানকে ভূলে থাকা মহাপাপ, সংসারে নানাকাজে সর্বাদাই যে তাঁকে ভূলে থাকি ভজ্জন্য আমাদের সর্বাদাই অপরাধ ঘটে; কাজেই সর্বাদাই তার নাম স্মরণ মনন ও কীত ন একাস্ত বিধের। রাম রামেতি যে নিত্যং জপস্তি মহুজা ভূবি। তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবস্তি কদাচন॥

যে সকল মানুষ এই পৃথিবীতে রামনাম জপ করেন তাঁদের কখনও
মৃত্যুভয়াদি থাকে না। ইহা কেবল রাম উপাসকদের বলা হয়নি,
রাম কৃষ্ণ শিব ছুর্গা কালী প্রভৃতির যে নামে যে অভয় পায় ভাদের
পক্ষেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। এই জগতে মায়ার কার্য্য, মায়ার
বাইরে যেতে হ'লে তাতে স্থিত হ'তে হয়। তার একমাত্র
উপায় সর্বাদা নাম জপ। যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞাহিত্মি—একমাত্র জপ
অবলম্বন করলেই তা থেকে সব কাজ অভি সহজে সিদ্ধ হ'তে
পারে। নাম ও নামী অভেদ, নামে স্থিতিলাভ করলেই নামীকে
পাওয়া যায়। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ, অবিরত জপ—সর্বাদাই
জপ তিনি স্বয়ং করতেন। বুড়োজী মহারাজও সর্বাদাই বলতেন,
জপাৎ সিদ্ধি; জপাৎ সিদ্ধি। জপিলে তিন লক্ষ হইবেন প্রত্যক্ষ,
এই আজ্ঞা আছে তয়ে। শিববাক্য রেখে গুরুপদে লক্ষ মন করে
ঐক্য জপ, জপ বর্ণমালা।

क्रांभावावा मकल ममस्यूटे विलाखन---

জপাচ্ছান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাচ্ছান্তঃ পুনর্জপেৎ। জপধ্যান পরিশ্রান্তঃ আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ॥

জপ করবে, জপ করতে করতে প্রান্ত হও ত ধ্যান করবে, ধ্যান করতে করতে প্রান্ত হ'লে তত্ত্ব চিন্তা করবে; পুনরায় জপ করবে, পরে আবার ধ্যান করবে, শেষে তত্ত্চিন্তা করবে। আদল কথা, কাজ করা চাই। স্মরণ মনন প্রণাম প্রার্থনা সন্ধ্যাবন্দনাদিই নিত্যকর্ম্ম, নিত্য জপ ধ্যানধারণা রূপ উপাসনার সহিত ভবাদি পাঠ স্বাধ্যায় অবশ্য করণীয় কর্ম। চণ্ডী গীতা রামায়ণ মহাভারত উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের একটি নিত্য স্বাধ্যায় কর্ত্ব্য, পরিপ্রান্ত হলে অক্যান্ত পুরাণাপাঠ করতে বলতেন।

ক্ষ্যাপাজী ভারানাথের পত্র লেখার নমুনা দেওয়া হল। ওঁ শিবা

উমাবনম্ বহরমপুর, বেকল ১২ই জামুয়ারী

ধহুরাত নোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্ত বাউ ? অভয় ডাক্তার !

তোমার পত্র পাওয়া গেল দেখ্তে থাক অবস্থা কি এসে গেছে।

অভয়, ত্ব্ব্ধ্বের ফল ফলিবে। কাল একা একটা
শাগালী তারানাধ
শর্মণ অনুসলমান

অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়। ঐ যে অপ্তভূজা মাতার
চরণতলে একটু অন্ধকার; উহা অভীব ভীষণ
এবং অগ্নিময় দৃশ্যমধ্যে দেবী অবস্থান করিতেছেন। তুমি যে সাদা
প্রস্তারময় তারামূর্ত্তি দেখেছ তিনি সচল এবং বৃদ্ধদেব।

ভারাপীঠের শাশানে যে একটি মস্ত বড় "ক্রব্যাদ' বাস করে ভাহার থোঁজ কেহ রাখে না।

্ অপর একখানি পত্তের শিরোনামায়) বহরমপুর ও শিবা উমাবনম্ বুধবার

কিরীটিনী মহাবজ্ঞে সহস্র নয়নোজ্জলে— অভয়!

হিন্দুর বিষম সমস্তা—নিশীথে প্রকাশ্য—পদ্ম কুমুদিনী দিনে উভয়ের বিপরীত উভরে না জানে। প্রকৃতি শুভমুহূর্তে শুভকালে সভ্যের আভাষ দেন। তাই রবির মধ্যে স্থিত সোম শর্মণ অমুসলমান প্রসে গেছে রোধক কে ? প্র্বের্ব শুনেছ শুভদ্রা হরণ হয়ে গেছে। আজ শুনছ চক্রাম্ভ গভিতে চক্রী চক্রাচ্ছাদনে। আরে ভেড়ো ? শ্রীধরের ২টি চক্রের কথা কি মনে

নাই—তাই উপস্থিত হয়েছে ভাবতে থাকো দেখতে থাকো বৈরাগী পাওবের মধ্যে পূর্ব দক্ষিণ যো যতঃ।…

(অন্যাম্য পত্র হইতে উদ্ধত—)

কর্মী পুরুষদের নিকট আত্মসমর্পণ দারা চ্ছ্কুতি ক্ষয়কারক শক্তি পাওয়া যায়। আগুন একবার যদি জলে তা' হলে কখনও সম্পূর্ণ নিভিয়ে না দিলে নিভে যায় না, বাতাস পেলেই আবার জলে উঠে। নিয়তি অখগুনীয়। তবে দৈববল মহাবল। মহাপুরুষদের নিকট ভিয় এ বল পাওয়া যায় না।

সর্বদা মন ও বৃদ্ধির সহিত মারামারি কর, তবে ঘাত-প্রতিঘাতের মর্ম্ম বৃঝতে পারবে। সময়ের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য।

অদীক্ষিতের সঙ্গে দেখাগুনাই তাহার মন্ত্র মূহুর্ত্ত তাহার অপেক্ষা করিতেছে। সেবা তার ঋষি, চুম্বন তার আলয়, দৃষ্টিই তার ইষ্ট দেবতা।

আশ্রয় ব্যতীত লতা উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। কতকগুলি কার্য্য যাহা ইচ্ছা ও সময়ের উপর নির্ভর করে—স্থির বিশ্বাস দ্বারা তাহা উপলব্বিতে আসে, ব্রহ্মতত্ত্ব নিরাকরণার্থ কতকগুলি কার্য্যকারণ আকশ্যক করে—তাহাও স্থির বিশ্বাসের সহচর—যথা, ধর্ম বৃদ্ধ ও সজ্অ, তুমি আমি আর সে। বিভা যবছাতুতে পরিণত না হলে ধর্ম্ম অমুভব হয় না। বাহ্যিক দেবদেবী আদর্শ মাত্র।

পিপাসু অভিলমিত বস্তু লাভের জন্ম তাহাদের পথ অনুসরণ করে—যথা আধুনিক জগতে বাম—নিত্যকামনার বশে ইন্দ্রিয় ও মন ক্রমে ক্রমে শিথিল পথে অগ্রসর হয়, তাহারই নাম মৃত্যু। নিঃসঙ্গের মৃত্যু নাই—তাই ধর্ম সঙ্ঘ অবলম্বনে বৃদ্ধত্বে উপনীত হইলে নিঃসঙ্গ হন। নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতা বিলক্ষণ থাকে—টাকাকভি দ্রী পুত্র এ ক্ষেত্রে শান্তি দিতে পারে না। আজকাল ভদ্রকালী-জিহ্বা পৃথিময় ব্যাপক, তবেই বৃঝিবে পূর্বে ও পশ্চিম

দিকে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—সকলি তাঁর ইচ্ছা—আপামর সাধারণ যন্ত্র মাত্র—স্থির নির্ভর হওয়া চাই। উপদেশ যভই মন্থন করিবে ততই নিত্য নৃতন ভাব বা শক্তি পাবে। সহায়তা অনেকেই করিতে পারে—রাবণ বধের নিমিত্ত গুহক চণ্ডালও রামের বন্ধুকার্য্য করেছিল। ওরে! বাহ্য জগতেই জাতি নিয়ে মারামারি; নতুবা নিম্নজাতির ভিতরেও মহান তত্ব থাকিতে পারে—একদিন এমন সময় উপস্থিত হবে এবং তন্দ্রাদীর প্রাধান্য জগৎ ঘোষণা করিবে। পশুও মুর্য তন্ত্রের মহান তত্ব অবলম্বন করিবার কি অধিকার পায়? কাশিতে মণিকর্ণিকার ক্ষেত্র আছে—ইহার অর্থ জানিলে তথন আর চন্দ্রাতপ অনুভবের ইচ্ছা থাকবে না।

"ব্রহ্মা" "বিষ্ণু" "রুদ্র" ইত্যাদি মণিকর্ণিকায় স্নান করিবার জন্ম নিত্য প্রয়াস পান। তাঁদের মধ্যে "রুদ্র" অনেকবারই ভূবলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাদের ভাগ্যে আর ভূব দেওয়া হল না। তাহারা জল অনেকবার স্পর্শ করিলেন মাত্র। ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে কতকগুলি কার্য্যকারণ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। উত্যোগ অবলম্বন করিলে উপকরণগুলি ছায়ার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। সময় হলে ক্লেন্রোচিত উপকরণ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। ওরে! স্ষ্টিতে যদি বিরহ না থাকিত তবে মিলন সুখ অনুভব হতো না। অস্থির হবার দরকার নাই। গর্ভিণী নারীর মত যখন শেহাইকাই করবি তখনই নিশ্চিন্ত। ধর্ম সংসার বিরোধী নহে, মাগী ছাড়িতে হয় না তবে সংযমী হ'তে হয়। কামনা বহ্নির সমতায় গভীর সন্তায় উদ্ধ শক্তি ও ভক্তির উল্মেষ যা দেয় জ্ঞানে প্রভিষ্ঠা, ভক্তির হৃদয়ে শুদ্ধি আনে। ভক্তির স্কুরণে হৃদয়ে স্বচ্ছতা ও আনন্দ আর মহাশক্তির উল্মেষ—এই মহাশক্তি বদ্ধস্থি ছিল্ল করে জ্ঞানের উদার স্থিতি ও প্রশান্তিতে দেয় প্রভিষ্ঠা।

এইরূপ হেঁরালীতে উপদেশ দিতেন তারানাথ। তিনি সর্বাদা বলতেন, কর্মা কর কর্মা কর—-কর্মাই হল জ্পমালা। কি কর্মা করব জিজাসা করলে বলতেন, অনলে অনিগ ঢাল শাস্ত ভব এ শীতল, প্রত্যুষে প্রভাস ভাসে দেবনদীতে দিয়ে সাড়া। আগুন জ্বালাও, আত্ততি দাও। জিহ্বা ও লিক্স সংযত রাখ, ব্যাভিচার करता ना। तमना ७ छेलेख बारे इरेटिर कौरवत छौरन रेखिया। জিহবা যেমন সর্ববিরসের আস্বাদ সুখ ভোগ করে, ডেমনি জিহবা বাক বা কথা বলার পক্ষে অপরিহার্য্য বস্তু। উপস্থও সেরাপ ন্ত্রী-পুরুষের উভয়েরই সম্ভোগ ক্রিয়ার রস বা স্থভোগরূপ বিন্দু ত্যাগ ও বিন্দু গ্রহণাত্মক সৃষ্টি-যন্ত্র। এই ছইটি ইন্দ্রিয়ই জীবের কাম বা বাসনা অথবা ভোগলালসার যন্ত্র। ইহারই যম বা সংযম সর্ববাগ্রে করণীয়। অবশ্যই ন্ত্রী সহবাসে আয়ু আরোগ্য কাস্তি বল মেধা স্মৃতি বৃদ্ধি হয়—অতিরিক্ত হলেই উহারাই উহা হরণ করে। মা আমার রক্তবীজ বিনাশিনী—রক্ত+বীজ, রক্ত অর্থাৎ স্ষ্টাত্মক মাতৃরজঃ এবং বীজ অর্থে চৈত্ত সময় বিন্দু পিতৃবীর্য্য, এই উভয়েরই মিলনে স্বভাবতঃ জীবের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। "মা" এই সৃষ্টি বা পুনঃ পুনঃ জন্মের বিনাশিনী। তাঁর ধ্যান-উপাসনার ফলে জন্ম-মৃত্যু রহিত হয়। আসা সংসার ভোগের জন্ম এবং যাওয়াই মৃত্যু। প্রারন্ধ ভোগান্তে নৃতন কর্মভোগের জন্ম দেহধারণ। ইহাই রোধ করার নাম "জীবনমুক্তি"।

শব্দই ব্রহ্ম মিথ্যা ভাষণে বা কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির সহিত কথপোকথন করেন সেই সময়ের মধ্যে কথা বলিলে ব্রহ্ম হত্যা করা হয়। তাই জিহ্বা সংযত রাখিয়া মৌনী অর্থাৎ মুনি হতে হয়। আর্য্য ঋষিরা ৫৬টা অক্ষরে 'মায়ের'' রূপ দিতে পারিল না আর এই অনার্য্য বিজ্ঞাতি ভোদের ২৬টা অক্ষরে মায়ের রূপ দেবে! মা আমার বর্ণমালা, বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে।

এক সময়ে ক্ষ্যাপাবাবা কলিকাভায় স্বর্গীয় ক্ষীরোদ বিভাবিনোদ মহাশয়ের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে এসে থাকতেন। সেই সময় ইহারই প্রেরণায় পণ্ডিত বিভাবিনোদ মহাশয় গুহামুখে, আহেরিয়া ও প্রতাপাদিত্য প্রভূতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে চণ্ডীবরের দারা মায়ের সময়োচিত রূপ বর্ণনা করান।

শ্বমিগণ সকল শান্ত্রে স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন তাঁহাদের ব্রহ্ম প্রাপ্তির নির্দ্দেশ দিয়েছেন। একটি ভাবকে মুখ্য রেখে অন্য সকল ভাবেই তাঁকে পাওয়া যায়। সম্বন্ধ না করে সাধনা করতে গেলের রস আসে না। তাই সাধক গেয়েছেন—

> কে তুমি কেমনে জানিব নিগুল গুণহীন কভু সগুণ সাকারে। তুমি বেদমাতা বিশ্ব বিনিশ্মিতা অ উ ম তুমি ব্যপ্ত চরাচরে॥ প্রভাতে কুমারী মধ্যাকে যুবতী সায়াহে তুমি প্রবীণা মুরতি। অনাদি অবায় অচিম্বা অক্ষয় বটপত্রে ছিলে কারণ পাথারে। পিতারূপে কর তুমি জনম প্রদাম মাতারূপে তুমি পাল করি জ্ঞাদান। হইলে রমণী যৌবনের সঙ্গিনী— সন্মানরূপে খেলা খেল এই সংসারে। সত্বগুণে তুমি রূপে চক্রপাণি বুজ: গংগে তোমায় বলে প্রযোনী তমগুণে তুমি সাজ শূলপাণি সৃষ্টি স্থিতি লয় ত্রিবিধ আকারে॥ ব্ৰহ্ম রূপে তুমি ভ্রম পদ্মনালে---জীব রূপে তুমি আছ বাঁধা কর্ম্ম ডোরে গুরুরূপে তুমি জ্ঞানাঞ্চন দানে তোমায় আমায় কর অভেদ বিজ্ঞানে। যেরূপে যে যেন্ডাবে ভাবে ভোমায় সেই সেই রূপে দেখা দাও তাহারে॥ (স্বরচিড)



ব্রাহ্মণ আযুর্কেদ্সভায় বক্তৃতারত তারানাথ

তারানাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

···৩০শে নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখে বেলডালায় প্রাতে কর্মী বৈঠক, সম্মেলন ইত্যাদি সেরে আমরা ১০[॥]-১১টাতে ব্রুমপুর এসেছি। আমাদের বাড়ীতে আমার বাবা মা ও পরিবারের অস্থান্ম সকলের ও উপস্থিত বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের পর্ব্ব সেরে স্থানীয় কৃঞ্চনাথ কলেজের ছাত্রদের আয়োজন ও অফুষ্ঠান আসরে যাবেন, এমন সময় আমার প্রতিবেশী জনৈক ব্যবসায়ী শ্রীযোগেন্দ্রপদ ভট্টাচার্য্য একখানি গালা দিয়ে বন্ধ করা থামে চিঠি আমাকে হাতে দিয়ে বল্লেন "ক্ষ্যাপা বাবা দিয়েছেন।" আমি সুভাষের হাতে দিয়ে বল্লাম শ্রীমৎ তারাক্ষ্যাপা আপনাকে এই পত্র পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা হাতে করে অন্ততঃ অদ্বমিনিট তাঁর বিশেষ ভাবান্তর। চমকে বল্লেন, "তারা ক্ষ্যাপা বেঁচে আছেন, কোপায় পাকেন, আমি দেখা করব।" আমি বল্লাম, উনি সহরের প্রান্তরেই নিজ আশ্রমে থাকেন এবং বৈকালে লালবাগে যাওয়ার পূর্বের যাতে দেখা হয় তার চেষ্টা করব। চিঠিটা খুলে লাল পেন্সিলের লেখা বিষয়বস্তুর উপর বার বার চোখ বুলিয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"দেখুন ত শশাহ্ববাবু, এ সব বুঝেন, উদ্ধার করতে পারেন ?" ছক্ বক্ কাটা সংস্কৃত ধ্বনি শব্দ সম্থলিত ভাষণ তুই পাভাতে লেখা (৪ পৃষ্ঠা)।

প্রথম পাতা (২ পৃষ্ঠায়):—

উমাবনম্ বছরমপুর, (বেঙ্গল) ১৪ই মার্চ্চ

সুভাষ বসু।

৫। ৬ বংসর পুর্বে একদিন ভিয়েনার কথা মনে কর। পদ
চ্মন ধর্মা নয়। ইস্রুকে "গোত্রভিং বলে " আর বলদেবকে
যমুনাভিং বলে। তুমি কিছু ভেদ করেছ? অষ্টবজ্ঞ মিলন কাল
এলে গেছে। কোথায় কার উদ্দেশ্যে যাইতেছ?

তোমাদের ×

পত্রে লিখিত উমাবনম্—বছরমপুর কোর্ট ষ্টেশনের পুর্বে অনভিদ্রে ক্যাপাবাবার স্বয়ং স্থাপিত আশ্রম। সেখানেই তাঁর দেহ রক্ষা হয়। এবং এখনও দৈনিক পূজাদির ব্যবস্থা আছে।

ভারিখ স্থলে মার্গ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ।

সুভাষ কিছু চঞ্চলভাবেই পুন: পুন: সেইদিনই তাঁর সাক্ষাতের আকাল্জা প্রকাশ করলেন।

কলেজের অহুষ্ঠানের এক ফাঁকে আমি উমাবনম্ থেকে ঘুরে আসি এবং আমাদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় তাঁকে জানাই যে ক্ষ্যাপা বাবা কলিকাতাতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাং ও আলোচনা করবেন। আমরা পরোক্ষ জানতাম ক্ষ্যাপাবাবা কৈশোর যৌবনে বৃটিশের রেজেষ্টারীতে সম্ভ্রাসবাদী ছিলেন এবং সন্থীপে অন্তরীণে ছিলেন এবং আরো বেশী জানতাম যে তিনি ৺ভারাপীঠের সিদ্ধযোগী বামাক্ষ্যাপার একমাত্র মন্ত্রশিয় ছিলেন। কিন্তু সেইদিন প্রথম ব্রুলাম যে স্কুভাষ ও ক্ষ্যাপা একই পথের পথিক। তা

কিন্তু সুভাষের নির্দেশ অমুসারে এই পত্র শ্রীমং ক্ষ্যাপার কাছে উপন্থিত করে অপ্তবজ্ঞ সন্মেলনের সরল ব্যাখ্যা চাইলে পত্রের প্রান্তভাগে যে অংশ সাদা ছিল তাতে পুনরায় স্বহস্তে লিখে দেন, ''ডোমার কর্ম্মক্রে ইউরোপের রণাঙ্গনে, দেখানেই ডোমাকে যেডে হবে।'' সুভাষ দেখেছিলেন এবং গোটা লেখাটাই আমার কাছে দিয়েছিলেন। পত্র ও প্রান্তলিপি ছুইই পরে সুভাষের অজ্ঞাতবাসের সময় শ্রাক্রেয় শরং বসুকে দেখিয়েছিলাম। প্রান্ত অংশ কখন কিভাবে পত্রচ্যুত হ'ল, শরং বসু ও আমি উভয়ের কোন্ প্রান্তে আত্মগোপন করল তার ছদিস পাইনি। শুধু আজও ভাবি—ভেবে কোন কিনারা পাই না। বন্ধু-বান্ধব সুধীজনকে জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাই না—শ্রীমং ক্ষ্যাপার এই বাণী জ্যোভিষের ভবিয়ুদ্বাণী, না পথপ্রদর্শকের অঙ্গুলি নির্দেশ।

পত্রের দ্বিতীয় পাতার অধিকাংশই সাধারণের কাছে হেঁয়ালি— তাই সেদিকের ফটোচিত্র আপাততঃ প্রকাশ করলাম না।

ভিয়েনা প্রসঙ্গে ক্ষ্যাপাবাবাকে প্রশ্ন করলে ইসরায় তিনি যা ব্যক্ত করেন ভাতে মনে হয় যখন স্বর্গীয় ভিঠলভাই প্যাটেলের রোগলয়ার পাশে শুক্রায়ারত স্থভাষ উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন বোধ করছিলেন সেই সময় শ্রীমৎ ক্ষ্যাপা স্থভাষের স্ত্রুতি সন্নিকটে ছিলেন (এই উপস্থিতি কায়িক নয়)। স্থভাষের কাছে এই ইসারা উপস্থিত করে কোন প্রতিবাদ পাইনি এবং আমি যদি ভূল না বুঝে থাকি ভবে যা পেয়েছি সেটা সমর্থনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

পাদটীকা

- ১। গাড়োয়ালের পূণ্যক্ষেত্রে ভবানীপতি কিরাতরূপে বনবাদী অর্জ্বনের বীর্যাবস্তা পরীক্ষা করে প্রীত হয়ে যুগান্তকারী নিজশুল পাশুপত অস্ত্র অর্জ্জুনকে দান করেছিলেন। এই পুণাক্ষেত্রেই প্রমথেশের জন্ম হয়। পুরাকালে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে খাসিয়া জাতির বাস ছিল। এরা এখানে এসে বাহারটি গড় স্থাপন করে। থাসিয়ারা ভূত প্রেতের পূজারী ছিল, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। শঙ্করাচার্য্য এসে এদের বৈদিকমতে দীক্ষিত করেন। এই স্থানের নামকরণ করেন কেদারখণ্ড। তিনি क्लाबनाथ ७ वजीनात्थत मिलत निर्माण ७ यांभीमर्ठ ज्ञानन करतन। এই সময়ে সমতল থেকে দলে দলে ৰাক্ষণ, ক্ষতিয় জাতিয়েরা এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। খাসিয়াদের অধীনতা স্বীকার না করে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করতে শুরু করে এবং চাঁদপুর গড় দখল করে। এদের (খাসিয়াদের) রাজ: সোমপাল যুদ্ধে হেরে যায়। ৬৮৮ খৃফ্টাব্দের কথা। বঙ্গসন্তান রাজা কনকপালের সঙ্গে রাজা সোমপাল নিজ কলার বিবাহ দেন এবং যৌতুক দেন পনেরটি গ্রাম । এই রাজা কনকপালই টিহরী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী স্থাপন করেন শ্রীনগরে। কনকপালের সময় বস্থ বঙ্গসন্তান রাজ্বদরবারে চাকরী করতেন। আমাদের তারানাথ বাবা বলতেন-প্রায় বারশো বছর বাংলার সঙ্গে গাড়োয়ালের সম্পর্ক। এখানে ব্রাহ্মণদের তেরটি শাখা ছিল। তারানাথের পূর্ব্বপুরুষ এদেরই একজন মূলপুরুষ কনক-পালের সক্তে গৌড় থেকে ওখানে যান এবং বংশপরস্পরায় রাজ্বরবারে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকেন। তাঁরা বাংলার এইদ্ধির জন্য সর্ব্বাদাই আগ্রহ প্রকাশ করতেন, বাংলার প্রাচীন কীত্তি ও কৃতিত্বের গুণগান করতেন। উত্তর श्राप्तरम अन्न श्राप्त श्रक्ष श्रक्षान वाश्याय वाल जायानाथ मर्द्यमा वनाजन-जामि মনেপ্রাণে বাঙ্গালী।
- ২। হঠযোগ—হঠযোগ সম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে, যোগ কাকে বলে এবং যোগ কয় প্রকার ও কি কি সে সম্বন্ধে জানা দরকার। যোগ—কার সঙ্গে যোগ? পরমান্মার সঙ্গে মানবান্মার সংযোগ ও মিলনের নাম যোগ। যোগ সাধনার ধারা প্রাণ ও ইপ্রিয়সমূহকে বশীভূত করতে

भावतमहे खिनामि खर्छिनिक्क मांछ ह्य। खर्छिनिक्क मांछ हत जिलाक ज्ञान मछत हर भात । जनतान भठक्कि तालहन, ि छर्छि निर्तार्थय नाम त्यान । मांठ-छात्म खर्मिन हर्मिमनीय ि छर्छित्छिम् इ इयह खामात्म मांचन । मांठ-छात्म खिनिल हर्मि क्यां- एक्का क्या करत कर्रात मांचना वर महक्ष्मांग, किन्छ मत्न त्य श्रद्धि निर्वित निर्वार्था विदासहीन मर्थाम हत्न छात्म निर्दाय क्यां, क्या क्या च्वहे करिन । काम पिक हम छ त्कार्था छर्मिक हर्म, त्कांवरक मांछ क्यांच वा क्यांच क्यांच

মন্ত্রযোগ—সাধনভন্ধন, প্রণব বা ইউমন্ত্র জপ ধানি, সুল রূপের পৃজা ধানি জপ যজাদি করে মনকে ত্রাণ বা আয়ত্ব করার সাধন পদ্ধতি ও তদন্যায়ী প্রচেষ্টাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্রমন্ত্রী দেবতার আরাধনা করতে করতে মনেরও লয় হয়। আমাদের এই স্থুলদেহ—জাগ্রত অবস্থা, সৃক্ষ দেহ—সপ্লাবস্থা ও কারণদেহ—সৃষুপ্তি অবস্থা, এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে সাধক নিজ নিজ সৃক্ষ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির গতি অনুসারে অলৌকিক, আধ্যাত্মিক নামময় শব্দ বা মন্ত্র আর ভাবময় রূপ অবলম্বন করে মৃক্ত হন।

লয়যোগ—উক্ত উপায় দারা সাধক নিজ সৃক্ষদেহের মধ্যে অভীষ্ট দেবতাত্মক তৈতন্তময় সভার মধ্যে বিন্দুর সৃক্ষতম স্বরূপের ধ্যান দারা যে সকল লয়াদি কাজ হয় তাতেই তাঁর চিত্তবৃত্তিনিরোধ কারণদেহে লয় হয়ে যায়, এতে যে যোগসম্পদ ও মোক্ষলাভ হয় তাকেই—লয়যোগ বলে।

ী রাজযোগ—লয়যোগে অভ্যন্থ সাধক নিজ কারণদেহের অভিমানী আত্মা—প্রাক্তরপের সৃক্ষতম বরুপ প্রকৃত অহলার বা অবিদ্যারূপ সলিলে বন্ধ প্রতিবিধিত অহংরূপ অন্মিতাত্মক অভিমানমূক্ত জ্ঞান প্রমাত্মায় 'তং' বস্তুতে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দেবার জন্ম যে সকল ক্রিয়া করেন তাকেই রাজযোগ বলে। এতে মন ও শরীর বায়্ব নিশ্চল বা স্থির করে সমাধিষ্ঠ হয়। হঠযোগই রাজযোগের সোপান। 'হ'কার ও 'ঠ'কার—চম্রা সুর্যোর বা শিব ও শক্তির বোধক। শরীর বিশুদ্ধ না হলে হঠযোগ সাধন হয় না। বন্ধ, নিয়ন, আসন, প্রাণাত্মান, প্রত্যাহার, ধান, ধারণা, ধেতাদি

নানা প্রকার কৃচ্ছ সাধন ঘারা শোধন করতে হয়। প্রকৃতি সাধারণ মান্বের শরীর ও প্রাণে যে ধর্ম যে সামঞ্চ করেছেন হঠযোগী তা অতিক্রম করে প্রাণের মধ্যে এমন একটা উৎস খুলে দিতে চান যার সহায়তায় প্রকৃতির অজপ্র অফুরন্ত প্রাণশক্তির ভেতরে বিপুল প্রোত বহন করে আনতে পারে, যার ফলে মানুষের অলভা, অপরিচিত নানাপ্রকার নৃতন নৃতন বৃত্তি খুলে যায়। সাধকের অল্ভ ন্তর, অকল্পিত জগৎ, অভূত দৃটি প্রভৃতি বিবিধ অত্যাশ্চর্ম অলৌকিক শক্তি জন্মে। তারানাথ ব্রক্ষচারীও মার্কণ্ডেয় মূনি, মংয়েজনাথ, গোরখনাথ, জলল্পর, চর্পটি, চতুরঙ্গী, বিচারনাথের হায় আসনসিদ্ধি ঘারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রার ঘারা স্থিরতা, প্রাণায়াম ঘারা শরীরের লঘুতা, সুপ্ত কৃলকৃত্বলিনী শক্তিকে জাগিয়ে ঘট্চক্র ভেদ, প্রত্যাহার প্রভৃতি ঘারা স্থৈয়, ধ্যান ধারণার মধ্যে প্রভিত্ববানের প্রত্যক্ষ অনুভৃতি, সমাধি ঘারা নির্নিপ্ততা লাভ করে সাধনার প্রভাবে মোক্ষলাভ করেছিলেন।

হঠযোগীর সাধনপ্রণালী সিদ্ধ বা হঠমার অবধৃত ও সহজমার্গের সহিত অনেকটা সাধর্ম্য আছে। সিদ্ধাইদের সাধনার আবার তিনটি পথ আছে। যথা—অবধৃতি, চণ্ডালী ও বাঙ্গালী বা ডোম্বী। অবধৃতিতে বৈতজ্ঞান থাকে; চণ্ডালীতে বৈতজ্ঞান থাকে বললেও হয়, নেই বললেও হয়, আর বাঙ্গালী বা ডোম্বীতে কেবল অবৈত ভাব—বৈতের লেশমাত্রও নেই। এই মতের আদিগুরু নাথরূপী পরমেশ্বর। এক সময় এই নাথপদ্বীরা এত প্রবল হয়েছিল যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়সম্প্রদায়ই নাথদের পূজা করতেন। এই নাথেরা বাঙ্গলাদেশের রাজাদের ও বাঙ্গলদেরও জরু ছিলেন। এখনও বাঙ্গলাদেশের নাথযোগীগণ সকলেই নাথ-উপাধিধারা। নেপালে বৌদ্ধদের মংস্যেক্রনাথই প্রধান দেবতা। নেপালে এই পুরীর জগরাথদেবের রথযাত্রার মতেই খুব ধুমধাম করে রথযাত্রা হয়। যোধপুরে মহামন্দির নাথপদ্বীদের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। মংস্যেক্ত্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথকে এখনও তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ পূজা করেন। সাধক মংস্যেক্ত্রনাথকে মীননাথও বলা হয়। ইনিই নাথপদ্বের প্রবর্তক। 'কৌলজ্ঞান বিনিশ্চয়' মংস্যেক্ত্রনাথের একটি বিশিষ্ট তন্ত্রপ্তয়। এই গ্রন্থ থেকে একটি সাধন ইক্সিত এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট (পস্থ)। কর্ম ক্রক সমধিক পাঠ।। কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা। কমল মধু পিবিবি ধোকেন ডমরা।। গুরুর কৃপায় সাধকের প্রদয়-শতদল ফুটে উঠেছে, নিতাই সে সেই ক্মলের মধুপান করবে, তাতে তাঁর অদ্বৈতবাদের আর কোন সন্দেহ থাকবে না। গোরক্ষনাথের আরও অনেকগুলি যোগ সম্বন্ধীয় বই আছে। ধ্বা—গোরক্ষ সংহতি, গোরক্ষবিজয়, গোরক্ষশতক ও গোরক্ষকল্প' প্রভৃতি। ইঠযোগ প্রদীপিকার একটি শ্লোক এন্থলে উদ্ধৃত হল।

মন থীরিতে পবন থীর, পবন থীরিতে বিন্দু খীর। বিন্দু থীরিতে কন্দ থীর, বলে গোরক্ষদেব সকল থীর।।

ষ্ট্চক্রভেদ যোগীদের অশুতম প্রধান সাধন। অধঃশক্তি মূলাধারে আঁধার পথে ত্রিপুরাভৈরবীশক্তি দেবী কুগুলিনী আছেন। তিনি সুর্যা স্বরূপ ও বাসনাময়ী। এই কামরূপিণী কুগুলিনীকে মূলাধার থেকে সহস্রারে উঠাতে পারলেই আর জন্মাতে হয় না। হংস জপও তেমনি আর একটি মুখ্য সাধনা। হংস মন্ত্র কি? এ সম্বন্ধে গোরক্ষ সংহিতায় বলা হয়েছে—

> হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংস হংসেত্যসুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।।

জীবাদ্মাই সমস্ত সুখহুঃখ শোকতাপ আধি-ব্যাধি ভোগ করে। আমরা দিবারাত্র শ্বাস প্রশ্বাসে ২১৬০০ বার অজপা (রাভাবিকভাবে) গায়ত্রী হংস মন্ত্র জ্বপ করছি। নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিতে না পারলেই মৃত্যু। তাং হং শিব বা মৃত্যুশ্বরূপ। ইহা মোক্ষদায়িনী।

পূর্বেব বলেছি, হঠযোগীর মূল কথাই চক্র সূর্য্য বা শিবশক্তিকে একীকরণ।
এঁরা বলেন যে বৈষম্যই জগতের উৎপত্তি ও দৃশ্যমানতার মূলকারণ, যার
থেকে জগং ফুটে উঠে। যতক্ষণ তার সাম্যাবস্থা থাকে ততক্ষণ জগং থাকে
না। এটাই অন্তৈত বা প্রলম্ন অবস্থা। সামাডক্ষ হলেই বৈষমা, দ্বন্দ্র বা
কৈডভাবের উদয় হয়—ইহাই সৃষ্টি বীজ। হটি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি পরস্পরকে
উপমর্দ্ধন করে ছিতিরপে নিক্রিয়ভাবে থাকে, তারা যথন সমত্ত তাগ
করে, যথন তাদের মধ্যে গুণপ্রধান ভাব জাগে তখন সৃষ্টি ও সংহার হয়।
বিহংশক্তির প্রাধান্তে সৃষ্টি আর অন্তঃশক্তির প্রাধান্তে সংহার হয়। ছিতি
ফুই শক্তির সমানতার নিদর্শন। এই ঘুটি শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ছানে ভিন্ন
ভিন্ন নাম দেওয়া হয়। শিবশক্তি পুরুষপ্রকৃতি শব্দ মূলতঃ এই আদি ঘন্দেরই
বাচক।

সাধক ভারানাথ প্রায়ই নিম্নোকৃত গানটি ডাব্তার গলাধর দীর্ঘাঙ্গী মহাশয়কে গাইতে বলতেন।

জয় মা তারা আদাশন্তি, জয় মা তারা তোমারি জয়,
তোমাতেই ছিতি, তোমাতেই উৎপত্তি, তোমাতে জীবের হয় মা লয়।
জল-বিশ্ব যথা জলেতে উঠিয়ে, কলতরে তাহে ভাসিয়ে ভাসিয়ে,
ভোগ অবসানে লক্তিহীন হয়ে পুনঃ সেই জলে মিশায়ে যায়।।
পূর্ণাশন্তি তথা তব-শক্তি বলে
জীবগণ ভবে চলে কলে, বলে।
সে শক্তির অভাব হ'লে মা ঘটে, মানুষ তারে মরণ কয়।।
কথন কি ঘটে, কিরূপ মা কর কিঞিং মহিমা জানেন শক্তর,
তাই শিরে ধরি শভ্রু গঙ্গাধর, কথন পতিত পদে শবের প্রায়।
নৈশ সমীরণে প্রেম পরিচয়, ইশায়া ইঙ্গিতে কি জানি কি হয়,
শাস্তবী তারিণী তোমারই জয়॥
জ্ঞানানন্দ রূপে এ ঘটে আসিয়ে
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অজপা জপিয়ে
হংস মল্ল শেষে উলটাইয়ে
সোহহং হয়ে তোমাতে মিশায়ে যায়।।

৩। তারাক্তোত্র। মাত্র্নীলসরম্বতী প্রণমতাং সেতিনা সম্পদপ্রদে, প্রত্যালী পদস্থিতে শবছদি স্মেরাননাস্ভোক্তহে। ফুল্লেন্দীবর লোচনত্রয় মৃত্তে কর্ত্রী কপালোংপলে, খড়াঞ্চদধতাং ছমেব শরণং ছামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥১॥ হে মাতঃ নীলম্বরতী! হে প্রণতন্ধনের সৌভাগ্যসম্পদদায়িনী! ভূমি শবরূপ শিবছদে দক্ষিণপদ প্রসারণ পূর্বক বামপদ সক্ষোচ করিয়া দণ্ডায়মান আছ। ভূমি পদ্মাসনে ইয়ং হাস্ত করছ—চার হাতে কাটারা, কপাল, পদ্ম এবং খড়া ধরে আছ। ভূমি জগতের আশ্রয়, ঈশ্বরী। অতএব, তোমাকে আশ্রয় করি। বাচমীশ্বরি ভক্তকল্পলভিকে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিরীশ্বরী নীলেন্দীবর লোচনত্ত্রয় মৃত্তে কাক্ষণ্যবারাংনিধে, সৌভাগ্যায়্ত বর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চত্বমস্মাদৃশম্॥২॥ হে বাগীশ্বরি! ভক্তগণের কল্পভান্তরূপে! হে সর্ব্বার্থসিদ্ধিরীশ্বরী! ভূমি গল্গ প্রাকৃত্বত পদ্মরচনা ও সর্বব্বজ্বারূপ সিদ্ধি প্রদান কর, ভোমার তিনরন নীলপদ্মের ক্যায় শোভিত। ভূমি কক্ষণাসাগ্র, অভএব কৃপা করে দৌভাগ্যক্রপ স্থাবর্ষণ করে আমাদের মত ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করে। সর্ব্বে



বহুরমপুরেব উমাবনম্ আশ্রমে তারানাধেব সমাধিমন্দিব

ENERSO MANE JUNE CARE - ENDE AL A MANE
MACO 1712 - LEVE - CANASET 2-interes - Now - HILLED . CONTINE গ্রন্থক লিখিত পত্তে ভারানাথের বাক্ষর 一下 22-4-3-438-19/8 availa-Win walk-78 C いろうりて

শর্কসমূহ-পুরিততনো সর্পাদিবেশোজ্ঞলে, ব্যান্তত্ত্বপরিবীত। সুন্দরকটি ব্যাধৃতঘন্টাল্কিতে। সদ্য কৃত্তপলক্তকঃ পরিলসম্মৃত্বয়ীমূধ'জ, গ্রন্থিত্রেশিন্মৃত্বদামললিতে ভীমে ভয়ং নাশর ৪০৪ হে সর্ব্যরুগে, হে সর্ব্যগর্কপূর্ণদেহ
থারিণি ও সর্পাদি বেশে উজ্জ্বলরুগধারিণি! তুমি ব্যান্তচন্দার্ত সুন্দর
কটিতটে ক্ষুদ্র ঘন্টা ধারণ করেছ, সদাদির রক্তাক্ত হুই নরমূত্তের
কেল্ছারা মালা গেঁথে গলায় ধারণ করেছ। হে ভীমে! আমার ভয়
নাশ কর।

भाशानक-वित्वक-क्रभनना विकामिष्टलाचित्रक, दूर करेकाव्रमशी ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ। মৃতিত্তে জননি ত্রিধা সুঘটিতা তুলাতি সৃক্ষাপরা, বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাপ্তং নু তামাশ্রয়ে ॥৪॥ 'তুমি भाषा ও অনকের বিবেকরপ ললনা, তুমি বিদ্ধাণিরির চন্দ্রত্ল্যা, তুমি 💒 ফট্ কার রূপা ও মন্ত্র শ্বরূপা হও। তুমি আমার মত ব্যক্তির আদ্রয়। হে জননি! তোমার মূর্ত্তি স্থুল অতি সৃক্ষ ও পরা, এই তিন রূপে বিভক্ত হয়েছে, বেদও তাহা জ্বানে না। আমি কোনওরূপে পেয়ে সেই মৃর্ভি আশ্রয় করলাম। ত্রংপাদাম্বুজ সেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছতি সাযুজ্যতাং, তহ্য শ্রীপরমেশ্বরি जिनयन बजापिनामाजानः। नःनाबाध्यधिमञ्चान भर्षेजन्न परवस्यभूषान्, সুরান্ মাতত্ত্বং পদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দর্ধী: সেবতে ॥ ৫ ॥ হে পরমেশ্বরি ! পুণ্যবান্গণ তোমার পাদপল সেবা করে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন, ব্রহ্মা ও শিব সমান হয়েন। কিন্তু দেবেক্স প্রভৃতি সুরগণ তাঁকে সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত করতে চেষ্টা করেন, তবে মন্দবুদ্ধি মনুষ্ঠ কি নিমিত্ত তোমার পদ সেবাতে বিমুখ হয়ে তাদের সেবা করবে। মাতত্ত্বংপদপক্ষজ-দ্বয়রজো মুদ্রাঙ্ককোটিরিণ, স্তে দেবা জয় সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কেণতাঃ। (मरवार्द्धः चुवान न म नम देखि न्निकाः वश्तः भरत, चच्चाः নিয়তং যথা সুভিরমী নাশং বজাতি রয়ম্ ॥৬॥ হে মাতঃ। তোমার পদক্ষলরক্ষতে গাত্র মুদ্রাঙ্কিত করে দেবগণ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ভোষার क्लाए भन्न करतन, किन्छ जाम कर कह कि पानि प्रविधा, আমার সমান আর কেহ নেই—এই স্পর্জা করে নিয়ক্ত প্রাণ হারিয়ে থাকেন।

ত্বনামন্মরণাং পলায়নপরা দ্রস্কুঞ্চ শক্তা নতে, ভৃতপ্রেতপিশাচ রাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ। দৈতাদানবপুক্ষবাশ্চ খচরা ব্যাদ্রাদিকা জন্তবা, ভাকিন্তঃ কৃপিতান্তকশ্চ মনুজা মাতঃ ক্ষণং ভৃতলে।। ৭।। ভোষার নাম শারণ করলে ভূত প্রেড পিশাচ, রাক্ষস যক্ষ নাগাধিপ দৈতা, দানবরাজ, আকাশচারী, ব্যাদ্রাদি জন্তুগণ, ডাকিনী ও কুপিত যমও পলারন করে, পৃথিবীতে তারা ক্ষণকালও তোমার নাম শারণকারী জনকে দেখতে সমর্থ হয় না। লক্ষীঃ সিদ্ধিগণশ্চ পাতৃকমুখাঃ সিদ্ধান্তথা বারিণাং স্তম্ভ্রুণাপি রণাঙ্গণে গজ্মটা স্তম্ভরতথা মোহনম্। মাতত্ত্বপদ সেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যত্তি তে ডেগুণাঃ, কান্তিঃ কান্তমনোভবস্ত ভবতি ক্ষুদ্রোহিপি বাচম্পতিঃ।। ৮।। হে মাতঃ! তোমার পাদপদ্ম সেবা করলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। সিদ্ধাণ, অধামুখ রুদ্রান্তরগণ, জলের সিদ্ধাণ বশীভূত হয়; ঐ ব্যক্তি শক্তন্তম্ভ, বৃদ্ধন্তলে গজ্মভঙ্জ ধেনাহন করতে সমর্থ হয়। অধিক কি, সে কামকেও জয় করে এবং ক্ষুদ্র হলেও বৃহস্পতিত্বলা হয়।

- ৪। ভৈরব ও ভৈরবী—ভৈরব শিবাবতার আর ভৈরবী ঐ ভৈরবের সাধনসঙ্গিনী—দশমহাবিদ্যার একবিদ্যা। ইনি সকল হুঃখ নাশ করেন, ষম যন্ত্রণা দূর করেন; তাই তাঁহার নাম ভৈরবী। সাধারণত গুরুপরম্পরায় এদের পরিচয় পাওয়া যায়। আদি ভৈরবীর সন্তানদের কোলসম্প্রদায় বলা হয়। হরিবংশ গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, মহামুনি হুর্ব্বাসা হতে আগমের প্রচার। অন্তর্শান্ত্রে আগম শব্দের তাংপর্য্য এরুপ দৃষ্ট হয়। আ+ n + ম, এই তিন আদ্য বর্ণের সমন্তরে আগম শব্দ গঠিত। আ—শিবমুখ হতে আগত; n—গিরিজাম্রুতিগত; ম—বাসুদেব সম্মত, ইহাই আগম। আর নিগম শব্দটিও পুর্ব্বোক্তরূপে নি+ n+ ম, আদ্য বর্ণত্রেরে মিলনে উংপন্ন। নি—গিরিজামুখনির্গত, n—গিরীশক্রতিগত, ম—বাসুদেব সম্মত = নিগম, অবৈতাদি তিনটি মার্গের পুনঃ প্রবর্ত্তন হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ হর্ব্বাসা মুনির নিকট ৬৪ (চৌষট্রি) খানি অবৈড নিগৃছ্তত্ত্বীয় তন্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। স্থাচীনকাল থেকেই এই তিনটি মার্গের তিনটি মঠ ছিল। এছাড়াও আর একটি মঠের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটি হ'ল এই কামরূপ পীঠ। কৌলসম্প্রদায় এই সকল মঠের মঠাধাশ।
- (৫) চক্রানুষ্ঠান—নিরুত্তর তত্ত্বের ১০ম পটলে এবং মহানির্বাণ ও কুলার্পব তত্ত্বে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বীরসাধক ও কৌলাচারী কুলযোগীগণই চক্রের অনুষ্ঠান করবেন। ব্রহ্মমন্ত্রে সিদ্ধ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ সাধককে চক্রেশ্বর করে ভত্তচক্রের অনুষ্ঠানে ভৈরবীর উপস্থিতিভন্তসম্মত। ভৈরবী বা নারী বাজীতও এই সাধনা উচ্চত্তরে সাধিত হয়। বামাচারী বামদেশ এই ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠানে যোগদান করে চক্রেশ্বর গদ গ্রহণ করলেন—

উদ্দেশ্ত ব্রহ্মচারী তারানাথকে কোনাচার শিক্ষা দেওয়া। বীরাচারী সাধনা ন্তরে ব্রহ্মকে উপলব্ধির সহায়ক হিসাবে চক্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সাধনায় পাশ বা অন্তরায়-ক্রজা, ঘূণা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল ও জাতি। এই অফপাশ বা বিদ্ন অপসারণ করার জন্ম নানা রকম কৌশল ও ব্যবস্থা আছে। যতক্ষণ পাশবদ্ধ ততক্ষণ জীব, পাশ মুক্ত হলে শিব। বীরাচার থেকে দিব্যাচারে উঠতে বলে ভেদজ্ঞান থাকলে এই উন্নত অবস্থা দিব্যভাবে সাধক প্রবিষ্ট হতে পারবেন না। অষ্টপাশ ছিল্ল করে মনকে উদার অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে, জাত্যাভিমান ত্যাগ করে। নীচজাতীয় স্ত্রীপুরুষ রজকাদি সপ্ত জাতি ও উপেক্ষিত হাড়ী ডোম চণ্ডাল প্রভৃতিকে তাঁদের নিজ নিজ স্ত্রী বা পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে শক্তি সাধনায় চক্রানুষ্ঠানে গ্রহণ করতে হয়। এই অনুষ্ঠানে ভৈরব ও ভৈরবীর উপস্থিতি ভন্তসম্মত। চক্রানুষ্ঠানে চক্রাকারে যারা চক্রে বসেন তাঁদের মধ্যে কুমারীগণই শ্রেষ্ঠা; তাঁদের পূজা করতে হয়—চক্রের প্রভাবে তাঁরাই দেবীতৃল্যা হন। চক্রের অবসানে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জন্ম (বৃত্তি) গত জ্বাতিতে এই চক্রের নিয়মানুসারে শৈব-বিবাহের আছে—এতে বয়স বা বর্ণ-বিচার নেই। নরনারী একত্রে ধর্মানুশীলন দ্বারা সহজাত মনোর্তিগুলি সংযত করে ওগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করে। একলা এই চক্রের অনুষ্ঠান হয় না। স্ব-শক্তি আটজনের বেশী চক্রে বসবার নিয়ম নাই। চক্রে বসতে হলে যোড়ে বা যুগলে সাধক ও সাধিকাকে চক্রাকারে विभित्त श्रीम मिक्टिमर अर्फना करति रम । कथाल जिनकमान रूमा-जन्मन श्रमामि দিয়ে অর্চনা করতে হয়। প্রথমে দক্ষিণ দিকে গুরু-শক্তি তার দক্ষিণে গুরুকে विमाद्य अभवाभव मिक्क-माधकरमव रेकार्छ-किन्छेकरम यथावी जि वमार इया। গুরু পুত্র, গুরুজাই এ গুরুবংশকে বামে বসাতে নেই। প্রকৃতি ও পুরুষ হু'টি পৃথক সন্থা নয়। ঘটিকে একত্রিত হয়ে আপন আপন পূর্ণতা লাভ করার জন্ম এই অনুষ্ঠান। অমানিশার ঘোরান্ধকারে মহানিশায় নির্জ্জন নিস্তন্ধতার নিভৃতে क्रभायीयन मन्भन्ना, नाम्यस्यी यूवछी जी वीदानादी माध्यक्त मतन नानम्। উদ্রেকের পরিবর্ত্তে মহামায়া মহেশ্বরীর রূপ ধারণ করে। তখন সমস্ত লৌকিক জগৎ দৃষ্টিপথ থেকে সরে যায়, তখন আর বাসনা কামনা থাকে না--নরনারীর চিত্ত ওমভাবে সমর্পিত ও সমাধিত্ব হয়ে পুরুষ প্রকৃতি শিবশক্তির কামশৃত মहाভাবের উদয় হয়। সাধক এই নারীমূর্তির মধ্যে মহামায়া মা মহেশ্বরীর क्रभ (मर्थन, जबन (पर मन कामवामना विविक्किण रय।

পঞ্জত্ব। মদ্য মাংস মুদ্রা ও মৈথুন বারা দেবীর উপাসনা করতে হয়---वारम मुन्नती युवजी जी, मृत्य मिनता, रत्छ भानभाव, मलतक अक्रिका, अनरम ভগবতীর ধ্যান জিহ্নার মন্ত্রজ্প। অনভিজ্ঞ লোকের ধারণা, মদ্য মাংসাদি পরস্ত্রী গমন প্রভৃতি যথেচ্ছাচারই বুঝি বা তন্ত্রসাধনার অঙ্গ। তারা জানেন না যে, ভোগ-প্রবৃত্তিগুলিকে ধীরে ধারে বিধি-নিষেধের ঘারাই বশীভূত করা তান্ত্রিক সাধনার উদ্দেশ্য—যেমন মদ্যপকে মদ্যপান ত্যাগ ও ব্রেণকে স্ত্রীলোকে আসন্তি ত্যাগ। ব্রহ্মরন্থেকে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয় তাহাই মদ্যপান-মদসাধনা। বাক-সংযমী অর্থাৎ মোনী থাকাই-মাংস সাধনা; প্রাণায়াম শ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করে মনকে নিশ্চল করাই—মংস্য সাধনা। মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগসাধন দ্বারা ষ্ট্চক্র ভেদ করে মস্তকে সহস্রদল-কমলে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত মিলিত করার নাম মৈথুন। তন্ত্রশাস্তের শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ না জেনে তন্ত্রসাধন পদ্ধতিতে অপ্রবিষ্টগণ মৈথুন শব্দের কদর্থ করেন স্ত্রী-সম্ভোগ। তন্ত্রে স্ত্রী-সম্ভোগ ত দূরের কথা, স্ত্রীজাতির প্রতি কোন প্রকার অপমানসূচক বা অশালীন কথা বলাও অপরাধ। চক্রে স্বকীয়া শক্তি বা স্ত্রীতে সংযমী হতে হয়। কামনা-বাসনা বহ্নির সমতায় গভীর সত্তার উর্দ্ধশক্তি ভক্তির উন্মেষ হয়—জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা, ভক্তি হৃদয়ের বিশুদ্ধতা আনায়ন করে। ভক্তির স্ফুরণে আসে হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও আনন্দ আর মহাশক্তির উন্মেষ। এই মহাশক্তি বন্ধসৃষ্টি ছিন্ন করে জ্ঞানের উদার স্থিতি ও প্রশান্তিতে দেয় প্রতিষ্ঠা—ইহাই মৈথুন।

৬। শিম্পতলা—বামদেব বলতেন শিম্পতলার আশ্চর্য্য মাটি। তারা-মা আমার শ্মশানবাসী। বাহ্য শ্মশান ঐহিক লীলার শেষাঙ্কের রক্ত্মি—এখানে রাজাপ্রজা-ধনীনির্ধনী পণ্ডিতমূর্য সাধু অসাধু, নরনারী শিশুর একই পতি। এখানকার দৃশ্য দর্শনে হদয়ে বৈরাগ্য ও ধর্মভাব জাগে। দেহের নশ্বরত্ব দেখে ক্ষণিকের জন্ম হলেও শ্মশানবৈরাগ্য উদ্রিক্ত হয় জীবের হৃদয়ে। এই শিম্পতলায় বশিষ্ঠের বেদীতে বসে ধ্যান ধারণা করলে সহজ্বেই একাপ্রতা আসে। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে প্রতায়েকভানতা বা একরপ ভাবনা বলে। মনের একাগ্রভ্মিতে কোন বস্তু নিয়ে ধ্যান আরক্ত হয়। ভাবনা দৃদীভূত হ'লে জ্ঞাতাজ্যে জ্ঞান-জ্ঞেয়ে পরিণত হয়। তখনই ধ্যানকে ধারণা বলা যায়। এই একমাত্র জ্ঞোন-জ্ঞেয়ে পরিণত হয়। তখনই ধ্যানকে ধারণা বলা যায়। এই একমাত্র জ্ঞোনসন্থন ধারণা ক্রমশঃ সমাধিভাবাপর হয়—সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিও নিরোধ হয়। তত্ত্বে এই সমাধিদশার অবস্থাকে জ্ঞাতমণ্ডল বলে—কারণ তখন জগতের জ্ঞান ভূবে গিয়ে আত্মা কি এক জ্ঞাত জগতে বিচরণ

করে। ডয়ের পঞ্চক্র পর্যান্তই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুং ব্যোমের লীলা—
ধর্চে মনের লয়, সপ্তমে রূপ ভাবাতীত খুক্ত। মন ষট্চক্র ভেদ করে সপ্তম
চক্রে না উঠলে এ অবস্থা হয় না। বৌদ্ধতন্ত্রে এই অবস্থাকে নির্বাণ বলে। এই
অবস্থার পর অথপ্ত সন্তার অথপ্ত জ্ঞান ভাসে—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের
পূর্বের মন বুদ্ধি অহং-জ্ঞানের লয় অবস্থাই অস্তঃশ্মশান। শ্মশানেই
তারা বা ত্রাণকারিণী বিদ্যায় স্কুরণ হয়। এই শিম্লতলায় মহাদ্যা বশিষ্ঠের
সিদ্ধাসনে বসে থাকতে থাকতে আপনিই মনে শ্ব্যভাব জ্ঞাগে।

৭। অভিষেকের আবশ্বকতা—নিরুত্তরতন্ত্র ও বামকেশ্বর তন্ত্র উল্লিখিত আছে, অভিষিক্ত না হয়ে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দীক্ষা গ্রহণ করেই কুলধর্ম বা শান্ত্র-নির্দ্দিই পৃজাচ্চ নাদি করেন এবং সকলকে অভিষেক ব্যতীত সিদ্ধবিদ্যা মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন, তিনি চক্রস্থ্য্যের স্থিতিকাল পর্যান্ত ঘোর নরক ভোগ করেন।

বামকেশ্বর তন্ত্রের পঞ্চাশত পটলে দৃষ্ট হয়—শাক্তাভিষেক ভন্তরাধনার প্রথম অধিকার; দ্বিতীয়ক্তম—পূর্ণাভিষেক, ডদনন্তর ক্রমদীক্ষাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিষেক মহাসাম্রাজ্য বা মহাপূর্ণাভিষেক ইত্যাদি দীক্ষাও ব্যবস্থিত রয়েছে। আজও বঙ্গের গঙ্গাসাগর সমাপে নিভ্ত অব্যক্ত প্রাচীন মঠে উক্ত সাধন-পদ্ধতি অতি সংগোপনে সংরক্ষিত আছে। বঙ্গদেশই তান্ত্রিক সাধন ও শিক্ষার মূলপীঠ বা কেন্দ্রস্থল।

ভরুর আশীর্কাদ ও তং কর্তৃক অভিষেকরপ সাধনশক্তি প্রয়োগ বা দৈবী আন্দোলন ব্যতীত কিছুতেই সাধনমার্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সেজপ্রাই এই অভিষেক প্রথা। অভিষিক্ত না হলে কৃলকর্ম, উপাসনা বা সাধনভজন ফলপ্রদ হয় না। দীক্ষার প্রভাবে সাধকের সঞ্চিত অভভ কর্মফল নয়্ট হয় ও সঞ্চিত ওভকর্মসমূহের অনিমাদি অফীসিদ্ধিতে পর্যাবসান । হয়, কিছ প্রারক্ষ কর্ম অবশ্যই ভোগ করতেই হয়। প্রারক্ষ ফল দেহ-ভোগাবসানে শেষ হ'লে দীক্ষিত সাধক উর্জ্বলোকে পমন করেন। সেখানকার ভোগ সমাপ্ত হলে ভোগবাসনা অতৃপ্ত থাকলে ঐ বাসনার অনুরূপ ভোগের জন্ম লোকান্তরে নীত হয়। এইরূপে ওভকর্মের ফলে বৈরাগ্যের উদয় হয়।

বৈত অবৈতবাদের মূলাধার গুরুকরণ ও প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ করে প্রভাক সাধককেই সাধনপথে অবৈতসিদ্ধির জন্ম অগ্রসর হতে হবে। এই দীক্ষা কুলগুরুর নিকট নিতে হবে। এখানে কুল অর্থ বংশ নহে, কুল অর্থ বন্ধ বা বক্ষশক্তি। কুলদীক্ষা, কুলপদ্ধতি, কুলকুগুলিনী, কোল ও কুলীনাদি শব্দ একমাত্র বক্ষশক্তিকে বৃষায়। কুলগুরু অর্থে বক্ষজ্ঞান বা বক্ষশক্তি-জ্ঞানপৃষ্ট গুরুকে বৃষায়। গুরুবংশে বংশপরস্পরায় কালীতারাদি সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞ দিব্য বা সাত্ত্বিক শক্তি থাকে—দশম পুরুষ পর্যান্ত সাধন-সামর্থ্য দেখতে পাওয়া হায়।

বাম সম্প্রদায়ের দীক্ষা লোকিকী নয়, যোড়শোপচারে পূজা হোমাদির প্রয়োজন হয় না। আগমশান্ত্রে পরমান্ত্রা শিব তিন প্রকার দীক্ষার উপদেশ দিয়েছেন—যথা, শাস্তবী শাক্তী ও মান্ত্রী। শাস্তবী দীক্ষায় প্রীপ্তরু দর্শন, স্পর্শন বা সন্তায়ণ প্রাণায়ামাদি মাত্রেই জীবের তংক্ষণাং জ্ঞানোদয় হয়। শাক্তী দীক্ষায় দিব্যক্তানচক্ষু বিশিষ্ট গুরু দিবাজ্ঞান সহায়ে শিক্ষের ভিতর নিজ্ঞাক্তি প্রবিষ্ট করিয়ে তাহার প্রাণে ধর্মভাব জাগ্রত করে দেন। মান্ত্রী দীক্ষায় মণ্ডল একে ঘটস্থাপন ও দেবতার পূজাদি করে শিষ্যের কানে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বকে ইন্টমন্ত্র দিতে হয়। তারানাথ বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণের উপনয়ন সময়ে বেদ-মাতা গায়ত্রী মন্ত্রের যে দীক্ষা হয় উহা শ্রেষ্ঠ দীক্ষা। ব্রাহ্মণদের স্বতন্ত্র কর্ণগুদ্ধি দাক্ষার দরকার হয় না, একেবারেই তাদের শাক্তাাভিষেক হতে কাজ আরম্ভ হয়। শুক্রাদির হরিনাম মন্ত্রে কর্ণগুদ্ধি হয়। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক দরকার।

৮। কলেশ্বর ও কপিলেশ্বর শিবতীর্থ—চক্রচ্ছ নামে একখানি প্রাচীন বই থেকে জানা যায় যে বীরভূমের মধ্যে ঢেকার রাজা রামজীবন রায় তপস্থা করার উদ্দেশ্থে একবার যোগেশ্বর নামে শিব মন্দিরে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন—কলেশ্বর গিয়ে তপস্থা কর। তিমি কলেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দৈববাদী শুনলেন, ভাগীরথীর তীরে এক কল্টকময় বনে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে এক শিবলিক আছেন। পদ্ম নামে মহানাগ ওকে রক্ষা করছে। তুমি সেই কপিলেশ্বর তীর্থে গিয়ে তপস্থা কর। একদিন রাভ হপুরে রামজীবন কাউকে কিছু না জানিয়ে রাজ্ধানী ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে হঠাৎ একজন ধর্বাকৃতি (বেঁটে) ব্রাক্ষণকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত গভীর রাতে এখানে কি জন্ম এমেছ? তুমিই বা কে? রাজা তার স্বপ্নাদেশ দৈববাণীর কথা বাক্ষণকে জানালেন। ব্রাহ্মণ কিছু না বলেশ্বধু আকুল দিয়ে ইশারায় সেই জায়গাটি দেখিয়েদিয়ে অল্ক হয়ে গেলেন।

রাজা চোধ ফিরিয়ে আর রাক্ষণকে দেখতে পেলেন না। ডিনি হা-হতাশ করে বলতে লাগলেন—হার, হায়! পেয়েও হারালাম! ছঃখে অভিভূত হয়ে রাজা ছ'দিন ছ'রাত নিরস্থ উপবাস করে সেখানে অবস্থান করেন। স্থয় দিন পূর্ব্বের স্বপ্নাদেশের পরে রাজা পুনরায় স্বপ্নাদিই হন যে, কলেশ্বরে গিয়ে এক মন্দির তৈরী ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্ম। এই মন্দিরটির ন'টি চূড়া আজও বর্তমান। এদিকে রাজার মন্ত্রী আর দেওয়ান কালিদাস বিশ্বাস রাজাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে চারিদিকে লোক পাঠান; নিজেরাও লোকজন নিয়ে বাজাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা রামজীবন তাদের তাঁর স্বপ্রাদেশের কথা বলেন, আর তাদেরকে এখানে মন্দির তৈংী করে দিতে আদেশ দিলেন। মন্দির তৈরি হল। মাটি ফুঁড়ে মন্দিরের মধ্যে শিব আপনিই উথিত हरना। এডাবেই কলেশ্বর শিবের উৎপত্তি হয়। কলেশ্বরের সম্বন্ধে थवान थानिष আছে, कलमात्रत पूर्व नाम हिल **भार्वरौ**भूत- एका খেকে এক ক্রোশ উত্তরে। স্থানটি পূর্বের জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কথিত হয়, এখানে কলাসুর নামে এক অসুর বাস করত। কলেশ্বরের কাছেই বিল্পগ্রাম বা বেলগাঁয়ে বিশ্বাসুর নামে আর এক অসুর বাস করত। কলাসুর ছিল পার্ববতীর ভক্ত এবং বিহাসুর ছিল শিবের ভক্ত। কলাসুরের এক মেরে ছিল—নাম তার কলাবতী। এই কলাবতী ও বিত্থাসুরের মধ্যে প্রণয় হয় বিশ্বাসুর বিবাহ করার জন্ম তাকে হরণ করে বেলগ্রাম লুঠ করে। ফলে উভয়ের মধ্যে তুমুল মুদ্ধ হয়। বহু বছর ধরে এই মুদ্ধ চলে। অবশেষে হরগৌরী এসে এদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেন। এরা চ্ছ্রুনে বর চান, হর হবে কলেশ্বর। সেই থেকে এখানে কলেশ্বর শিব বর্তমান আছেন। শিব মন্দিরের পূর্ব্বদিকের পার্ববতী মন্দির প্রাকৃতিক বিপ্লবে ধ্বংস হয়ে যায়। এই অসুর মুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে কলেশ্বর ও বেলগ্রামের লোকেরা প্রতি বছর আষাঢ় মাসে অস্ব্রাচীর দিন একটি কৃত্রিম যুক্ষের অনুষ্ঠান করত। এতে বছলোক হতাহত এবং খুন জ্বমও হত। এজন্ম हेश्त्रक गर्जनारमन्ते बहे बुक्षानुष्ठीन वक्ष करत एन। वित्रकृत्र विवत्न, বিতীয় খণ্ড]

৯। কিরীটেশ্বরী—বর্ত্তমান মুর্লিদাবাদ সহরের ভাগীরখীর পশ্চিম তীরে ডাহাপাড়া সাধু ক্বংবন্ধুর আত্রম থেকে আধক্রোশ পশ্চিমে একটি ক্ষপন্নী দেখতে পাওৱা যায়, উহার নাম কিরীটকণা। স্থানটি এখন প্রাক্ষ ক্ষলময়, শান্তির নিকেতন। মুর্গিদাবাদের মধ্যে এরকম বৈরাগ্যোদ্ধীপক স্থান অতি বিরল। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির জ্বাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে—তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের অধিষ্ঠাত্তী কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দির অশ্বতম। মহাপ্রভু চৈতগুদেবের সময় মঙ্গল বৈষ্ণব ও তার পূর্ব্বপুরুষণণ দেবীর সেবক ছিলেন। কানুনগো দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর গুপ্তমঠ নামে প্রাচীন মন্দির সংস্কার করে ভৈরবের মন্দির নির্দ্ধাণ আর কালীসাগর নামে একটি বৃহৎ দীঘি খনন করে দেন (মুর্শিদাবাদ কাহিনী)। মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের অদ্বরে বড়নগরে নাটোরেশ্বরী পুণ্যক্ষোকা প্রাতঃশ্বরণীয়া রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত সিংহ্বাহিনী রাজ্বাজ্বেশ্বরীর মন্দির ও পঞ্চমুগু আসন এবং শিব মন্দির। একদা এখানে দিনের বেলাফ গৃহযোগী রাজ্বা রামকৃষ্ণ বড়নগরে পঞ্চমুগুরি আসনে সাধনা করতেন আর রাত্রিতে সাধনভজন চলত কিরীটেশ্বরী মন্দিরে (মুর্শিদাবাদ কাহিনী: শ্রীনিখিলনাথ রায়)।

১০। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা— ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাদ অধ্যায়ে তৃতীয়, চতুর্থখণ্ডে আরুণেয় শ্বেডকেতু ও পালালরাজ প্রবাহনের পঞ্চপ্রশ্বাক্ষক আশ্বায়িকার পঞ্চাগ্নি বিদ্যার বর্ণনা আছে। ছিজাতির পক্ষে যাবজ্জাবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান আছে। এই যজ্ঞে প্রধানতঃ সকাল ও সন্ধ্যায় অগ্নিতে আছতি দেবার নিয়ম। মধ্যাহ্নকালে আছতি কর্মীর ইচ্ছাধীন। জ্বাগ্নিহে ব্যক্তির মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত আছতি দ্বারা অন্তরীক্ষাদি লোক-পরম্পরাক্রমে পিত্লোকে গমন করে। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আবার ছালোক পর্ক্তন্ত, পৃথিবা, পুরুষ ও প্রী এই পাঁচটি পদার্থর মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রাণীদেহ লাভ করে। অগ্নিহোত্ত যজ্ঞ ছাড়াও ঐ পাঁচটি পদার্থকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনাকর উপাসনা করা যায়, তা হ'লে উপাসক পিত্লোক-প্রাণক দক্ষিণায়নের পরিবর্ত্তে উন্তরায়ণ পথে গমন করে। এই জাতীয় সাধনাকে কর্মান্ধ উন্থাসনা বা পঞ্চাগ্রিদ্যা বলে।

১১। মণিকর্ণিকার ক্ষেত্র—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রদেব মণিকর্ণিকার স্থান করবার নিত্য প্রয়াস পান। তাঁদের মধ্যে রুদ্র অনেকবার ছব দিলেন কিন্তুর ক্রাণ ও বিষ্ণুর ভাগ্যে ভূব দেওয়া হল না। তাঁরা অনেকবার জল স্পর্ণ করকোন মাত্র। এই কল্পের প্রথমে চিন্ময়ী মহাদেবী রুদ্রের ভপস্থার সন্তুষ্ট হয়ে কারণবারিতে ভাস্তে ভাস্তে বিরাট রূপ ধারণ করেন। রুদ্র

দেখতে পেলেন, সৃষ্ণ্ণাতে কোটি কোটি বক্ষাণ্ড ও কোটি কোটি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। দেবার অনাহত পদ্মে আগম-নিগম প্রভৃতি শব্দব্দমূর্ত্তিও দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন, শব্দবক্ষের মৃত্তির আগম পরমান্ধা, বেদাঙ্গ সঙ্গে চতুর্বেদ জীবান্ধা, বড়দর্শন ইন্দ্রিয়, মহাপুরাণ উপপুরাণ শরীর, শ্বৃতি কর ও অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর অঞাশ্য শাস্ত্র তাঁর কেশ।

দেবীর হৃদয়পদ্মনলে তেজােময়ী মহাকালাকে দেখতে পেলেন। রুদ্র দেবীর পদ্মে কোটিসুর্যাচন্দ্রের ন্যায় ভাষর আগম দেখলেন। ঐ আগম মায়ানাশক—সর্বধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান সর্বসিদ্ধি ব্রহ্মনির্বাণ প্রদান করে। রুদ্র মহাকালের প্রসাদে বেদবেদান্ত পুরাণ স্মৃতি ও অপরাপর শান্তসমূহ অধিগভ করলেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের কাছে আগম-নিগম বিষয়ে জ্ঞান পেয়েছিলেন। এই শিবকাশার মধ্যে মণিকণিকা উন্তমোত্তম, সেখানে মৃত্তিদাতা বিশ্বেশ্বর আছেন। তিনি সর্ববপাপনাশনক্ষম দেবতাদেরও হল্পতি

১২। তন্ত্রমত—প্রাচীন যোগী ও ঋষিগণ বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে রক্ষপ্রান্তির বিষয়ে যা যা নির্দেশ করে গিয়েছেন ডল্লেরও তাই অভিমত। তবে ডল্লের . বিশেষত্ব এই যে, ইহা কোন জাতি বা সমাজ বিশেষের জন্য নির্দ্ধিষ্ট হয়নি। ইহাতে সকল জাতিরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। তন্ত্রমতে হাঁরা দীক্ষা ও উপদেশ পেয়ে ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁরা স্ত্রীলোক হউন বা পুরুষই হউন অথবা যে কোন ছাতিবই হউন, তাঁদের পার্থিব স্ত্রী-পুরুষের ভেদমূলক স্থুল দেহাভিমান ও জাতিবর্ণ অভিমানাদি কিছুই থাকে না। সমস্ত অভিমানাদি রহিত হয়ে তাঁরা এক নিষ্কল ব্রহ্মব্ররপতা প্রাপ্ত হন ৷ ঐ ভাবযুক্ত ব্যক্তিকে 'শিব' বলা হয়। তন্ত্রের চরমজ্ঞান 'শিবোহহং' আর প্রার্থনীয় বা সক্ষ্য পরামুক্তি বা মোক্ষ। এরপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সাধনসাপেক। চিত্তর্ভি নির্ভিই সমস্ত সাধনার মূল উদ্দেশ্য। তবে ইহা কেবল কঠোরতা বা কুছতে ছারা হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিযোগের সংমিশ্রণও দরকার হয়। পুরাকালে যারা ছাত্রাবস্থায় গুরুগুহে থেকে বেদাদি পাঠ করে বন্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করত, তারা সকলেই 'ভক্ত' ছিলেন। গুরুই তাদের উপাশ্ত ছিল। ওরুভন্তি ছারা গুরুর মধ্য দিয়ে তারা বন্ধকে প্রাপ্ত হতেন। সকল মানুষের কুচি ও মানসিক শক্তি সমান নহে। ফলে মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। তাই ডব্রশাস্ত্র সম্ভ রক্ষ ভম--এই গুণত্রয়ানুষারী মানুষকে পশু বীর ও দিবা এই তিন শ্রেণীতে বিক্তন্ত করেছে। প্রাথমিক অবস্থায় তন্ত্র কঠোরতা, সংযম, পূজাপাঠ, গুরুদেবা, খান बांबना बाजाम कवा श्राप्ति जेनातम ७ निर्द्धम पिखाइन, देशांक नामवक्त বা পশ্বাচার বলে। পশ্বাচার প্রথমে অবলম্বন না করলে কোন আচরণ স্থির বা সংযতভাবে আচরিত হয় না, চিত্তরভিরও নির্ভি হতে পারে না। এক্সই ভক্তিযোগবিশিষ্ট হয়ে নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করে পশাচারে গুরুর উপদেশ মতই চলতে হয়। তারপর গৃহস্থ হবার ইচ্ছা থাকলে, যিনি এই পশুভাবে শ্রন্থাবান তিনি ঐ নিয়মে থেকে ভঞ্চিপয়া অনুসর্ণ করে ভক্তিসভূত জ্ঞান দারা সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস, যবন হরিদাস, হনুমান প্রভৃতি প্রথমাবস্থায় পশাচারী হয়ে ভাব কঠোরতা ও কৃষ্ণুতার পথ ধরে দিবাাচারে প্রবেশ করে ভক্তিযোগ-সিদ্ধ হয়েছিলেন। আর যারা পশ্বাচারে কঠোরতা পালনে অক্ষম তাঁরা স্মৃতি-সম্মত বিধিমত প্রস্তু ও বার এই মিশ্রভাব অবলম্বন করে গুরুবাক্যানুসারে জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। যাদের মধ্যে রক্ষণ্ডণের প্রাধান্ত-যারা যোদ্ধা, তারা বীরভাব ও জ্ঞানযোগ ঘারা সিদ্ধ অথবা যারা একেবারে সংসার বা ইহ জগংকে অশ্বীকার করেন তাঁরা কেবল জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হন। তত্ত্বে দিবাভাবই চরমভাব। যিনি যে আচারই ধরে থাকুন, শেষে নির্মাণ চিত্ত হয়ে দিব্যাচারে প্রবেশ না করলে ফললাভ হয় না। অভক্তের বা অবিশ্বাসীর কোন আচার অবলম্বনেই ফল লাভ হয় না। ভক্তি বিশ্বাস আর তত্ত্বজ্ঞানমুক্ত সদ্গুরুই তান্ত্রিক বা বৈদিক সাধনায় সিদ্ধি দিডে পারেন। তব্রাদি সকল শাল্লের সকল বিধিরই চরম ফল—ব্রহ্মপ্রাপ্তি। বিশেষ এই যে, ভক্ত ভগবানকে আত্মসমর্গণ করে তাঁকে লাভ করেন আর জ্ঞানী আত্ম-পর প্রত্যেকের আত্মাতেই পরবক্ষ প্রমাত্মার দর্শন পান। ফলকথা, গীতায় ভন্নবান যা বলেছেন উহাই সারবস্তু। বিবিধ শাস্ত্রের বিবিধ পন্থা, প্রভ্যেকেরই মূলতত্ত্ব—ডক্তি বিশ্বাস ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করা। ইতিপুর্বেই উক্ত হয়েছে যে সত্ত্ব রজ ও তম গুণানুযায়ী অধিকার নির্ণীত ও অবস্থা তেদ হয়ে थाक । जा विविध शकां कियामित विविध कांत्र विधि निष्टिक शास । বাগয়জ্ঞ ও ব্রতাদিতে পুণ্য ও বর্গগ্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধনপথ ছাড়া মোক লাভ হয় না। তন্ত্রমতে যতক্ষণ জীব ও বন্ধে ভেদ-জ্ঞানের অনুভব খাকবে ভডক্ষণ পৰ্য্যন্ত যে-কোন একটি পদ্ধা বা পথ অবলম্বন করে সাধনপথে রভ থাকতে হবে। যথন জীব ও বন্ধ অভেদ অনুভূত হয়ে প্রতি বস্তুতে বন্ধাদর্শন হয়ে থাকে, সেই অবস্থাকে দিব্যভাব বলে। দিব্যভাবে সিদ্ধ হলে জীবন্ধৃক্তি

লাভ হয়, আর ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে এক অথওভাব প্রাপ্ত হন। ভক্ত 'ভত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের ভাব নিয়ে সেই জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করে ভূগবানের यरशर विश्वमर्गन करतन जात छानी ११ '(সार्ट्ः' এই মহাবাকোর ভাব নিয়ে নিজের ও অপরের এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতেই ভগবদ্ধর্শন করে থাকেন। **एएक्ट** तां छानी, छानोतां ७ एक । छानी ११ अथरम छात्नत १थ थरत इन छानी আর ভক্তগণ প্রথমে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অবলম্বন করে অবশেষে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন। ভক্ত ভগবানের মধ্যেই জগং এবং জ্ঞানী জগতের মধ্যে ভগবান দর্শন করেন। তন্ত্র এই হৃ'য়ের একটি পথ ধরে ভগবানের বা ব্রক্ষের সহিত একাত্মতা লাভেরই নির্দেশ দেন। আমাদের তারানাথবাবা বলতেন-আজকাল তল্পের ব্যাভিচার চলছে, কতকগুলি স্বার্থাথেষী শিল্পোদরপরায়ণ পিশাচসিদ্ধ লোক কিছু লোককে বিভৃতি দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক দল গঠন করে ধর্মপ্রাণ ভক্তদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, ক্ষণিক আনন্দপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে। তিনি এদের বলতেন 'আপা পস্থি'। তারানাথ তম্ত্র বেদ পুরাণ ও যোগের অপুরবর্ণ সমন্তর সাধন করেছেন। বৈদিকের কর্মবাদ, উপনিষদের অধৈতবাদ, পুরাণের ভক্তিবাদ এবং যোগশাস্ত্রের আত্মবাদ—জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্ত্রয়। তন্ত্রে শব্দ বা নাদও জ্যোতিঃ যেরূপ সাধনার প্রধান অঙ্গ তক্তপ বৈদিক সাধনারও প্রধান অঙ্গ। বৈদিক সাধনা উপনিষদ মুগে ছিল জ্ঞানপ্রধান, পৌরাণিক যুগে ভক্তিপ্রধান। কিন্তু তক্তানুগ সাধনায় বেদের আড়ম্বরপূর্ণ য**ক্তওলি সংক্ষেপ করে আধ্যাত্মিকতার দিকে তন্ত্র প্রথর** ও তীব্র দৃ**ন্টি রেখেছে।** তন্ত্র জীব ও শিবের মধ্যে এবং জীব ও আদ্যাশক্তির মধ্যে কোন বগত বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-রেখা অতিক্রম করে দেখেছেন স্বরূপত এক অভেদ ভব্ত। ভব্ত জগতকে মিথ্যা বলেনি। তত্ত্বের মতে জীবভাব সত্য এবং এই বিশ্বরচনা সেই এক অদ্বিতীয় শিব-শক্তি হ'তে উন্তৃত। এই চরমতত্ব সং শ্বরূপ চিং বা চৈতন্ত শ্বরূপ ও আনন্দ শ্বরূপ—সং চিং আনন্দ—সচ্চিদানন্দরূপা। লোকে তাঁকে কালী তারা শিব হুগা রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাকে। বিশ্ব রক্ষাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে যে অবিতীয় চৈতত্ত-সন্থা, তার নাম শিব। **শাধকগণ শিবশক্তি বা নিত্যমূরণ পুরুষ ও প্রকৃতির একাদ্মতাকেই বন্ধ** বলেছেন। সাধনার বিভেদ বা প্রকার ভেদ শুধু সাধন-পদ্ধতির পঞ্চাবরব নিয়ে। মৃদতঃ শুতির উপাসনাকাণ্ডের সঙ্গে তল্পোক্ত সাধন-পদ্ধতির যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

| পঞ্চাবয়ব | বৈদিকসাধনক্ৰয় | ঞ্ বসাধনক্রম | শক্তিসাধনক্ৰম |
|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 16 | প্রাণায়াম | শান্ত | মদ্য |
| 21 | প্রত্যাহার | দাস্ত্য 🕝 | মাং স |
| 91 | शान | সখ্য | মং স্থ |
| 8 [| ধারণা | বাংসল্য | মূজা |
| ¢1 . | সমাধি | মধুর | মৈথুন |

১০। , গায়ত্রী ও তন্ত্রানুষ্ঠান রহস্য-গায়ত্রীর উপাসনাই বন্ধশক্তির উপাসনা, বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়কেই গায়ত্রীর উপাসনা করতে হয়। গান আর তাপ--গায়ত্রী। কে কাকে তাণ করে, যে গান করে তাকে তাণ করেন পায়ত্রী। গায়ত্রী কে? সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তার বরণীয় ভর্গ (তেজ)—ভর্গই মহাশক্তি -- উপাসনীয় শক্তি। শক্তি অলক্ষ্য বা ইন্দ্রিয়াতীত। এই শক্তির কাজ হ'রকম। শক্তি অংশে এক হলেও কার্য্যভেদে হই। একের নাম প্রবৃত্তি, অপরের নাম নিবৃত্তি। ইহা একদিকে দৃশ্য-প্রপঞ্চ প্রকাশ করে—ইহা পাপপথ, আবার অক্তদিকে এই ভৰ্গ উৰ্দ্ধপ্ৰবাহিনী—বিষয়াতীত পরমপদের দিকে প্রবাহিত! এ'টি ইহার কল্যাণ পথ। আপ, জ্যোতিঃ, রস, প্রাণ বা অমৃত সকলের ভেতর থেকে ইহা ভূঃ ভূবঃ যঃ ব্যাপ্ত ওঁকার। ভর্গ একমৃতিতে ঘোরা—রজন্তমভাবে দৃষ্য প্রপঞ্চে প্রকট, অন্যভাবে অঘোরা—শান্ত সত্বভাবে উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত। শক্তির বাহিরে প্রকাশমান প্রবাহটিকে ত্যাগ, আর ভেতরের প্রবহমান প্রবাহটি উপাসনীয়। ইব্লিয়গুলি অভ্যুবী হ'লেই একসঙ্গে মিলিত হয়, আর বাইরে এলেই এরা পৃথক সম্বারূপে প্রপঞ্চিত। একদক্তে মিলিভ হলেই বরণীয় ভর্গ অপূর্ব্ব মৃত্তিতে দেখা দেয়; তখন আমরা शानित वस्त भारे। वरे वदगीय फर्नर मकन मन्धनायद पनवजा, कुनपनवजा, —কুলমন্ত্র। কুলগুরু ঠিক থাকলেই সহজেই সাধনা হয়। সাবিত্রী গায়তীর আরাধনায় ত্রি-সন্ধ্যায় তিন রকম ধ্যান বেদ ও আগমে উক্ত আছে। সকালে দেবী সুর্যামপ্তল-মধ্যবর্তী হয়ে ব্রাক্ষীরূপে জগতে নিত্য নৃতন নৃতন প্রবৃত্তির বিকাশ করছেন। মহাশক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ সুধ্যমগুলে দেখা যায়, বেদাগমে তারই মধ্যে দেবীর ধ্যান করবার ব্যবস্থা আছে। সুর্য্যমণ্ডল 'অরুণ' সার্থি দারা পরিচালিত সাভটি অশ্বযুক্ত রথে বিচরণ করেন। সুর্য্যকিরণ মূল ডিনটি বর্ণের সমষ্টি মাত্র। এদের পরস্পর মিলন ঘারাই সূর্য্যের সাভটি বর্ণ-সপ্ত অম। এই ভিনটির প্রথমটি সকালে কুমারী বালিকা-মৃত্তিতে লাল কাপড় পরিধানে বসে আছেন। আদা-ব্রহ্মশক্তি বা ইচ্চাশক্তি বক্তবর্ণা—বক্ত অর্থে

রজোগুণান্বিতা হয়ে প্রতিদিন সকল বস্তুর অন্তর মধ্যে নৃতন নৃতন প্রহৃতির সৃষ্টি করছেন। কোন বীজই রজ: বা রস সংমুক্ত না হলে মোটেই অঙ্কুরিত হয় না। এই বৃক্ষযোনী আদার 'আদি রজঃ' থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ব্রাক্ষীশক্তি রজোওণে গুণামিতাহয়ে প্রতিদিন চরাচর সকল বস্তুর অন্তরে নৃতন নৃতন প্রবৃত্তি সৃষ্টি করছেন। প্রতিদিন সকালে পুরকে নাভির পেছনে 'মণিপুর' চক্রের উপরে রক্তকমলে কেবল লালবর্ণ ব্রহ্মাণীকে চিন্তা করলেই মানুষের অবসাদ দুর হয়, क्युंश दक्षि रय, कर्भ ७ स्क्रानित्यय मस्कि উर्दाक्षित रय-एनर् यन मरजस्थ স্ফৃতিযুক্ত হয়। মধাংকে গায়ত্রীদেবী—বেদ ও আগমের মতে বৈষ্ণবী বা বিষ্ণুরপিণী, নীলবর্ণা। পুষ্টিশক্তি পালনরতা যুবতী গরুড়বাহনা। এভাবেই নিত্য ধ্যান দ্বারা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পুটি হয়। হৃদয়ের পেছনে 'অনাহত' চক্রের উপর কুম্ভকে নীলপথ বা নীলবর্ণা বৈষ্ণবীকে চিন্তা করলেই আমাদের পিতৃধাতুর শান্তি হয়, দেহ দ্লিগ্ধ হয়ে পিতৃত্ব ব্যাধির উপশম হয়। সন্ধায় সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে বৃদ্ধা বৃষভবাহিনী দেবীর ধ্যান নির্ত্তিভাববাঞ্চক। শুভবর্ণা জ্ঞানপ্রকাশক দেবী মাহেশ্বরী বা মহাসরস্বতীর 'আজ্ঞা' ক্ষেত্রে চক্রের রেচকে কপালের পেছনে শ্বেতপদ্ম চিন্তা করলে কফ্ ধাতুর শান্তি হয়। রক্তবর্ণা—প্রবৃত্তি, নীলবর্ণা—স্থিতি ও শ্বেভবর্ণা—নিবৃত্তি। সাধারণ ত্রাহ্মণমাত্রেরই ত্রন্মের এই তিন শক্তির উপাসনা বিধেয়। ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞান—ত্তি-সন্ধ্যায় গায়ত্রীর তিন রূপ সাধনের পর চতুর্থ তুরীয় বা নিশাসন্ধ্যার অধিকার জন্মায়। এই নিশাসন্ধ্যার সময় ত্রি-শক্তির সময়য়ে পূর্ণ-পান্নত্রীশক্তি সাধনাই কাম্য। তুরীয় বা নিশাসন্ধায় অধিকার পেলে সাধক ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মকে নিগু^ৰণভাবে দর্শন করেন। জীবের জীবনমুক্তি হয়।

ভারিকসাধনা বলতে বাছ পঞ্চত্মানুষ্ঠান বা কালীপূজা নয়। বাছ অনুষ্ঠান অভিষেক নয়, আদতদ্মের চক্রানুষ্ঠান ও পূজা অর্চনা মদ্দপান করলেই বীরাচারী হয় না। পঞ্চ ম-কার যোগে কালীপূজাই তারিক সাধনার সব নয়। আগে কালী তারপর তারা, তদনন্তর ত্রিপুরাসৃন্দরীর সাধনা ব্যতীত ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয় না। শাক্ত্যাভিষেক সাধনমার্গের প্রবেশহার মাত্র। শাক্ত্যাভিষিক্ত হয়ে সাধক ক্রমে পুরশ্চরণাদি করার পর পূর্ণাভিষেক সকাম ও নিষ্কাম কর্ম করার পর ব্রহ্মমন্ত্র গুরুত্বশিক্ষ মন্ত্রলাভ ও জ্বপাদি কর্ম আরম্ভ হয়। এই সময় আসন জ্বপ ও নিয়্নমাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে পঞ্চান্দ্রপ্রক্রবন্দের পর ওপ্রাবধ্তের গৃড় ভন্তাচার অনুষ্ঠান। অনন্তর ক্রমণীক্ষাভিষেক। এই সময় হঠ-যোগের সঙ্গে মন্ত্রোগের সাধন ও বীরাচার সাধনায় সাধককে কঠনভর

ব্রহ্ম হর্ম পরীকা দিয়ে ব্রহ্মজানের অধিকারী হতে হয়। অতপর সাম্রাজ্যাভিষেক। এই অবস্থার সাধককে মন্ত্রযোগ সাধনার উচ্চজ্ঞানীর সন্মান দেওয়া
হয়। লয় যোগের আংশিক ক্রিয়া, যথাবিধি পুরশ্চরণাদি পরীক্ষা শেষে হলে
পরবর্তী মহাসাম্রাজ্যাভিষেক দেওয়া হয়। মন্ত্রযোগের উচ্চতর ক্রম, মন্ত্রযোগের
মানসপূজার পূর্ণত লাভ, ধ্যান যোগ। এর পর যোগদীক্ষাভিষেক; ইহাই
সাধনমার্গে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অবস্থা—এই সময় সর্ব্বদা অভিজ্ঞ গুরুর
নিকট থেকে পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণ ও হঠযোগ সাধন হলে পূর্ণদীক্ষাভিষেক পাবার
অধিকারী হন সাধক। তৎপর অভিম অভিষেক—মহাপূর্ণদীক্ষা বা রাজ্যোগে,
যাকে চলতি কথার বলে, পৈতে পুড়িয়ে ব্রন্ধারী। কথাটা হল—পৈতে পরে
ব্রহ্মচারী, আর পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী অর্থাৎ শিখা সূত্র ত্যাগ। এই অবস্থার
সাধক পূর্ণব্রক্ষজ্ঞান লাভ করে সন্ন্যাসী বা মৃক্ত অবধৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

১৪। কুমার নরপৎ সিংএর পিতা অজু ন সিং ছিলেন সিংভূম বিদ্রোহের নায়ক। পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার বিস্তীর্ণ অরণ্যরাজ্য জঙ্গল মহল, অগণিত चृमि ताका। थलचूम, मझचूम, जूकचूम, नामखचूम, वतारचूम, निश्तकुम, মানভূম প্রভৃতি সপ্তভূমির বাহিরেও জঙ্গল মহলের সীমারেখা। ইফ ইতিয়া कान्णानीत পनिष्ठिकान এছে है वा अधिक छ। इस असन সিংভূদ বিজে।হের মেজর রাফ্সেড্। তিনি জঙ্গলমহলের পরিধির ইতিহাস বাহিরে 'হো ভূমি' সিংভূম রাজ্যের অরণ্যভূমির রহস্ত জানা ও কোম্পানীর অধিকারহীন দেশের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রহস্তের অনুসন্ধান করেন। তাই কয়েকজন অনুচরকে সীমান্ত রাজাদের কাছে পাঠান। তাঁরা রাফ্দেডকে সাবধান করে দিয়ে হো-ভূমি সিংভূম রাজ্যে ভুলক্রমেও পদার্পণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাতে তার কৌতুহল বেড়ে ষায়। তিনি জেনেছিলেন, উত্তরে নাগবংশীয়দের রাজ্য চুটিয়া নাগপুর। **एकिए नमी देवज्रुवी। एकिव-शन्ध्य जीमारल एर्जम ७ एयहद जद्रशम्** সাত শ পাহাড়ের দেশ সারাগু। পুর্বসীমায় ধলভূম রাজ্য। পূর্ব্ব-দক্ষিণে উড়িয়ার ময়্রভঞ্। এরই মধ্যে রপ্নের মত সুক্ষর অথচ ত্ঃরপ্নের মত विकृष ख्यावर एम-कानरान जिर्ध्य ताका। इटर्जन, इर्नम, इर्क्स धवर তুরভ। এই অঞ্চলের মধ্যে পোড়াহাট নামক স্থানে সিং রাজাদের রাজধানী। সিং রাজাদের নাম অনুসারেই সিংভূম নামকরণ হয়। হো-দের মতে সিং বোঙার রাজা বলেই তাদের দেশের নাম সিংভূম-- সুর্য্য দেবতার রাজা ু এদেশে অন্ত কোন মানুষকে তারা অনায়াসে পদার্পণ করতে দেয় না। তাঁদের

পবিত্র সাজ্ঞান স্বাধীন দেশে কেউ এসে অরশ্যের শান্তি বিশ্নিত করে এ তাদের কাছে অসহনীয়। লড়কা কোল বা যুদ্ধবাজ কোল নামে অখ্যাতি আছে ওদের। হো-রাবলে, ওরা সিং রাজার প্রজা হয়েছে রাঁচীথেকে এসে। রাচীথেকে এসে মূল মৃত্যা-গোষ্ঠীথেকে বিছিন্ন হয়ে ওরা হো নামে পরিচিত হয়—ওদের নতুন দিশুম সিংভূমে। বনজঙ্গল কেটে সিংভূমেই খুঁটি পুতে ওরা নিজেদের দখল কায়েম করে।

আঠার শ' খ্টাব্দ থেকে শুরু করে সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যান্ত এই অরণ্যহর্গের মানুষগুলি বারবার বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বাঘের মত তুরন্ত লাফে কাঁপিয়ে পড়েছে। আঠার শ' সাতার সাল। সিংভূম পোড়াহাট রাজ্যের অধিপতি অর্জুন সিং। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের অনুগামী একজন রাঠোর রাজপুতের বংশধর তিনি। অর্জ্জুন সিং এই হো-দের কাছে দেবতার মত পূজনীয়। সিং বোঙার মতই তাঁর সম্মান। সিং রাজা আর সিং বোঙা ওদের কাছে প্রায় একই। অর্জ্জুন সিং ডাক দিলে বনপাহাড় ফুঁড়ে হাজার হাজার হো, হাজার হাজার অরণ্যপুরুষ নেংটি পরে তীর ধনুক, কুড্নুল টাঙ্গি হাতে চিতার মত ক্ষিপ্তবেগে বেরিয়ে আসবে। দেশপ্রীতির পরিচয় এরা বহুবার দিয়েছে। বুটিশরা সহজ্ঞ এদেশে পদার্পণ করতে পারে নি।

সারা ভারতবর্ষ জ্বভে রাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কোম্পানীর ভাজাটে ফৌজ সব জায়গায় বীর সিপাহীদের কাছে কচুকাটা হয়ে য়াছে। সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সমগ্র দেশের গণশক্তি। ঝাসী-কানপুর-দিল্লী-মীরাট-পাটনা সর্ব্বত্রই রাধীনতার পতাকা উভ্ছে। সেই সময় ৩০শে জ্বলাই রাঁচী ও হাজারীবাগের সৈগুরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। চাইবাসার সিপাহীরা হাজারীবাগের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে কি করবে স্থির করার পূর্ব্বেই ওদের মতিগতি আঁচ করতে না পেরে চাইবাসার তদানীশুন ডেপুটি কমিশনার সাহেব আত্মরক্ষার জন্ম আগে থেকেই পাত্তাভি শুটিয়ে রাণীগঞ্জে পালিয়ে য়ান। তথন সিপাহীদের কাছে বৃটিশ শক্তির ররপটি ধরা পড়ে, তারা ফৌজারী লুঠ করে। টাকাকড়ি নিয়ে ওরা য়খন রাঁচীর পথে রওনা হয় তখন হো-রা ওদের বাধা দেয়। অর্জ্জুন সিং ওদের আত্ময় দেন, কিন্ত টাকাকড়ি সব নিজে নেন। অর্জ্জুন সিং ওদের আত্ময় দেন, কিন্ত টাকাকড়ি সব নিজে নেন। অর্জ্জুন সিংএর তখন অবশ্ব সাধারণ ধারনা ছিল যে সিপাহীরা টাকা শুঠ করে নিয়ে পালাছে কিন্ত তিনি ধারনা করতে পারেন নি যে ওরা য়াধীনতা কৃংগ্রামেরই অংশীদার। তাই তিনি নিজে রাঁটী গিয়ে রাঁচীর ভদনীশুন ক্ষমিশনার ভালটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে টাকাকড়ি ফিরিয়ে দেন। কিন্ত

তা'হলে কি হবে? সিপাহীদের আশ্রম্ম দিয়েছেন বলে ভালটন সাহেবের কাছে তিনি সন্দেহভাজন হলেন। সন্দেহ যখন আছে তখন আগে থেকেই সাবধান হতে চায় ওরা। তাই নির্বিদ্ধে চাঁইবাসায় অর্জ্জ্বন সিংকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্তে ভালটন সাহেব মিন্টি কথায় অর্জ্জ্বন সিংকে চাঁইবাসায় গিয়ে ভেপুটি কমিশনার বার্চ সাহেবের কাছে হাজিরা দিবার নির্দেশ দেন।

অশান্ত দেশের অশান্ত নেতা বীর অর্জ্জুন সিং তার পোড়াহাট হুর্গে ক্লোডে রাগে, খ্ণায় ফেটে পড়ছিলেন। তার শক্তি সম্পর্কে তিনি অন্ধ ছিলেন না। বুটিশের সুশিক্ষিত ফৌজের কাছে তাঁর অরণ্যবাহিনী আর হো-সর্দাররা कछक्क युक्त চालादि ? এ সংশয় जाद हिल! किन्नु সংশয় पिदा प्रभाक ভালবাসা যায় না। সংশয়ের অনেক ওপরে জন্মভূমির স্থান। আত্মবিশ্বাসে সুদৃষ্ ও অটল হয়ে উঠেছেন ডিনি। তার স্মরণ আছে যে ডিনি সিংভূমের রাজা—সিংভূমের সিংহরাজ। এই বিশ্বাসের আরেক অংশীদার—দেওয়ান জগরাথ। দেওয়ানের ওপর অগাধ আন্থা অর্জ্জন সিং-এর। এমন সাহসী বিচক্ষণ, বৃদ্ধিমান, দেশপ্রেমিক দেওয়ান পেয়ে কেবল সিংভূমের রাজাই নয়, সারা দেশ ধরা। দেওয়ান জগলাথ সিং বল্লেন, শয়তান ইংরাজদের বিশ্বাস করা চলবে না। সাভসমুদ্র ভেরনদী পেরিয়ে বেনের জ্বাভ বাবসা করতে এসেছিল এদেশে। তারপর কেমন করে গোটা দেশের রাজা হয়ে বসল ওরা তাকে না জানে? মিটিকথায় আহ্বান করেছে আপনাকে, কিন্তু মতলব **ভাল নয়। সর্ব্বোপরি সেরাইকেলার রাজা যখন ওদের পরম বন্ধু। দেশে** ত মীরজাফরের অভাব নেই। ঘরের মধ্যেই শক্ত। তা না হলে ইংরাজদের সঙ্গে মিতালী করে, ওদের বশংবদ অনুচর হয়ে দেশের সর্বানাশ ঘটাতে চায়! অর্জ্বন সিংকে আশ্বাস দেবার জন্ম জগুদেওয়ান বল্লেন-রাজারা বিপক্ষে গেলেও সেরাইকেলার ও খরসোঁয়ার সাধারণ মানুষেরা কিন্তু আমাদের পক্ষে। জগুদেওয়ান গভীর অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে হো-মানকীদের সঙ্গে বোৰাপড়া করে এলেন। হো-জাতিরা মাথা নীচু করে রাজা অর্জ্জুন সিং-এর এ অপমান সহ্য করবে না। সাদা দিকুরা সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এই সোনার দেশ সিংভূমের বনপাহাড়, নদী নালা মাঠবাটের কি মালিক হয়ে वमर्द ? भानकौरमद कवाव--आभदा रामदकाद क्य छिती। आभारमद রাজা অর্জ্জুন সিং-এর গায়ে হাড দিলে একজন সাহেবকেও বেঁচে থাকতে দেব না এদেশে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। গোটা দেশ সিংভূম আর একবার কুতুল টাঙ্গি ভাগটে ধরলো বছ্লকটিন মুন্টিতে। এদিকে হাভার হাজার বিদ্রোহী এসে অর্জুন সিংএর নেতৃত্ব স্থীকার করে অভিবাদন জানিয়ে গেল। সিংভূম থেকে ইংরাজদের নিশ্চিক্ত করে দেবার জন্ম সমস্ত দেশ প্রস্তুত। এদিকে চাঁইবাসাতেও বসে লেফট্নোন্ট বার্চ সাহেব উংফুল্ল হয়ে দিন গুণতে গুরু করলেন। অর্জুন সিংকে একবার বাগে পেলেই হয়। সেরাইকেলার রাজা কয়েকজন গুগুচর পাঠিয়ে দিলেন পোড়াহাটে। তারই প্ররোচনায় দহরু মানকী, শিবু মানকী, মার্কগু দফাদার, জগলাথ সিং বাবু এবং আরও কয়েকজন গ্রামপ্রধান অর্জুন সিং-এর বিরুদ্ধতা করার জন্ম তৈরী হল।

সেরাইকেলার রাজাই তথন বার্চ সাহেবের প্রধান উপদেষ্টা—অরণাভূমিতে বিশ্বস্ত বৃটিশ-বন্ধু। অর্জুন সিংএর খ্যাতি এবং হো-দের উপর তাঁর অথও প্রভাব প্রতিপত্তিকে ঈর্ঘা করতেন সেরাইকেলার রাজা। এই ঈর্ঘার আগুন দিয়ে অর্জুন সিংকে পুড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি। পোড়াহাট রাজ্য সেরাইকেলার কৃক্ষিভুক্ত করার শ্বপ্রও ছিল তাঁর এবং এ বিষয়ে বার্চ সাহেবও তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। গুপুচররা এসে সংবাদ দিল অর্জ্জ্বন সিং ধরা দেবেন না, জগুদেওয়ান গ্রামে আমে আবেদন জানাছে রাজ্যার পক্ষে লড়াই করার জ্ব্য। হো-রাও তৈরী। সংবাদ পেয়ে লেফ্ট্টোল্ট বার্চ বুনো নেকড়ের মত রাগে ফুঁসতে লাগলেন, মুহুর্তুমাত্র অপেক্ষা না করে তিনি শিশ্ব সৈশ্যদের মার্চ করার আদেশ দিলেন, নিজে থাকলেন বাহিনীর পুরোভাগে।

অর্জ্বন সিংও বসেছিলেন না, জগুদেওয়ানের গুপুচর আগেই খবর দিয়েছিল বার্চ সাহেব সদলবলে পোড়াহাটের দিকে আসছে। পোড়াহাটের অনভিদ্রে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদীর ধারে অর্জ্বন সিং-এর অনুগত সিপাহীরা জৈরী হয়ে থাকল। এদিকে সেরাইকেলার রাজা তার বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে কয়েজন সৈশ্বকে পাঠিয়ে দিলেন এক গ্রামে। জগুদেওয়ান অশ্ব এক গাঁয়ে যাবার জশ্ব বনপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন একাই, সেরাইকেলার রাজার অনুচরেরা তাঁকে অতর্কিত আক্রমণে বন্দী করে রাত্তের অন্ধকারে ভাইবাসার জেলখানায় নিয়ে এল। অতি জ্বততার সঙ্গে দেওয়ানের বিচারপর্বব শেষ হল চাঁইবাসাতে। বিদ্রোহের অভিযোগে তাকে ফাঁসিকাণ্টে শ্বলিয়ে দেওয়া হল।

বার্চের সৈশ্ববাহিনী চতুরতার সঙ্গে অশুপথে নদী পার হয়ে অর্জ্জুন সিংএর অজ্ঞাতসারে সোজা পোড়াহাটের দিকে এগিয়ে গেল। অর্জ্জুন সিংআয়রক্ষার জন্ম অরণ্যের গভারতম প্রদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। অত্তেশিত রাধ্য ক্রমেন ক

নেতৃত্বহীন অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমৃত হয়ে প্রায় বিছিন্ন অবস্থায় অরশ্যে আত্মগোপন করল স্বাই। বার্চ সাহেব সেরাইকেলার রাজাকে পোড়াহাট তুর্গের অধিপতি মনোনীত করে চাঁইবাসায় ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মাস ভিনেক অরণারাজ্য স্তব্ধ হয়ে থাকল। শত চেফা করেও অর্জ্বন সিং এর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এর মধ্যে ফসল ভোলার কাজত শেষ হয়ে গেল। হৈমন্তিক অভাবে হো-রা ঘরে ঘরে ধান চালের সংস্থান করে ফেলল। বনে পাহাড়ে শীত পড়তে শুরু হয়েছে চারিদিকে। শীতের সেই গভীর রাতে বন পাহাড়ের ভেতর থেকে গুম্গুম্ করে নাগড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। শব্দ হচ্ছিল বড়পীর গ্রামে। সবাই ওনল, সবাই বুৰল— অৰ্জুন সিংএর ডাক এসেছে। সবাই তৈরী হয়েছিল। এতদিনের স্তক্তা তাদের প্রস্তুতিকে সংশুপ্ত রেখেছিল মাত্র। সারা সিংভূমের অরণাপুরুষরা সোজাসুজি বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে, তীর ধনুক বর্শা কুড়ুল ধরে। এদেরই একদল হঃসাহসী বীর পোড়াহাট ছর্গে ঢুকে পড়ল রাভের অন্ধকারে। উন্মাদের মত আঘাত করে চলল সামনের সব কিছুকে। সৈশ্যরাও আক্রান্ত हरम श्रीन होनान बलाभाषाणी। करमञ्जन हो मुथ युवरण भए सन সেখানেই। কিন্তু রক্তে তাদের স্বাধীনতার নেশা! বাকী সৈক্ত সেরাই-কেলার রাজা ইত্যবসরে পালিয়ে বেঁচে গেল। অর্জ্জুন সিং কিন্তু নিরুদ্ধেশ। কোন সন্ধান নেই তাঁর।

এমনি করে আঠার শ' আটায় খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস এসে গেল।
লেক্টেন্ডান্ট বার্চ এক পাও নড়তে সাহস করেন নি। একটা অজ্ঞাত ভয়ে
তিনি সদা সম্ভঃ! আরও সৈন্ড চাই তাঁর। রাণীগঞ্জে সংবাদ দিলেন। সংবাদ পেয়ে একদল সৈন্ত নিয়ে কর্নেল ফল্টার এলেন চাঁইবাসাতে। ঠিক হজ বড়পীর গ্রাম আক্রমণ করা হবে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী লেফ্টেন্ডাট বার্চ সৈন্তবাহিনী নিয়ে বড়পীর-এর দিকে অগ্রসর হলেন। সৈন্তবাহিনীর সামনে ঘোড়ায় চড়ে বার্চ, হেল আর ল্যাসিংটন ছুপাশের পাহাড় বনের উপর তীর দৃষ্টি নিক্ষেণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। হঠাং সাঁই করে একটা তীর এসে লাগলো বার্চের বাহুতে। সঙ্গে সঙ্গে চাংকার করে উঠলেন তিনি। অবস্থা দেখে ল্যাসিংটন চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন—হল্ট্; এনিমি ইজ্প দেয়ার। সমস্তবাহিনী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ইংরাদ্দের সৃশিক্ষিত সেনাদল যুদ্ধ করার জন্ম তৈরী কিন্তু প্রতিপক্ষ থেকে অবিশ্রাম বারিপাতের ভায় তীর-রৃষ্টি তাদের বিপর্য্যন্ত করে তুলল। বার্চ আহত—ল্যাসিংটন দিশেহারা, সৈশুরা তীরাহত মুমূর্ব ! শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন
ল্যাসিংটনের হাতেও এসে লাগলো একটা তীর ৷ তাতেই ঘোড়া থেকে
ছিট্কে পড়লেন তিনি ৷ আর একটা তীর বার্চ সাহেবের দক্ষিণ উরুতে শস্ত হয়ে বসে গেল ৷ সেই অবস্থাতেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন তিনিও ৷ মনোবল হারিয়ে ফেলল বার্চের সৈশুদল ৷ শিখ পদাতিক বাহিনী কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়তে লাগল, বন্দুকে গুলি ভরবার সময়টুকুও পেল না তারা ৷ বেশ কয়েকজন হো-ও আহত হ'ল গুলিতে ৷ ল্যাসিংটন্ আদেশ দিলেন— রিটিট্—ফিরে চল চাঁইবাসায় ৷

এই পরাজয়ের প্লানি ও কলক্ক মোচনের ভার পড়ল কর্পেল ফন্টারের ওপর। তিনি বুনো বব্বর্গরের উপস্থৃক্ত শিক্ষা দেবার জ্বল্য একটা বিরাট সৈশুদল সহ চক্রধরপুরের পথে যাত্রা করলেন। চক্রধরপুরের পথে ফন্টার বাহিনীকে কোন বাধা দেয় নি হো-রা। সাহস বেড়ে গেল ফন্টারের। চক্রধরপুরে পোঁছেই হুকুম দিলেন আগুন ধরিয়ে দাও, পুড়িয়ে মার জানোয়ারদের! গ্রামের নিরন্ত্র নির্বিররোধী লোকেরা দলে দলে পালাভে লাগল। পলায়নরত ঐ লোকেদের ওপর এক কাঁক গুলি ইুড়তে আদেশ দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে মনের ঝাল মেটাতে চাইলেন কর্ণেল ফন্টার। সৈশ্বদল গ্রামের পর গ্রাম জালাতে জালাতে পোড়াহাটের দিকে এগিয়ে চলল।

দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে পথটা। ত্বদিকে পাহাড় উঠেছে প্রাচীরের মন্ত।
নাম সিরিং সেনার ঘাট। এই ঘাটের ত্বদিকের পাহাড় জ্ব্ডে অরণ্যপুরুষের
দল বাঘের মন্ত ওৎ পেতে বসেছিল। ফফীরের সৈশ্য বাহিনীর মার্চ করার শব্দ
ওরা ভনতে পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল। এই গিরিপথে ফফীরে বাহিনী
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গের কাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কয়েকজন সৈশ্য
সেখানেই মুখ থ্বড়ে পড়ে গেল; বন্দুকের গুলিতে ছত্তজ্জ হয়ে হো-রা
অনেকেই বিচ্ছিয় অবস্থায় অরণ্যের আড়ালে মরে পড়ে রইল। অনেকের
মৃতদেহ সিরিং-সেনা ঘাটে পড়ে থাকল। বিজয়ী ফফীর পোড়াঘাটে পৌছে
পরিত্যক্ত জনশৃশ্য হুর্গ অনায়াসে দখল করে নিল। এরপর অরণ্যপুরুষের দল
সেই পুরাতন রীতিতেই পাহাড় বনে আত্মগোপন করে দিনের পর দিন গেরিলা
মৃদ্ধ চালাতে লাগল। কর্ণেল ফফীরও শেষ পর্যান্ত ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন
এমনভাবে মৃদ্ধ চালান আর অধিক কাল সন্তব নয়। সেরাইকেলার রাজার
সঙ্গে পরাত্মপ করে এক গুলুরকে পাঠান হ'ল অজ্ব্ নি সিংএর সংবাদ সংগ্রহের
জন্ম। গুলুচর মারকত অক্ক্ নি সিংএর খবর পেয়ে চাঁইবাসায় গোপন বৈঠক

वमन—वार्ठ, न्यानिश्डेन, क्कोत, शासम श्रष्णित मर्क मिनिष श्रमन मिनिष्ठ श्रमन मिनिष्ठ श्रमन प्राव्यक्ति त्राक्षा। व्यक्ति निश्ष्य भराम श्राप्तन निर्वे व्यवस्था विक्रं विवाह स्थान प्राप्ति विश्र विवाह स्थान मिनिष्ठ रिश्वप्रस्त मर्क जात विक्रित व्यवस्था क्ष्यकी स्थान मर्जा कर्मन मिनिष्ठ रिश्वप्रस्त मर्क जात विक्रित व्यवस्था क्ष्यकी स्थान मर्जे विक्रं व्यवस्था क्ष्यकी स्थान में विवाह व्यवस्था विक्रं के स्थान क्ष्यक्ति निश्चित व्यवस्था विक्रं के स्थान विक्रं विवाह विक्रं विवाह विक्रं विवाह विक्रं विवाह विक्रं क्ष्यक्षाती, अध्य मिनिष्ठ व्यवस्था विक्रं विवाह विक्रं विवाह विक्रं करत मिर्ट व्यवस्था विक्रं विवाह विवा

ইংরেজদের আবার গোপন বৈঠক বসল সেরাইকেলার রাজাকে নিয়ে।
ইংরেজরা বুকতে পারল, অজ্পুন সিংকে ফাঁসি দিলে হয়ত পুনঃ সিপাহী
বিদ্রোহের সন্মুখীন হতে হবে। তার চেয়ে অগ্রভাবে, এমন কি তাঁরা
কত দয়ালু এ কথা ঝুকিয়ে দিয়ে সেরাইকেলার রাজার পরামর্শে অজ্পুন
সিংকে নির্বাসিত করাই শ্রেয় বিবেচিত হল। অজ্জুন সিংকে বারাণসীধামে
স্থানান্তরিত করা হল। সেখানেই ১৮৯০ খৃফাব্দে তিনি একমাত্র পুত্র কুমার
নরপং সিংকে রেখে পরলোক গমন করেন।

পঞ্চাগ্নিবিচ্চা (১)

পরলোক ও জন্মমৃত্যু প্রবাহের স্বরূপ

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে আরুশেয় শ্বেতকেতু এবং পঞ্চালরাজ প্রবাহনের পঞ্চপ্রমাত্মক আধ্যায়িকায় পঞ্চাপ্রি বিদ্যার বর্ণনা আছে। রাজা প্রবাহনের সভায় উপস্থিত হলে, তিনি শ্বেতকেতুকে নিয়োক্ত প্রয়ণ্ডলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন

- (ক) প্রাণিগণ কি (মৃত্যুর পর) এতদপেক্ষা উর্দ্ধে গমন করে?
- (थ) প্রাণিগণ কী প্রকারে ইহলোকে ফিরে আসে?
- (গ) দেবযান ও পিতৃষান, এই পথদ্বয়ের ব্যবর্তনা (পরস্পর বিয়োগস্থান) কী ?

[দেবযান ও পিত্যান, এই পথদয় শ্বতন্ত হলেও পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। উভয় পথই একসঙ্গে বহুদ্র পর্যান্ত অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। এই কারণে এই হুই পথে যারা গমন করে, তাহাদিগকে 'সহগামী' বলা যেতে পারে। প্রীমচ্ছক্ষরাচার্য্য এজন্য তাঁর ভায়ে "সহগচ্ছতাম্" বলেছেন।]

ু শ্বেতকেতু পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে আপন পিডা গোঁতমের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করলেন। গোঁতম উত্তর দিলেন: আমিও জানি না। এই কথা বলে গোঁতম স্বয়ং রাজা প্রবাহনের নিকট গমন করে বললেন: তুমি আমার পুত্রের সমীপে যে পঞ্চপ্রশ্নাত্মক কথা বলেছ, সেই কথাই আমাকে বল। অনেক বাদানুবাদের পর রাজা প্রবাহন গোঁতমকে ওত্য বিদ্যার উপদেশ করলেন এবং বললেন—ভোমার পূর্বের রাক্ষণগণ এই বিদ্যা অবগত ছিলেন না, এই বিদ্যা এতকাল ক্ষত্রিয়-পরস্পরা ক্রমেই চলে এসেছে। তথাপি এই বিদ্যা ভোমাকে বলিব। ভোমাকে দান করার পর অপর রাক্ষণগণেও ইহা যাবে। উপরোক্ত উপনিষদের পরবর্তী চতুর্ব খতে, প্রবাহন প্রথমেই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন।

- (ঘ) যাহাতে এই পিতৃসম্বন্ধী লোক (চন্দ্রলোক) প্রাপ্ত হয়ে জীবগণ পুনর্ববার ফিরে আসে, সেই চন্দ্রলোক পরলোকগামী বহুলোক যারা কেন পূর্ণ হয় না?
- (৬) পঞ্চমী (পঞ্চম সংখ্যক) আছতি অপিত হলে, সেই আছতি হতে নিজ্পন্ন এবং আছতির সাধনস্বরূপ জল (সোমঘ্তাদি রসসমূহ) কী প্রণালীতে পুরুষ পদবাচ্য হয় অর্থাং প্রাণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়?

বোধসোঁকর্যার্থে রাজা প্রবাহন প্রথমেই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। ইহাই শুভিডে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্চম প্রশ্নটি ইল এই—পঞ্চম্যামান্ততাবাপঃ পুরুষ বচসো ভবন্তীতি ? অর্থাং পঞ্চমী আন্থতি জলের কি প্রকারে পুরুষ (প্রাণী) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ?

অসৌবাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্তাদিত্য এব সমিদ রশ্ময়ো ধুমোংহরচ্চি--শুক্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গা (৩৪৭১)।

অস্থার্থ—হে গোতম, এই প্রসিদ্ধ হ্যুলোকই অগ্নি, আদিতাই তার সমিং (কাষ্ঠ); রশ্মিসমূহ ধূম, দিবসই অর্চি বা শিখাশ্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গাররাশি, নক্ষত্রগণ ক্ষ্পিঙ্গসমূহ। দীপ্তির হেতৃভূত বলে আদিতাদেব সমিংস্থানীয়। দিবসের শিখা নির্বাপিত হলেই অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে। এজন্ম চন্দ্রকে অঙ্গার রাশিশ্বরূপ বলে উপমা দেওয়া হয়েছে।

এক্ষণে এই হালোকষরপ অগ্নিতে কী অস্তৃতি দেওয়া হয় এতদর্থে শ্লোক আরক্ষ হয়েছে—তরিমেতাখিমগ্নো দেবা: শ্রুমাং জুহুতি, তস্তা আস্তৃত্তে সোমোরাজা সম্ভবতি (৩৪৮।২)।

^২ ক্রম্পতিতে উক্ত হয়েছে—সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে উত্তরায়ণ গতি লাভ হয় (মৃত্যুর পর) এবং যাহারা কেবলই কর্মী—জ্ঞানরহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তাহাদের সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তির লক্ষণ দক্ষিণায়ণ গতি এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকের পক্ষে ক্লেশপ্রদ সংসার গতি।

মৃত্যুর পর অগ্নিহোত্রী (থিনি প্রাতে ও সায়ংকালে আছতি প্রদান করেন) প্রত্যাবর্তন সময়ে আবার হ্যুলোক, পর্জ্জন্ম, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী—এই পাঁচটি পদার্থের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রাণিদেহ লাভ করে থাকেন। উক্ত পাঁচটি পদার্থকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনা করে উপাসনা করতে পারে, তা হলে উপাসক পিত্লোকপ্রাপক দক্ষিণায়ণে গমন না করে উত্তরায়ণ পথে গমন করতে সক্ষম হন। ইহারই নাম 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' উপাসনা।

অস্থার্থ। সেই এই ত্বালোক-অগ্নিতে দেবতাগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণসমূহ প্রজাকে (সৃক্ষ অপ্সমূহ প্রজা অবলম্বনে সংস্কার বিশেষ সম্পান হয়— এজন্য জলকে প্রজা বলা হয়েছে) হোম করে থাকেন অর্থাৎ ত্বালোকে প্রবিষ্ট হন এবং তাহা হতে দীপ্তিমান (রাজা) সোম সমূৎপন্ন হন (সোম রাজা হন)। তাৎপর্য্য এই যে, যক্তকর্তা—যক্তমানগণ আহতিময়—আহতি ভাবনায় ভাবিত হয়ে এবং আহতিরূপ কর্মঘারা আকৃষ্ট ও প্রজা শব্দবাচ্য অপ্সমবেত হয়ে ত্বালোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ সোমস্বরূপ হয়ে থাকে।

এক্ষণে দ্বিতীয় হোম-ক্রম কথিত হতেছে। এতদ্বিষয়ক স্লোকের (৩৪৯।১) স্বর্থ এই প্রকার—

প্রসিদ্ধ পর্জ্জন্যই (যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বৃষ্টি হয় তদভিমানী দেবতা বিশেষ) অগ্নি—বায়ুই তাহার সমিংয়রপ, অত্র (জলভরা অবস্থা মেঘ) ধুময়রপ, বিহাং—শিখায়রপ, অশনি—অঙ্গার যারপ, মেঘগজ্জন বিস্ফৃলিঙ্গ যারপ।

তরিরেতখিরগ্নো দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্নতি, তস্তা আহতের্বর্ষং সম্ভবতি (৩৫০।২)।

অস্তার্থ। যজমানের প্রাণরূপী দেবতাগণ সেই এই পর্জ্জনায়িতে দীপ্তিমান সোমের আহতি প্রদান করেন, সেই আহতি হতে র্ফি সমুধ্ত হয়ে থাকে।

এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শ্রদ্ধা সংজ্ঞক জল সমূহই সোমাকারে পরিণত হয় এবং পর্জ্জন্মরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়ে বৃত্তীরূপে পরিণত হয়।

এক্ষণে তৃতীয় হোম কথিত হতেছে।

হে গোডম, পৃথিবীই অগ্নি, সম্বংসর সমিং, আকাশ ধ্ম, রাত্রি অর্চি, দিক্সমূহ অঙ্গার, অবাত্তর দিক্সমূহ স্ফুলিঙ্গস্তরণ। এই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষ (বৃষ্টি) আহুতি করেন। তা হতে অল (ধাদ্যবাদি) সমূপল হয়।

এক্সণে চতুর্থ হোম কথিত হতেছে।

হে গোতম, পুরুষই অগ্নি—বাকাই তার সমিং, প্রাণ ধৃম, জিহ্বা অচি, চক্ষু অঙ্গার, স্লোত্ত ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন আছতি প্রদান করেন। এই আছতি হতে রেডঃ সমুংপন্ন হয়।

এক্ষৰে পঞ্চম হোম কথিত হতেছে।

হে গোতম ব্রীই অগ্নি, উপস্থ সমিং আর যে সম্ভাষণ করে উাহাই ধ্যুম, জননে দ্রিয়ই অর্চি, আর যে আভ্যন্তরীণ করা তাহাই অঙ্গারশ্বরূপ এবং আনন্দান্তৃতি ক্ষুলিক শ্বরূপ। এই আনন্দকে মূল শ্লোকে অভিনন্দা বলা হয়েছে। শ্রীমং শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করেছেন—শ্বল্পমাত্রস্থ—ক্ষ্বৃলিকবং। এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আছতি প্রদান করেন। তাহা হতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।

অতএব, হোমসংশ্লিষ্ট সেই জলই এইরপে শ্রদ্ধা, সোম, অর ও রেতঃ রপে আছতিক্রমে গভীভূত হয়। তরধ্যে আছতির সহিত সম্বন্ধ বলে জলেরই প্রাধান্য বিবক্ষিত হয়েছে। সেজন্য পঞ্চম্যামন্থতাবাপ ভবভীতি অর্থাং পঞ্চমী আছতিতে অর্পিত জলসমূহ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে। বাস্তবিক-পক্ষে ঐ জল (ত্রিবংক্ত—পৃথিবী, জল ও অগ্নির সমন্টি) অথবা পঞ্চীকৃত—পৃথিবী জল অগ্নি বায়ুও আকাশ—এই পঞ্চমহাভূতের সমন্টি) এবং এই সকলের মধ্যে জলভাগের আধিক্য নিবদ্ধন আপ্ন নামে অভিহিত হয়ে।

এরপে পঞ্চম আছতি আছত হলে, পরে জলভাগ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে। ছালোক থেকে পৃথিবী অভিমুখে আগত আছতিগুলি পর্য্যায়ক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীতে প্রবেশপূর্বক ভবিষ্যং জন্মের নিমিত্ত উথিত হয় এবং গর্ভে যথাসম্ভবকাল জরামুবেন্টিত অবস্থায় অবস্থান করে পরে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই রাজা প্রবাহনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর (আংশিক)।

৫৮।২৩ ক্লোক: সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয়ে আয়ুর নির্দ্ধিষ্ট কাল পর্যান্ত (পূর্ব্বকর্মানুসারে যে পরিমাণ আয়ু প্রাপ্ত হয়েছে) জীবন ধারণ করে। স্বীষ্ট কর্মানুযায়ী লোক উদ্দেশ্যে প্রেড (প্রস্থিত—মৃত) হয়। সেই লোককে ঋত্বিকগণ (বা পুত্রগণ) অগ্নিসংস্কারার্থ অন্ত্যেন্টিক্রিয়ার জন্ম নিয়ে যায়। (অভিপ্রায় এই যে) যে অগ্নি হতে শ্রন্ধাদি আহুতি পরস্পরায় আগত হয়েছে এবং যে পঞ্চাগ্নি হতে সভ্তত—সমৃংপন্ন হয়েছে, সেই অগ্নির উদ্দেশ্যেই নিয়ে যায়। অর্থাৎ তাহাকে স্বীয় উপাদানভূত অগ্নিকেই প্রাপ্ত করায়।

৩৫৯।১ স্নোকে রাজা প্রবাহনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হতেছে। প্রশ্নটি পুনরুক্ষেথ করা হল। তুমি জান কি, প্রাণিগণ এখান থেকে উর্জে যেখানে গমন করে? (क) যাঁহারা (গৃহস্থগণ) এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা অবগত হন এবং (খ) যাঁহারা (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্থারূপে উপাসনা করেন তাঁহারা অর্চিতে গমন করেন, অচিচ হতে অহঃ, অহঃ হতে শুক্রপক্ষ এবং শুক্রপক্ষ হতে উত্তরায়ণ পথ (দেবযান) প্রাপ্ত হন।

৩৬০।২ স্নোকঃ উক্ত ছয় মাসের পর (সুর্যায়ে ছয় মাস উত্তর্গিকে গমন করেন তারপর) সংবংসর, সংবংসরের পর আদিতা, আদিতাের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিহাং প্রাপ্ত হন। অমানব পুরুষ এসে সেখান থেকে তাহাকে ব্রহ্মালােকে নিয়ে যান।

০৬১।৩ শ্লোক: পক্ষান্তরে যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইন্ট (যজ্ঞাদি),
পূর্ত্ত (কুপ তাড়গাদি দান) ও দত্ত (যথাশক্তি) দান, এই সমস্ত কর্মের
উপসনা করেন অর্থাং এই সমস্ত কর্ম সম্পাদনে তংপর থাকেন, অথবা
যাহারা অন্তক্ষচিত্ত—শক্তসংযোগে যাহাদের দেম, আর মিত্রসংযোগে অনুরাগ
এবং হিংসা ও অনুগ্রহ নিবন্ধন ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তি; অধিকন্ত হিংসা, অসত্য,
কপটতা ও ব্লক্ষচর্যাভাব প্রভৃতি বহুতর অন্তদ্ধিকারণ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য
হয়ে পড়ে। তাহারা মৃত্যুর পর প্রথমে ধ্যাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন,
ধ্যের পর রাত্রি, রাত্রির পর কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষের পর সূর্যাদেব যে হয়মাস
দক্ষিণ দিকে গমন করেন সেই ছয়মাসকে প্রাপ্ত হন, কিন্ত ইহারা সম্বংসরকে

- এই অর্চিরাদি মার্গে গমনকালে মুর্দ্ধণ্য নাড়ী দারা প্রাণের উৎক্রমণ হয়। শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে—তাঁহার (ব্রহ্মবিদের) প্রাণসমূহ (ইব্রিমনগণ) আর বহিগত হয় না। এখানেই নিজ নিজ উপাদানে বিলীন হয়ে য়য়। অপর শ্রুতি, তাহা (মূর্দ্ধণ্য) নাড়ী দারা নির্গত হয়ে অয়ৢতত্ত্ব লাভ করে। পুনঃ শ্রুতান্তরে—সমন্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে (উৎক্রমনেচছু পুরুষের)।
- ইন্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত সংজ্ঞার অর্থ। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, তপস্থা, সভানিষ্ঠা, বেদোক্ত ক্রিয়া রক্ষা, অতিথি সেবা, বৈশ্বদেব বলি—এ সমস্ত কর্মকে ইন্ট বলা হয়। বাপা, কুপ, তড়াগ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অয়দান, উদ্যান নির্মাণ প্রড়তি 'পূর্ত্ত'। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা, সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসা, দান করা প্রভৃতির নাম দত্ত।

প্রাপ্ত হন না। এখানে জ্ঞানদৃষ্টি-রহিত বলে ধৃত্র সংজ্ঞার অভিহিত হয়েছে— ইহাই পিতৃযান পথ।

ত্ডং। স্বাক: দক্ষিণায়ণ ছয় মাসের পর পিতৃলোকে, পিতৃলোক হতে আকাশে, আকাশ থেকে চন্দ্রমগুলে গমন করেন। ইহাই দীপ্তিমান সোম। তাহাই দেবগণের অরম্বরূপ, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ উপভোগ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবগণ) চন্দ্ররূপী অরকে ভক্ষণ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবগণ) চন্দ্ররূপী অরকে ভক্ষণ করেন। এই ভক্ষণ করার অর্থ মুখে চিবিয়ে খাওয়া নহে—এখানে ভক্ষণের অর্থ ভোগোপকরণভূত হওয়া)। অভিপ্রায় এই যে, ইন্ট্রাদি কন্মীগণ দেবগণের উপভোগ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা দেবগণের সহিত সুখে ক্রীড়া (আমোদ প্রমোদ) করেন মাত্র এবং তাঁদের সুখভোগোপমৃক্ত জলময় শরীর চন্দ্রমগুলে আরদ্ধ হয়ে থাকে। শরীর রূপ অন্থিম আন্থতিরূপ অগ্নিতে আন্থত হলে পর অগ্নিঘারা শরীর দগ্ধ হবার সময় শরীরোখিত জলসমূহ তুণ ও মৃত্তিকাদির স্থায় সেই যক্ষমানকে বেন্টন করে ধুমের সহিত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চন্দ্রমগুলে গমন করতঃ স্থুল শরীরের উৎপাদন করে থাকে। সেই জলারক্ষ শরীর ঘারা তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মকল উপভোগ করত চন্দ্রলোক সম্ভোগের নিমিত্তভূত কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যান্ত অবন্থিতি করেন (এই স্লোকটির ব্যাখ্যা শঙ্করভাস্থাবলম্বনে করা হয়েছে)।

৩৬৩।৪ শ্লোকঃ চন্দ্রমণ্ডল ,হতে কন্মীগণ স্বকৃত কর্মক্ষম না হওয়া পর্যান্ত সেই চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করার পর সেখান থেকে অবরোহণ করেন। সেই অবরোহণ ক্রম অত্ত শ্লোকে কথিত হতেছে। (অবরোহণ্ ভ্রমণ্ডন)।

কর্মীপুরুষণণ যে ক্রমানুসারে চক্রমগুলে গমন করেন সেই পথকে লক্ষ্য করে পুনরার প্রতিনিহত্ত হন। প্রথমে অন্তরীক্ষলোক প্রাপ্ত হন, অন্তরীক্ষ হতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ুভূত অর্থাৎ বায়ুমগুলে অবস্থিত হয়ে ধুমাকার হন। ধুমাকার হয়ে অন্ত হন অর্থাৎ সজল মেঘাকার প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই যে, কর্মীপুরুষ যে কর্মের ফলে চক্রমগুল আরোহণ করেন, সেই সমস্ত কর্মাই ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাঁহারা অধোলোকে পুনঃপতিত হন। যাবৎ সম্পাত (কর্মক্ষয়) না হয় তাবংকালই চক্রমগুলে বাস সম্ভব হয়। 'পুনরায় প্রতিনিহত্ত হও' বাক্য দ্বারা সুচিত হতেছে যে, পূর্বেগণ্ড ঐ কর্মীণণ অনেকবার চক্রমগুলে গিয়েছেন এবং সেস্থান হতে ফিরে এসেছেন।

এখানে কর্মক্ষয় অর্থে—মুক্তি বুকায় না, কারণ ভূজাবণেষ কর্মানুসারেই প্রদরায় জন্ম পরিগ্রহ হয়। ৬

৩৬৩।৫ শ্লোকের বিশদার্থ বলা হতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে কন্মীদিগের শরীরোংপাদক ষে-সমস্ত জল ছিল, তাহারাই ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বিলীনাবস্থায় আকাশে অবস্থান করতঃ সে সৃক্ষ-আকাশস্বরূপই হয়ে থাকে। তারাই আবার আকাশ হতে বায়ুভূত হয় এবং বায়ু ছারা ইতঃস্তত সঞ্চালিত হতে থাকে।

সেই জলসমূহের সহযোগে ক্ষীণকর্দ্ম। (যাহার ভোগোপযোগী কর্মক্ষয় হয়েছে সেই) পুরুষও বায়ুভূত হয়ে থাকে। বায়ুভূত হয়ে আবার সেই জলের সঙ্গেই ধূম হয়। ধূম হয়ে অভ (কেবল জলধারণযোগ্য)মেছের পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৩৬৪া৬ স্লোক---

অলং ভূতা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূতা প্রবর্ষতি,
ত ইহ ত্রীহিষবা ওষধিবনস্পতরম্ভিলমাধা ইতি জায়ন্তে,
অতো বৈ খলু ত্র্নিস্প্রপতরম্, যো যো হল্লমতি যো রেতঃ

সিঞ্চতি ভদ্তুয় এব ভবতি।

শ্লোকের শঙ্করভান্তের অনুবাদ। অভ হয়ে তংপর তাহার জল সেচনক্ষম মেঘম্বরূপ হয়। অনন্তর, মেঘ হয়ে উচ্চপ্রদেশে (পর্বতাদিতে) বর্ষিত হয়— ভর্মাং কর্মাশেষসম্পন্ন জীব জলধারারূপে পতিত হয়। সেই ক্ষীণকর্মা জীব—ধালু, যব, তৃণলতা, বৃক্ষ, তিল, মাষকলাই ইত্যাদিরূপে এখানে জন্মধারন করে। কর্মক্ষয়ে যারা ঐরূপে ফিরে আসে তারা সংখ্যায় অজ্ঞ । যেহেতু বর্ষার বারিধারারূপে যাহারা পতিত হয়, পর্বতত্তট, চুর্গমপ্রদেশে নদী, সমুদ্র, অরণ্য ও মরুভূমি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায়, তাদের সহস্র প্রকার আকারভেদ হয়ে থাকে।

এজন্ম তারা অতিকটে এই অবস্থা হতে নিদ্রুমণ করে (তুর্নিস্প্রপতর)

—যেহেতু তারা পর্ববততট হতে নির্গত হয়ে নদীসমূহ বা সমুদ্রপ্রাপ্ত
হয়—মকরাদি জলজন্ত কর্তৃক ভক্ষিত হয় কিম্বা মকরাদির সহিত

এ বিষয়ে ঞাতিতে আছে, তং বিদ্যা-কর্মাণি সময়ারভতে পূর্বপ্রজ্ঞাচ
ভার্থাৎ কর্ম উপাসনা ও পূর্বজন্মের জ্ঞানসংস্কার য়তব্যক্তির অনুগমন করে।
ভূজাবশিষ্ট কর্মকলে সংসার বা পুনর্জন্ম উৎপন্ন হতেছে।

সমুদ্রগর্ষ্টে বিলীন থাকতে থাকতে পুনশ্চ জলধর কর্তৃক জলরাশির সহিত আকৃষ্ট হয়ে মরুভূমিতে, শিলাতটে কিছা জগম্য প্রদেশে পতিত হয়ে অবস্থান করে; কখনও বা সর্প ও মৃগ প্রভৃতি প্রাণী কর্তৃক পীত হয়ে তাহাদের সহিত অপর কর্তৃক ভক্ষিত হয়—এবিধিধ অবস্থায় ঘূরে বেড়াতে থাকে (আর জন্মলাভ করতে পারে না)। কখনও বা অভক্ষ হাবর মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে সেখানেই শুষ্ক হয়। আর ভক্ষণযোগ্য স্থাবর-মধ্যে জন্মলাভ করলেও তাদের পক্ষে রেডঃসেককারী দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া চুর্ঘটই বটে। কারণ স্থাবর পদার্থের সংখ্যা বহু; এই কারণেই অভিকট্টে নিজ্কমণ বলা হয়েছে। বীহিয়বাদি ভাব প্রাপ্তি হয়েও নির্গমণ হওয়া অভিশয় ক্লেশকর।

কখনও বা উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী বা বাসক বা অতিবৃদ্ধ কর্তৃক ভক্ষিত হলেও তারা মধ্যস্থলেই বিশার্ণ হতে থাকে। কখনও বা কাকতালীর তায়ে রেতঃসেকক্ষম প্রাণী কর্তৃক ভক্ষিত হয়। রেতঃসেকক্ষম যে যে ব্যক্তি-কর্মশেষসম্পন্ন জীব-মৃক্ত অন্ন ভক্ষণ করে এবং যে যে ব্যক্তি ঋতৃকালে স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, ভক্ষিত জীব ঠিক তদাকারই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কারণ রেতঃসেককালে রেতঃ পদার্থটি রেতঃসেককারীর সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষশ্য মনুষ্য হতে মনুষ্যই হর, গো হতে গো-র অনুরূপই হয়।

কিন্ত অনুশরী । ভিন্ন অপর যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না করে ইহলোকেই ঘোরতর পাপকর্দ্দের ফলে ত্রীহিষবাদি ভাব প্রাপ্ত হয়ে পুনশ্চ মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাদের নির্গমন অনুশরীদিগের ফায় অতিশয় ত্বংখাবহ নহে। কারণ যেহেতু তাহারা স্বীয় কর্দ্দ দ্বারা ত্রীহিষবাদি দেহ লাভ করেছে সেহেতুই তাহাদের ভোগ-নিদান কর্মক্ষয়ের পর ত্রীহিষবাদি দেহ বিনফ্ট হয়ে যায়; তৎপর তাহারা জলোকার ফায় কর্মানুর্গণ নৃতন দেহেত্ব প্রবেশ করে। তখন তাহাদের জ্ঞান ও অনুভব শক্তি অক্ষুন্নই থাকে। এই সচেতন ভাব তাহাদের পক্ষে (পাপকর্মী) অতীব ক্লেশায়ক। এ

- অনুশরী শব্দের অর্থ। চক্রমগুলগত কন্মী পুরুষদিগের ভোগাবশিষ্ট কর্মের নাম অনুশর। পৃথিবীতে প্রত্যাগমনকালে সেই কর্মশেষ বা অনুশর সহযোগে আগমন করার জন্ম তাহাদিগকে অনুশর বলা হয়ে থাকে।
- দ সাধারণতঃ প্রাণীমাত্তেরই দেহ হুইটি—একটি সুন্দ, অপরটি সুন্দ।
 স্থুলদেহ পাঞ্চভৌতিক, আর সুন্দ্মদেহ—পঞ্চপ্রাণ মনঃ বুদ্ধি, পঞ্চকর্ম্মেস্রিয়

ধাকে এবং সজ্ঞানেই দেহান্তরে সংক্রমণ সময়ে জীব বোধণজিযুক্ত থাকে এবং সজ্ঞানেই দেহান্তরে সংক্রমণ করে। তাংপর্য্য এই যে, যদিও মৃত্যুকালে ক্রিয়া সাধন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি (ব্যাপার) সঙ্কৃতিত হয়ে পড়ে এবং জীব তদাবস্থায়ই অশু দেহ আশ্রয় করে থাকে সত্যা, তথাপি স্বপ্রাবস্থার শ্রায় তথনও দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তত্বত স্বীয় কর্মা ধারা উঘোধিত সংক্রারময় জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানসমন্থিত হয়েই দেহান্তরে গমন করে। এরপ অর্চিরাদি পথে (উত্তরায়ণ বা দেবযান) বা ধুমাদি পথে (দক্ষিণায়ণ বা পিতৃযান) যে গমন, তাহাও স্বপ্রাবস্থার শ্রায় উদ্বৃদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়; কারণ ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্মাই তাহার ঐরপ গমনের কারণ। সূত্রাং সেই কর্মা ঘারাই তাহার চিরস্প্ত জ্ঞানসংক্ষার তখন জাগরিত হয়ে উঠে। কিন্তু অনুশরী (কর্ম্মাবশেষ সম্পন্ন জীব) যাহারা ব্রীহি প্রভৃতিরপে আবিভৃতি হয়, তাহাদের পক্ষে ঐরপ রেতঃসিক (পুরুষ) ও যোষিংদেহের সহিত জ্ঞান সহকারে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় না। কেননা, ব্রীহি প্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন, পেষণাদি কালে কখনই অনুভবসম্পন্ন জীবগণের অবস্থান হতে পারে না।

অনুশরীগণ যখন চক্রমণ্ডল হতে অবতরণ করেন তখন তাঁহাদের সচেতন ভাব থাকে না, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাংপ্য্য এই যে, তাঁহাদের

ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়বাশ্বক। তুলদেহ প্রত্যেকবার জন্মে ও মরে, কিন্তু সৃক্ষ দেহটির মৃক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থির থাকে। এই সৃক্ষদেহ অলম্বন করেই জীব নানাবিং লোকে গমনাগমন করে। কিন্ত জোক যেমন অপর একটি তৃপ গ্রহণ না করা পর্যান্ত পূর্বব-ধৃত তৃপটি পরিভাগে করে না, তেমনি জীবও অপর একটি স্থুলদেহ গ্রহণ না করা পর্যান্ত বর্ত্তমান স্থুলদেহ সম্পূর্ণরূপে ভাগি করে থাকতে পারে না। সেজা মৃতুকালে জীব জোকের লায় কর্মান্যায়ী ভাবী দেহটিকে মানসিক চিন্তা দ্বারা আশ্রয় করে, তৎপর বর্ত্তমান দেহটিকে পরিভাগে করে থাকে।

ই যাঁহার। জ্ঞানসহযোগে কর্মান্ষ্ঠান করেন, তাঁহার। মৃত্যুর পর অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন। আর যাঁহারা ভগু যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ধুমাদিমার্গে চক্রলোকে গমন করেন। চক্রলোকে সকর্মান্যায়ী সুখসজ্যোগ সমাপ্তির পর, পূর্বকৃত অবশিষ্ট কর্মফলসহ পুনরায় পৃথিবীমগুলে স্বক্রান্সারে মন্যাদি দেহ লাভ করেন। নিয়ম এই ষে, প্রথমে ধুমের সহিত পরে অজ্ঞের সহিত, তংগর মেবের সহিত সন্মিলিত হন, তদনভর বারিধারারূপে

চ্চক্রমণ্ডলে ভোগার্হ কর্ম শেষ হয়ে গেলেই, তাঁহাদের হৃদয়ে অভিশর ক্লেশের সঞ্চার হয়। ক্লেশাধিক্যবশতঃ শরীরে এত উল্লা উপস্থিত হয় যে তাহার ফলেই তাহাদের সেই জলময় দেহ গলে যায় এবং ইপ্রিয়নিচয়ও নিক্রিন্ম হয়ে পড়ে। তথন তাহাদের বোধশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তথন তাহারা অক্সানাবস্থায়ই মুর্চ্ছিতের স্থায়, আকাশাদি ক্রমে পৃথিবীতে অবতরণ করে দেহবীজভূত জলে পরিবেতিত হয়ে কর্মফলে যে-সমস্ত স্থাবরাদি দেহ উৎপন্ন রয়েছে, সেই সমস্ত দেহের সহিত সম্মিলিত হন, সেইরূপ ব্রীহিয়বাদি দেহে প্রবেশ করে মাত্র। কিন্তু এই অবস্থায় অনুভূতি থাকে না—কারণ ঐ সমস্ত বস্তু তাহাদের ভোগদেহ নহে। এরূপ ব্রীহি প্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন, পেষণ পাক, ভক্ষণ, রসরুধিরাদিরূপে পরিণতি এবং রেতঃসেক সময় পর্যান্ত মুর্চ্ছতের স্থায়ই থাকে। কারণ তাহাদের দেহান্তর সমুৎপাদক কর্ম্মমূহ তথনও কার্য্যান্ত্র্যান্ত্র হয় নাই। বিশেষতঃ কোন অবস্থাতেই দেহবীজভূত জলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে অবস্থিতি করেন না। এজস্য জলোকার স্থায় সচেতনত্ব বিরুদ্ধ হতেছে না। আর মধ্যবর্তী অবস্থায় যে জ্ঞানভাব তাহাও মূর্চ্ছতেরই অনুরূপ। ইহাও বিরুদ্ধ হতেছে না।

এই কারণে, দেহান্তর সংক্রমণ সময়ে জীব বোধশক্তিযুক্ত থাকে এবং সজ্ঞানেই দেহান্তরে সংক্রমণ করে, এই শ্রুতিবাক্য সকল অবস্থাতেই এবং সর্ব্বকালেই প্রযোজ্য।

যদিও মৃত্যুকালে ক্রিয়াসাধন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি (ব্যাপার) সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং জীব তদাবস্থায়ই অগুদেহ আশ্রয় করে থাকে সভা, তথাপি ব্যাবস্থার গ্রায় তথনও দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিতভূত স্থীয় কর্ম্মারা উদ্বোধিত সংস্কারময় জ্ঞানের সাহায়ে বিজ্ঞান সমন্বিত হয়েই দেহান্তর গ্মন করে।

অজিরাদি পথে গমন ও ধুমাদি পথে চফ্রমণ্ডলে আরোহণ, এসকল কার্যাও স্বপ্নাবস্থার আয় উদ্বৃদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। কেননা, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্মাই ভাহাদের ঐ গমনের কারণ। স্বৃতরাং সেই কর্মন্বারাই ভাহাদের চিরমৃক্ত জ্ঞান সংস্কার তখন জ্ঞাগরিত হয়ে উঠে।

পৃথিবীতে পতিত হওয়ার পর বীহিষবাদিরপে পরিণত হয়ে অয়রপে
পুরুষপ্রাণী কর্তৃক ভক্ষিত হন; অনস্তর শুক্ররপে পরিণত হয়ে স্ত্রী-শরীরে
নিক্ষিপ্ত হয়ে তদনুরূপ দেহ ধারণ করেন। উক্ত বীহিষবাদি অনুশরীদের প্রকৃত
ভোগদেহ নহে—আশ্রয় মাত্র।

৩৬৫।৭ স্নোক: এখানে অনুশরীদিগের জন্মপরিগ্রহ প্রকার উক্ত হতেছে।
চন্দ্রমণ্ডল হতে প্রভাগত জীবগণের মধ্যে যে সকল লোক ইহলোকে
উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেছেন তাঁহার। নিশ্চয়ই অবিলম্বে রাক্মণযোনিই
ইউক বা ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্বযোনি হউক—উংকৃষ্ট ষোনি প্রাপ্ত হবেন।
যাহারা অপকৃষ্ট কর্ম্ম করেছেন ভাহারা অপকৃষ্ট জন্ম কুকুরযোনি, শ্করযোনি প্রভৃতি প্রাপ্ত হবেন।

৩৬৬৮ স্নোক। যাঁহারা জ্ঞানানুশীলন করেন না এবং কর্মানুষ্ঠানও করেন না, তাঁহারা উক্ত উভয় পথের (অচিরাদি পথ ও ধ্মাদি পথ) কোন পথেই গমন করেন না—তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল সেই 'জায়য় ব্রিয়য়' ক্ষুপ্রপ্রাণীরূপে (তাঁশ মশক কীট পতঙ্গ) পুনঃ জন্মলাভ করে থাকে অর্থাং জন্মগ্রহণ ও মরবার জন্মই যেন তাহাদের কালক্ষয় হয়। জায়য়— জন্ম-ধারণ করা, ব্রিয়য়—মরে যাওয়া, নিজ নিজ কর্মানুসারে ইহারা এরূপ জন্ম ও মরণ যাতনা ভোগ করে, ঈশ্বর কেবল সাক্ষীরূপে তাহা সম্পাদন করে থাকেন মাত্র।

ইহাই পূর্বোক্ত পথদম হতে তৃতীয় স্থান এবং সেই হেতুই এই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হতেছে না। তাংপর্যা এই যে, দক্ষিণায়ণে প্রস্থিত ব্যাক্তিরাও ফিরে আসে। আর জ্ঞান ও কর্ম্মে অনধিকৃত ব্যক্তিগণের (জায়র— মিয়র) দক্ষিণায়ণেও গমন হয় না। সেই হেতু এই চন্দ্রশোক পরিপূর্ণ হয় না।

রাজা প্রবাহনের পঞ্চম প্রশ্নটি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা নিরূপণেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটিরও দক্ষিণায়ণ ও উত্তারয়ণ পথ ঘারাই উত্তর প্রদত্ত হয়েছে।

দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ পথদ্বয়ের বিয়োগ স্থান সম্বন্ধে যে প্রশ্ন হয়েছিল তাহাও মৃতব্যক্তিবর্গের অগ্নিতে নিক্ষেপ (জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়েরই) তুলা, সেখান থেকে পৃথক হয়ে জ্ঞানীগণ অচিরাদি পথে ও কর্ম্মীগণ ধুমাদি পথে গমন করেন। উত্তরায়ণ ও দঞ্চিণায়ণ পথে, যয়াস পৃত্তির সময়ে এই উভয়গণই পরস্পর সদ্মিলিত হন এবং পুনরায় বিমুক্ত হয়ে জ্ঞানীগণ সম্বংসরের পর অচিরাদির পথে, আর কন্মীগণ ষয়াসের পর দক্ষিণায়ণ পথে পিত্লোক প্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনুশরীদিগের কর্মক্ষয়ের পর চন্দ্রমণ্ডল হতে আকাশাদিক্রমে পুনরার্জিও কথিত হয়েছে। চন্দ্রলোকের অপ্রণ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর 'তেনাসো লোকেন সম্পূর্যাতে' বলা হয়েছে।

পঞ্চাগ্নি বিছ্যা (২)

দেহবিমোচন এবং তৎপরবর্ত্তী অবস্থা

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় রাক্ষণে পুরুষের দেহবিমোচন, ভাহা কোন সময়ে এবং কি প্রকারে হয়ে থাকে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১। ২৯১।১ ক্লোক: লোকান্তরে প্রস্থানোদত এই পুরুষ সেই সময়ে (মৃত্যুকালে) বলহীন হয়ে সন্মোহ বা বিমৃচ্ভাবই ষেন প্রাপ্ত হয় (এখানে দেহের চুর্বলভাকেই আত্মার চুর্বলভা বলে আরোপ করা হয়েছে। কারণ আত্মা অমুর্ভ, নিত্যচৈতক্ত জ্যোতিঃম্বরূপ—তাহার সন্মোহ বা অসন্মোহ কিছুই সম্ভবপর হয় না)।

২। ১৯২।২ শ্লোক: তখন চক্ষু প্রভৃতি প্রাণবর্গ নিলেপিডাবে আদান করতঃ অর্থাৎ উপসংহাত করতঃ (রপ্প সময়েও ইন্দ্রিয়সমূহ সমাহাত হয়, কিন্তু নির্লেপভাবে হয় না) হৃদ্পদ্মাকাশে (লিঙ্গদেহে) আগমন করে (২৯১।১ শ্লোক) অর্থাৎ লিঙ্গদেহে সম্মিলিত হয়।

সে সময়ে এই হাদরের অগ্রভাগ অর্থাৎ আত্মা যে পথে নির্গত হবে, সেই নাড়ী-ছার আত্মজ্যোতিঃ ছারা উদ্ভাসিত হয়। সেই প্রদীপ্ত হাদরাগ্রপথে আত্মা (লিঙ্গদেহ) নির্গত হয়। ভবিছাৎ ফলানুসারে বহির্গমনের পথ অনেক প্রকার হয়ে থাকে। যথা, স্থ্যলোকে যেতে হলে চক্ষ্-পথে, ত্রহ্মলোকে সমন করতে হলে ত্রহ্মরক্স পথে, অন্যত্ত যেতে হলে অন্যান্ত শরীরাবয়ব ছারা নিক্রান্ত হয়।

সেই বিজ্ঞান-আত্মা জীব উৎক্রমণ করবার সময় তাহাকে লক্ষ্য করে প্রাণ উৎক্রমণ করতে থাকে।

প্রাণ উৎক্রমণ করবার সময় তাহাকে লক্ষ্য করে অপর সমস্ত প্রাণ বা ইব্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করতে থাকে। উৎক্রমণকালেও আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্নই (জ্ঞানবাসনা মুক্তই) থাকে এবং ঐ বিজ্ঞান সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে। তথন তাহার ঐহিক উপাসনা ও কর্ম এবং প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কার 'পূর্বপপ্রজ্ঞা'ও অর্থাং পূর্ববানুভৃতবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাং প্রাক্তন কর্মের ফলানুভব হতে মনোমধ্যে যে বাসনা বা সংশ্বার সৃষ্ট হয়েছে—পূর্বব পূর্বব জ্বার যে সমস্ত কর্মের ফল ডোগ করতে হয়, সেই ফলানুভব হতে আবার এক প্রকার বাসনা বা সংশ্বারের সৃষ্ট হয়। সেই ফলানুভবজ্ঞনিত বাসনাই 'পূর্ববপ্রজ্ঞা' সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করতে থাকে।

৩। এই তাংকালিক বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকে না। মৃত্যু সময়ে স্বীয় কর্মরাশি যখন তাহাকে নিয়ে যায় তখন তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না।

গীতায় উক্ত হয়েছে—সদা তদ্ভাব ভাবিত অর্থাং সর্বাদা সেইভাবে ভাবিত হয়ে——সদা বারাজীবন যে বিষয়ে অনুরাগী থেকে নিরন্তর উহার ভাবনা করে, সেই তীব্র ভাবনার ফলে মন তদ্বিষয়ে তন্ময়তা লাভ করে। মৃত্যু সময়ে তাহার সেই চিন্তাই উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুকালীন সেই ভাবনাই মুমুস্থ্র গন্তব্যস্থান নির্দেশ করে দেয়। অর্থাং মৃত্যুসময়ে যেরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়, পরলোকেও তাহার সেরূপই জন্ম ও অবস্থা লাভ হয়ে থাকে। বিদ্যা কর্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা পরলোক পথের সম্থল।

মৃত্যুসময়ে জীবের কর্মানুসারে অন্তঃকরণ মধ্যে বিভিন্নাকারে বৃত্তি অভিবাক্ত হয়ে থাকে। বাসনাময় সেই সমৃদয় বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সমস্ত লোকই সে সময় বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং সেই বিজ্ঞানের সহিতই গন্তব্যস্থানে গমন করে। অর্থাং মৃত্যু সময়ে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়ে ভাহার সম্মুখে যেরপ গন্তব্যস্থান উদ্ভাসিত করে দেয়, মুমুদ্র্ জীব সেই স্থানাভিমুখেই প্রস্থান করে (আতিবাহিক বা লিক্সদেহ অবলম্বনে)।

৪। ২৯০৩ ক্লোক: আত্মার বর্ত্তমান দেহ তাগের পর শরীরান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হতেছে। জেনক যেমন পূর্ব্বগৃহীত ত্ণের প্রান্তভাগ পর্যান্ত যেয়ে অপর একটি তৃণকে গ্রহণপূর্বক আপনাকে সংহাত করে অর্থাৎ আপনার পশ্চাৎভাগকে সন্মুখের অংশে সন্নিবেশিত করে, ঠিক সেইরূপই এই আত্মান প্রীরটি নিহত (ভ্যাগ) এবং চেতনাশৃশ্য করে অপর একটি দেহ অবশ্যন করতঃ আপনাকে সেধানে নিয়ে যায়। ভাৎপর্য্য এই যে, সংসারী জীব (এখানে আত্মা) পূর্ব্বগৃহীত এই শরীরকে নিহত করে অর্থাৎ রীয় আত্মার উপসংহার তারা

দেহকে অচেতন করত: জে কৈ যেমন তৃণান্তর গ্রহণ করে তদ্রুপ দীর্ঘীকৃত স্বীয় বাসনা দ্বারা অপর দেহ অবলম্বন করে আন্মার উপসংহার করে, অর্থাং সেই দেহে আন্মান্তিমান স্থাপন করে অর্থাং দেহান্তরপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্যান্ত এই দেহে থেকেই নিজের জ্ঞান কর্মানুসারে পরজ্ঞদ্মে যেরূপ দেহে যেতে হবে তদনুরূপ প্রবৃদ্ধ বাসনাকে দীর্ঘতর করে ভবিছাং দেহপ্রাপ্তির স্থানে গমন করে, অর্থাং তথন ভবিছাং দেহ-বিষয়ে তাহার পূর্ববসংস্কার এরূপভাবে প্রবৃদ্ধ হয় যেন সেই দেহটি প্রাপ্ত বলেই মনে হয়, মানসিক চিন্তা দ্বারা আন্মাভিমান স্থাপন করে—কিন্ত ইহা সাক্ষাং সম্বন্ধে দেহপ্রাপ্ত নহে।

সেখানে ইন্দ্রিয়ণণ প্রাক্তন কর্মণক্তির প্রেরণায় স্ব্যাপার হয়ে পরস্পর সিমিলিত হয়, ফলে একটি বাহ্য-শরীর (স্থুলশরীর) সমুংপন্ন হয়। অতঃপর ইন্দ্রিয়াথিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাছত দেখে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি তনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রিয়সংখাতে পুনঃ অধিষ্ঠিত হয়, ইহাই দেহাত্তর সমুংপত্তির প্রণালী (১৯০০)। এক্ষণে শক্ষা হতেছে, যখন দেহাত্তর সমুংপন্ন হয়ে থাকে তখন কি যে সমস্ত দেহোপাদান সর্বাদা বিদ্যমান আছে সেই উপাদানগুলিই চুর্ণ-বিচুর্ণ করে অপর নৃতন দেহ বিরচিত হয়? অথবা সম্পূর্ণ নৃতন উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে? তত্বরে, পরবর্তী স্লোকে দৃষ্টাত প্রদর্শিত হয়েছে।

- ৫। ২৯৪।৪ শ্লোক: পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে আকাশ পর্যান্ত যে পঞ্চতুত সর্ব্বদাই প্রাপ্ত রয়েছে সেই পঞ্চতুতকেই বারবার উপমন্দিত করে, জন্ম অন্য নবতর আকৃতিবিশেষ, অর্থাৎ দেহান্তর নির্মাণ করে থাকে। পরলোকে গমনোদ্যত এই আত্মাও বর্ত্তমান দেহটিকে নিহত (ত্যাগ)ও অচেতন করতঃ পিতৃলোক গমনোপ্যোগী কিম্বা গদ্ধর্বলোক দেবলোক অথবা ব্রহ্মলোক গমনোপ্যোগী এবং কর্ম ও জ্ঞানানুসারে অপরাপর ভূতগণের উপভোগ্যোগ্য শরীর নির্মাণ করে থাকে।
- ৬। ২৯৫।৫ শ্লোকঃ এই সংসারী আত্মায়ে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সে সমুদয়ের নির্দেশ করা হতেছে।

সেই আন্ধা প্রকৃতপক্ষে ব্রক্ষাই বটে, কিন্তু উপাধিষোগে বিজ্ঞানময় (বৃদ্ধির সহিত অভিন্নরপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরপ) হয়। এই প্রকার প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্তময়, (পার্থিব শরীরে) পৃথিবীময়, (জ্ঞারীয় শরীরে) জাপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময় (প্রেতাদি শরীর),

কামময়, অকামময়, জোধময় (ব্যহত কাম - জোধ), অজোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, সর্বময় এবং যেহেতু প্রত্যক্ষপ্রাহ্ম বস্তময়, সেজহা পরোক্ষ বস্তময়ও বটে অর্থাৎ যেরপ কর্ম ও আচারের অনুশীলন করে সেরপ হয়। উত্তম কর্মকারী উত্তম হয় আর অধম কর্মকারী অধম হয়, পুণা কর্মদারা পুণাবান (সুখী) হয় আর পাপকর্ম দারা পাপী (দুঃখী) হয়।

লোকেও বলে থাকে যে, এই সংসারী জীব কামময়; সে যেরূপ কামনাবাসনাশালী হয় সেরূপই সংকল্প করে, আবার যেরূপ সংকল্পসম্পন্ন হয় সেরূপই কর্মানুষ্ঠান করে, ঠিক তদনুরূপ অবস্থাই লাভ করে।

৭। ২৯৬।৬ স্নোক: জীবের পরলোকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলা হতেছে।
মৃত্কালে জীবের লিক্স—সৃক্ষ অথবা সৃক্ষ শরীরের অংশ মন যে বিষয়ে নিমৃক্ত বা আসক্ত থাকে, সেই কর্ম্মের সংস্কার সহযোগে অর্থাং যে বিষয়ে তাহার প্রবল অভিলাম থাকে এই সংসারী জীব সেই বিষয়ে অভিলামী হয়ে তদনুক্ল কর্ম্ম করে ও তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় এবং লোকান্তরে ফলভোগ শেষ করে ইহলোকে পুনর্বার কর্ম্ম করবার নিমিত্ত, সেই লোক হতে ফিরে আসে। কারণ, এই মর্ত্তলোক স্বভাবতঃই কর্মপ্রধান। পুনর্বার কর্মা করবার জন্ম কর্মকর্তার কর্ম্মফলে আসক্তি থাকার জন্ম পুনর্বার ইহলোকে ফিরে আসে। এই প্রকারে কামনাবান (সকাম) পুরুষ জন্মমরণ প্রবাহ ভোগ করতে থাকে।

৮। কিন্তু অকাময়মান (কামনাহীন) পুরুষ মৃত্যুর পর কোথায়ও গমন করে না। কারণ, যে ব্যক্তি ফলাসক্ত তাহার পক্ষেই পারলোকিক গতি কথিত হয়েছে। সূতরাং কামনা-বিহীন পুরুষদের লোকান্তর গতি সম্ভব হয় না। অকাম অর্থাৎ ঘাঁহার নিকট হতে সমস্ত কামনা দ্রীভূত হয়েছে তাঁহাকে আপ্তকাম বলা হয়, অর্থাৎ যিনি সমস্ত কাম প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই আপ্তকাম। তাঁহার অপর কোনও বস্তু কামা বা প্রার্থনীয় নাই। আত্মাই তাঁহার নিকট একমাত্র কাম্য; বাহাভান্তর ভাববিহীন, পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞান, একরস আত্মাই ঘাঁহার সমস্ত, ঘাঁহার উর্দ্ধ অধঃ বা পার্থে আত্ম ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই প্রার্থনীয় নাই—যাঁহার সমস্তই আত্ময়রূপ হয়ে যায় সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখবে, প্রবণ করবে বা মনন করবে। এরূপ জ্ঞানোদয়ের পর সে কি আর কোন বস্তু কামনা করতে পারে? যিনি আত্মকামত্ব নিবন্ধন আত্মকাম হন, তিনিই অকাম ও অকাময়মান; সূত্রাং তিনি বিমৃক্ত। কেননা, ঘাঁহার আত্মাই সর্বময় হয়ে যায় তাঁহার পক্ষেকও অনাত্ম কোন পদার্থই কাম্য (প্রার্থনীয়) হতে পারে না। অভএব

কামনা না থাকায় অকাময়মান পুরুষ কখনও পুনর্জন্ম লাভ করে না, পরস্ত দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিমুক্ত হয়।

৯। এবিষধ অকাময়মান পুরুষের কর্ম্ম সম্ভব হয় না, ভন্নিবন্ধন পরলোক গমনও করতে পারে না। সেহেতু তাহার প্রাণসমূহ এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও উৎক্রমণ করে না অর্থাং দেহ হতে উর্দ্ধগামী হয় না। সেই বিঘান জ্ঞানী আপ্তকাম পুরুষ আত্মকামত্ব নিবন্ধন এখানেই ব্রহ্মরূপ হন। এবিষধ সেই পুরুষ যে কিরপে মুক্তিলাভ করে তাহা বর্ণিত হতেছে। যে লোক সুমুপ্তি অবস্থাপন্ধের হ্যায় নিবিবশেষ, অবৈত, নিভা চৈভহ্ম-জ্যোতিঃ বভাব আত্মাকে (আপনাকে) দর্শন করে, সেই অকাময়মান পুরুষের কর্ম্মাভাববশতঃ গমনের কারণ বিলুপ্ত হওয়ায়, বাক্ প্রভৃতি প্রাণসমূহ উর্দ্ধগামী হয় না। পরস্ত সেই জ্ঞানী পুরুষ যদিও দেহবানের হ্যায়ই (দেহীর মত) দুষ্ট হয় সভা, তথাপি এখানে তিনি ব্রহ্ময়রূপ হন। তিনি ব্রহ্ময়রূপ বলেই ব্রহ্মক প্রাপ্ত হন। তাহার ব্রহ্মভাব প্রবৃদ্ধ হওয়ায় ইহজন্মেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাহার আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকেনা। ব্রহ্মবিদের মুক্তি হই প্রকারে হতে পারে। এক—দেহসত্বে, বর্ত্তমান জন্ম; দ্বিতীয়—দেহপাতের পর, বিদেহ মূর্ত্তি।

সম্প্রতি বিত্যা (৩)

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধাায়, পঞ্চম ব্রাক্ষণে এই সম্প্রতি বিদ্যার অবতারণা প্রসঙ্গে, ৭০।১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে, মনুষ্ঠলোক পিতৃলোক এবং দেবলোক—ত্তিবিধ লোক অর্থাং ভোগস্থান প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একমাত্র পুত্র দারাই এই মনুষ্ঠলোক জয় করতে পারা বায়, অন্য কর্ম দারা নহে।

কর্ম দারা একমাত্র পিতৃলোকই জয় করতে পারা যায় এবং বিদ্যা দারা দেবলোক জয় করতে পারা যায়। লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে পণ্ডিতগণ দেবলোক লাভের সাধনভূত বিদ্যার প্রশংসা করে থাকেন। এখানে জয় অর্থ ভোগায়ত্ত করা।

- ২। পুত্র কি প্রকারে মনুষ্ঠলোক ভোগায়ত্ত সাধন করে তাহা বলা হতেছে। অথাতঃ সম্প্রজি । সম্প্রতি অর্থ সম্প্রদান—পুত্রেতে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার সমর্পণ] লোক যখন আপনাকে আসন্তম্মত্যু মনে করে, তখন পুত্রকে আহ্বান করে তাকে বলে, তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ এবং তুমি লোক। পিতা এরপ বললে পর সেই পুত্র প্রতিবচনে বলেন—হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক। ইহার অর্থ এই যে, আমার যাহা কিছু অনুক্ত, যাহা কিছু অধীত বা অনধীত অর্থাং অধ্যয়ন অবশিষ্ঠ আছে, তুমিই সেই সকলের ব্রহ্ম অর্থাং তুমিই তংসরূপ—আমার কর্ত্ব্যু অধ্যয়ন তুমিই পূর্ণ করবে। যে কোনও যজ্ঞ (আমার কর্ত্ব্যু ছিল), তুমি সমুদ্বের যজ্ঞয়রূপ অর্থাং তুমি আমার কর্রণীয় যজ্ঞ সম্পাদন করবে, আর যে কোন লোক (ভোগস্থান) জয় করা, আয়ন্ত করা আমার উচিত ছিল, তুমি সে সকলের লোক যুরূপ অর্থাং তুমি সে সকল লোক জয় করবে।
- ৩। এই পরিমাণই এ সমস্ত গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম। এই পুত্র আমার কর্ত্তব্যভার নিজে গ্রহণ করে, এই জগং হতে প্রস্থিত আমাকে পালন করবে। এবন্ধি সংপুত্র (পিতার অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যভার গ্রহণকারী পুত্র) ইহলোকের কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হতে পিতাকে বিমোচিত করবেন। সেইজ্লুই উক্ত প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত পুত্রকে পিতার লোক্য—বর্গাদি লোক জয়ের উপযোগী বলা হয়।

৪। এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পিতা যে সময় আপনার কর্ত্তব্যভার পুদ্রের উপর অর্পণ ক'রে এই পৃথিবী হতে প্ররাণ করেন—মৃত্যুগ্রস্ত হন তথন তিনি বাক্ মন ও প্রাণ ম্বারাই পুদ্রেতে প্রবেশ করেন অৃথাং পুক্তেতে ব্যাপ্ত হন।

অভিপ্রায় এই যে, সেই পিতার বাক্, মন প্রাণ সেই সময়ে (মৃত্যুগ্রন্থ সময়ে) অধ্যাদ্ম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দৈহিক সীমায় আবদ্ধ থাকবার কোন কারণ না থাকায়, স্বীয় প্রকৃতিরূপ আধিদৈবিক পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃত্তি রূপে, সর্ববন্ধার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন।

পিতাও বাক্ মন প্রাণকে আত্মভাবে ভাবনা করায় উক্ত বাক্ মন ও প্রাণের সহিত প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন। কারণ পিতা তথন এরূপ ভাবনাসম্পন্ন হন, আমি হতেছি অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিবিধভাবে বিস্তৃতিপ্রাপ্ত অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন বাক্ মন ও প্রাণয়রূপ। সেজত্ম পিতা তথন প্রাণের অনুহত্তি, বা অনুসরণ করে থাকেন। পিতা তথন সকলেরই আত্মররূপ হন। সূত্রাং পুজের সঙ্গেও অভিন্ন হয়ে পড়েন। অতএব 'এভিরেব প্রাণেঃ সহ পুজ্রমাবিশতি' বাক্য যুক্তিযুক্ত হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, যে পিতার পুজ এরূপ অনুশিষ্ট বা সৃশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তিনি পুজ্ররূপে ইহলোকেই বর্ত্তমান থাকেন। তাঁহাকে কথনও মৃত বলে মনে করা উচিং নহে।

৫। পুজ্র শব্দের যোগার্থ (৭১।১৭ মোক) পিতা কর্তৃক যদি কখনও কোন প্রকারে কোন কর্ত্তর্য কর্ম অসম্পাদিত থাকে, তাহা হলে সেই পুজ্র নিজে অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পুরণ ক'রে পিতার সেই অসম্পাদিত স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ সেই কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হতে পিতাকে বিমৃক্ত করে, যেহেতৃ পুজ্র অসমাপ্ত কর্ত্তব্য পরিপূরণ দ্বারা পিতাকে পরিত্রাণ করে সেইহেতৃ পুজ্র নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই পুজ্রের পুজ্রত্ব অর্থাং পুজ্র সংজ্ঞার কারণ যে, সে পিতার ছিদ্র অর্থাং অপূর্ণতা পুরণ ক'রে পরিত্রাণ করে। সেই পিতা মৃত হয়েও এবন্ধি পুজ্র দ্বারা ইহলোকেই প্রতিষ্ঠিত (বর্ত্তমান) থাকেন। এই প্রকারে উক্ত পিতা ঈদৃশ পুত্র দ্বারা এই মনুষ্ঠলোক জয় করেন। এরপে পুজ্রেতে কর্ত্তর্যকর্ণের ভারার্পণকারী পিতাকে দৈব অর্থাং হিরণাগর্ভ সম্বন্ধীয় এই অমর প্রাণসমূহ প্রবেশ করে থাকে।

৬। ৭২।১৮ শ্লোক। পিতা পুজেতে কি প্রকারে প্রবেশ করেন তাহা এন্থলে উক্ত হতেছে। পৃথিবী ও অগ্নির অধিদেবতা বাক্ যথোক্ত সম্প্রক্তিকারী পুরুষে প্রবেশ করে। তাহাই দৈবী বাক্, যাহা দারা যাহা বলা হয় ডাহা তাহাই সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তাহার অমোঘ বাক্শক্তি লাভ হয়; তিনি বাক্সিদ্ধ হন।

৭। পৃথিবী ও অগ্নির দৈবী অধিদেবতাশ্বরূপ বাক্; ইহাতে যিনি যথোক্ত সম্প্রতি সম্পাদন করেছেন, তাহাতে প্রবেশ করে। পৃথিবী ও অগ্নিরূপা বাক্ হতেছেন সর্বপ্রাণীর বাক্যের উপাদান বা উৎপত্তির কারণ শ্বরূপ। কিন্তু দেহাশক্তি-দোষে সেই বাক্ নিরুদ্ধভাবে পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। জ্ঞানীর সেই আসক্তি দোষ দুরীভূত হয়ে যায়। সূতরাং পরিচ্ছেদ্দলক আবরণও ভেঙ্গে যায়, তখন আবরণ ভঙ্গে ওল প্রদীপ প্রকাশের শ্রায় বাক্ও বিস্তৃতি লাভ করে থাকে। সেই দৈবী বাক্-ই অসত্যতাদি দোষশুশ্ব বিশুদ্ধ। যে ব্যক্তি নিজ্পের জন্মই হউক বা পরের জন্মই হউক, এই দৈবী বাক্য যাহা যাহা বঙ্গে, তাহা তাহাই হয়। অর্থাৎ ইহার বাক্য অমোদ, অব্যাহত হয়!

৮। এই প্রকার পুত্র দারা মনুষ্যলোক, কর্মদারা পিত্লোক ও বিলা ধারা দেবলোক জয় করাই পুত্র কর্ম ও অপরাবিলার (এক্ষবিলাভির) প্রধান ফল (মোক্ষসাধন বিষয়ে নহে)। পুত্রের ধারা ত্রক্ষবিলারহিত সংসারী জীবেরই মনুষ্যলোক জয় সম্ভবপর হয়, পরস্ক পরমাত্মবিং জ্ঞানী লোকের সম্বন্ধে নহে। এত্দিময়ে শ্রুতান্তরে দৃষ্ট হয়, আমরা সন্তান লাভ করে কি করব—তাহা দারা কি করিব যাহা দারা আমাদের পরমাত্ম লাভ সপ্তব হবে না?

৯। কেহ কেহ বলে থাকেন যে, পিতৃলোক ও দেবলোক জয় করা শব্দের অর্থও পিতৃলোক হতে ব্যাহতি (বিরক্তি) ভিন্ন আর কিছু নহে। অতএব একসঙ্গে পুত্র কর্ম ও অপরাবিদ্যার অনুষ্ঠান করলে যখন এই ত্রিবিধলোক হতে লোকের নিহন্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তখন বৈরাগ্যসম্পন্ন পুত্রুষ ক্রমে পরমান্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ভানরা মোক্ষলাভ করে থাকেন। অভএব পরম্পরা সম্বন্ধে পুত্রাদি সাধনত্রয় মোক্ষলাভেরই উপায়ম্বরূপ। উক্ত সিদ্ধান্ত ক্রতি বিরুদ্ধ। পুত্র ও কর্মাদি সাধনত্তি যদি সভ্য সভ্যই মোক্ষসাধন হত, তা হলে কখনও মোক্ষসাধন পুত্রুকে লোকিক সাধনে বিনিযুক্ত করা হত না।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের স্থানগর-মজিলপুর নিবাসী জীবিভৃতিভূমণ (কালিদাস) চক্রবর্তীকে তারানাথ বরচিত নিয়লিখিজ গানটি গাইবার জন্ম দেন।

বাহার মিশ্র (ভৈরবী)
গগনে জাগিল মহাকাল।
অন ভম্বরু বাজে ভীম রুদ্রে সাজে
জাগে ভৈরব আজি মৃত্যু করাল।
মরণ আঁধার কোলে জীবন আলোকে জ্বল
সংহার বেশে দেখা দিল যে ভয়াল—
জাগে ভৈরব আজি মৃত্যু করাল।
প্রলম্ম ঝঞ্জা শেষে নিশার স্থপন
মৃগে আনিল যে অমর মরণ
আজি অমানিশা শেষে আসিবে নৃতন বেশে
শঙ্কর শিব সাজে সাজিয়া দয়াল
জাগে ভৈরব আজি মৃত্যু করাল।

[্]দ্রস্টব্যঃ ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পঞ্চাগ্নিবিদার তাৎপর্য্য বোধসৌকার্য্যার্থে ১০৮ পৃষ্ঠার পর (১) পরলোক ও জন্মযুত্য প্রবাহের স্বরূপ (২) দেহ-বিমোচন এবং তৎপরবর্ত্তী অবস্থা (৩) সম্প্রতি-বিদ্যা শীর্ষক তিনটি বিশেষ নিবল্পে উহা আরও স্পরীকৃত করা হল।

স্মৃতিতর্পণ

(s)

—বীপেজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়

থিমগিরি ক্রোড়ে গাড়োয়ালের জ্রীনগরে অবতীর্ণ হন প্রমথেশ বটুকভৈরবের বরে শুভ কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ার পরম লগনে বারশো ত্রি-পঞ্চদশ সনে।

কান্তিকের সেই পরম উত্তম শিব-লগনে এলেন ধরায় যে দেবশিশু সর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ দেব দেব ভীম গঙ্গাধর ক্ষেপা ভারানাথ ভিনি।

গিরিশিরে কত জেগেছে প্রভাত,
মিলালো রক্ত-সন্ধ্যা;
সন্তানের তরে করে শিবপুজা
কে ঐ রমণী বন্ধ্যা।
বঙ্গজ দ্বিজকুলের কামিনী
চিনি যেন তাঁরে চিনি,
বিশিষ্ট রাজ আমাত্যের
সহধর্মিনী তিনি।
তারার জননীর পূজায়

থুসী হয়ে ভোলানাথ
খুসী হয়ে ভোলানাথ
খ্বান দিলেন তাঁহারে বর,
আসিবেন তারানাথ।
জননী পুত্রে ধরিবে বক্ষে

মহেশ্বরের বরে;

রুদ্রদেবের সে বরপুত্র किन्छ द्राव ना मःभादत । জননীর কোলে এল শিশু তারা मार्यंत्र नयनम्भिः পলक चमर्भाता कननी মণিহারা যেন ফণি। কাটিল বাল্য, এল কৈশোর কিশোর বালক তারা; তখনি তাঁহার অন্তর মাঝে বহিছে ভাবের ধারা। চলে যায় বনে, দুরে নির্জ্জনে চলে যায় গিরিচ্ডে, কে যেন তাঁহারে ডেকে নিয়ে যায় मध्र वाँगीत स्ता। সংসার তার মন কেড়ে নিতে मानिशाष्ट्र পরাজয়, আপনার মনে আপনি সে ক্ষেপা আপনাতে কথা কয়। সে কথা নহে তো তোমার আমার দে কথায় জাগে জালা. জনয় মথিয়া জাগে জিজাসা. কোথা জুলে সেই আলা ? যে আলোতে ভাতি ওঠে অমারাতি যে আলোতে হৃদি জাগে যে আলোতে জেগে ওঠে অন্তর পুণ্য অরুণ রাগে। পারিল না ভাই বাঁধিতে ভারারে পিতামাতা সংসার:

কে রুধিবে তাঁরে, যে নিয়ত মনে
জানে ভগবানে পরাৎপর সারাৎসার।
সংসার বিরক্ত চির অনাসক্ত

কাহার সাধ্য তাঁহারে বাঁধে সংসারে 🎙

কিশোর বালক গৃহ ছেড়ে যায় কাঁদে পিতা, কাঁদে মাতা !

সাধনার তরে কত না পুণ্য তীর্থে ভ্রমিল তারা ;

এল অবশেষে গীর্ণাহার পাহাড়ে,

অন্তর ভাবে-হারা॥

স্বপন বিভোল আঁথির সুমুখে

মেঘে টুটে আজ আলো ফুটে চিনি যেন ডারে, ডবু প্রহেলিকা,

ान रचन डारझ, ड्यू व्यटरानका, त्र कि कांग्रा, ना-ना हांग्रा!

মেঘের মূরতি যেন ইসারায় দেখাইল দিশা ভারে

কানে আসে বাণী বামার নিকটে

वीत्रज्य हरण या दत।

হিমগিরি হ'তে তুহিন ধবল নিঅ'বিণীব ধাবা

হিল্লোলে তুলি কলকল্লোল

ভারাপীঠে হোপো সারা

বামা আর ভারা, ভারা আর বামা

ত্জনা ত্জনে মাগি

যেন এ ধরায় লভেছে জনম

ছজনা ছজন লাগি।

সিদ্ধসাধক ভৈরব বামা ভারাকে দানিল দীক্ষা ভৈরব হোলো ক্ষেপাবাবা ভারা লভি বীরাচারে শিক্ষা। পলাশীর মাঠে বাংলা পড়িল অধীনতা শৃঙ্খল জাতির সে গ্রানি বুঝি তারানাথে करत्रिक ठथन । পলাশীর মাঠে জুড়নপুরেতে ভারানাথ বুঝি ভাই, লভিতে সিদ্ধি বিছালো আসন. করিল সাধন ঠাঁই। বীরাচারী ভারা শিব শঙকর প্রমায় ভৈরদ. শুভ্র সৌম্য বরতমুখানি সুষমার বৈভব। জ্ঞানে বিজ্ঞানে পণ্ডিত তারা मीश धर्मा कर्मा ; ৰজ্বের চেয়ে সুকঠিন, আর পুষ্প থেকে মৃত্ মর্ম্মে। রাজনীতিবিদ এসেছে ছুটিয়া লভিবারে উপদেশ. বিদেশী বণিকে বিভাডিয়া কিসে উদ্ধার হবে দেশ ? রাজপুরুষের কত নিপীড়ন সয়েছেন তারানাথ; চিরনির্ভীক কখনও সে সবে করেনিক' দৃকপাত। তাপস, সাধক, ভৈরব তারা বিপ্লবী তারানাথ

ধন্য হয়েছে এ ভারতভূমি
ভারারে কোলেতে সভি।
অবৃত ভক্ত ধন্য হয়েছে
জেনেছে যোগী সে কে ?
সে-ই যোগী যিনি নিজেকে যুক্ত

করেছেন আত্মাতে।

পরমত্রহ্ম সতত্ত্বুক্ত

আছেন মোদের সাথে, তাঁহাকে চিনিতে পারি মোরা শুধু

আত্মার চেতনাতে।

দিকে দিকে আজি রণ-ছংকার বাজে কলুষের ডঙকা;

সাধকের বাণী তাহারে ছাপিয়া ঘোষিছে নাহিরে শঙকা।

জীবনযুদ্ধ জিনিবার যাত্ত্-মন্ত্র করিতে শিক্ষা

কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্মেরে রাখি লহ জীবনের দীক্ষা।

কর্ম্ম ধর্ম্ম পরিক্রমায় পড়েছে চরণ যেপা,

গড়িয়া উঠেছে যোগী তাপসের আশ্রম সেথা।

ধক্ত হয়েছে বহরমপুর ধক্ত ঐ উমাবন ;

ক্ষেপাবাবা তারানাথের তপ সাধনার তপোবন।

এ উমাবনের নিভূতে নিরন্ধনে বেঁধেছিল ক্ষেপা ঘর

রুদ্র বিভৃতি সম্বরি হোলো, শান্ত মহেশ্ব। কর্ম্মে মহান ধর্মে মহান, তাপস ব্রহ্মচারী : कौरन इरग्रह धग्र विन চরণামুজ তাঁরি॥ এই উমাবনে সিদ্ধভাপস পেতেছেন যোগাসন. পূতঃ এই মাটী, পূতঃ উমাবন পুত: এই আশ্রম। নাই ভারানাথ তাই কি তাঁহার আসন আজিকে শৃন্য ? এ মাটীর প্রতি ধূলিকণা সে যে ভারার পরশে ধলা। এ উমাবনম্ হেথা হতে লব ভারার মাভৈ: মন্ত্র; পঞ্চভূত-বন্ধন নাশ ইন্দ্ৰজাল তন্ত্ৰ। এ উমাবনম্ হয়েছে ভীর্ণ— চরণ পরশে যাঁর সেই ক্ষেপাবাবা ভারার চরণে প্রণমি বারংবার।

উমাবনস্ বহরমপুর, মুর্লিদাবাদ

স্মৃতিতর্পণ

(५)

—অভয়পদ চট্টোপাধ্যাস

আমার জানা তো হলো না জীবনে
তৃমি যে আমার কত আপনার
আমারে জানাতে দিন বয়ে গেল
ল্টানো হল না তো চরণে
কবে অভিমানের বাঁধ যাবো গো আমার
আঁখিনীর স্রোতে ভাসিয়া
কবে যাপিব আমি দিবস রজনী
তব প্রেমসিম্ব তটে বসিয়া
কবে পারিব জানিতে
তুমি যে আমার্র সাথী জীবনে-মরণে
কবে সকল ছাড়িয়া রহিব গো
আমি দীনের দীন-টি সাজিয়া
তোমার দাসামুদাসের চরণধূলায় রহিব ধুসর হইয়া
কবে সকল ভুলিয়া রসনা আমার
রহিবে গো তব গুণগানে কীর্তনে।